হাদীসের আলোকে

সমাজ জীবন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯
কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
প্রচ্ছদ ঃ গোলাম মোহাম্মাদ
শিল্পকোণ, ৪২৩ বড়মগবাজার, ওয়্যারলেস রেলগেট, ঢাকা- ১২১৭
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ১০০ টাকা মাত্র

Bishoy Bhittique Tafsirul Quran
Moulana Delawar Hossain Sayedee

Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul

Published by Global publishing Network, Dhaka.
First Edition 2004 June
Price : One Hundred Tk only
Eight Doller (U.S) Only
Five Pound Only

সংকলকের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাশ্চাত্যের অন্ধ মুরীদ তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধারণা করে থাকে। কিন্তু কোরআন-হাদীসের কোথাও 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে 'আদ্ দ্বীন' শব্দ। এর অর্থ হলো জীবন ব্যবস্থা এবং কেবলমাত্র ইসলামই হলো মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠতম ও উন্নতমানের জীবন-যাপনের পদ্ধতি।

ইসলামী জীবনাদর্শের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হাদীস বা সুন্নাহ্র গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআন মাজীদের ভাব ও ভাষা স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আর হাদীসের ভাব আল্লাহ তা'য়ালার, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব কর্মধারা বা আদর্শের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীস বা সুন্নাহ্ ব্যতীত ইসলামী জীবনাদর্শের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করতে হলে হাদীসের অনুসরণ অপরিহার্য। মুসলিম হিসেবে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ জানতে হলে প্রয়োজন হাদীসের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা। কিন্তু সবার পক্ষে হাদীসের বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ক্ষেত্র বিশেষে কঠিন হয়ে পড়ে বিধায় দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় হাদীসের নির্দেশাবলী পর্যায়ক্রমে এই গ্রন্থে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের শ্রম সফল করুন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (এম.পি)

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্‌সীর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি

কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল আসর, সূরা লুকমান, আমপারা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২

শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?

শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত

আল্লাহ কোথায় আছেন?

আলোচিত বিষয়	পৃষ্ঠা

জ্ঞান বা ইলমের গুরুত্ব

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করে থাকেন। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, মানুষের পরকালীন কল্যাণ নির্ভর করে আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে বুঝা, উপলব্ধি করা এবং এই জীবন বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করা। যে ব্যক্তি ইসলামের মর্মার্থ জানতে ও বুঝতে পারবে, ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করা তার জন্য সহজ হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই তিনি ইসলামকে জানার-বুঝার জ্ঞান দান করেন এবং অনুসরণ করারও তওফীক দিয়ে থাকেন।

জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম শিক্ষা করা ফরয। (ইবনে মাযাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয। জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাবার প্রয়োজন হলে সেখানেই নবীজী যেতে বলেছেন। চীন দেশের কথা উল্লেখ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে কষ্ট স্বীকার করে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশেও যেতে হবে। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে শিখতে হবে, শিখতে হলে যেখানে শিক্ষা দেয়া হয় সেখানে যেতে হবে। সর্বপরি জ্ঞান যেখান থেকে লাভ করা যায় সেখান থেকেই তা অর্জন করতে হবে।

যাদেরকে আল্লাহর রহমত আবৃত করে রাখে

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّاَ بِهِ عَمَلُهُ وَلَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন। আর যখন কোন একদল লোক আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন তিলাওয়াত করে এবং কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আলোচনা করে, তখন তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ হতে) এক মহাপ্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে। আর ফেরেশতারা তাদের মজলিসকে ঘিরে রাখেন এবং স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছন দিকে টানবে, তার বংশ গৌরব তাকে সম্মুখে অগ্রসর করাতে পারবে না। (অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্য হল অর্জিত জ্ঞান অনুসারে জীবন পরিচালনা করা।) সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান অনুসারে নিজের জীবন চালাবে না, তার জ্ঞান বা বংশ মর্যাদা তাকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের দিকে নিতে পারবে না। (মুসলিম)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُ هُمْ فَلَمْ

يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدِى الظَّالِمِ وَلَتَاطُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বনী ইসরাঈল জাতি মহান আল্লাহর বিধান অমান্য করা শুরু করলো, তখন তাদের আলিম-ওলামা তাদেরকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করলো না। এরপর তাদের আলিম-ওলামা (তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ না করে) তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে একত্রে সহবস্থান করতে থাকলো। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উভয় দলের অবস্থা এক করে দিলেন। (অর্থাৎ আলিমদের হৃদয়ও পাপীদের হৃদয়ের মত পঙ্কিল ও কালিমাময় হয়ে গেল)। আর তাদের এ পাপকার্য ও সীমালংঘনের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে অভিশম্পাত দিলেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এই কথাগুলো আল্লাহর রাসূল হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় বলছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন– না, (তোমাদেরকে বনী ইসরাঈলদের অনুরূপ হলে চলবে না।) আমি আল্লাহ তা'য়ালার শপথ করে বলছি, যার মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। আর তোমরা যালিমের বাহু ধরে তাকে হক কাজ করতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না করো, তাহলে তোমাদের মন-মানসিকতাও আল্লাহ বিরোধীদের মনের অনুরূপ হয়ে যাবে। তারপর তোমরাও বনী ইসলাঈল জাতির মধ্যে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হবে। (বায়হাকী, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রভাবশালী আলিম শ্রেণী ও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে যালিমদের গতিরোধ করে সমাজ জীবন থেকে সন্ত্রাস, যুলুম ও অবিচারের মূলোৎপাটন করতে এবং ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীসের মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যতীত তথা প্রশাসনিক ক্ষমতাহীন কোনো লোকের পক্ষে সৎকাজের আদেশ দেয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করাও সম্ভব নয়। কারণ, প্রশাসনিক ক্ষমতার বাইরে যারা রয়েছেন, তারা যালিমের গতিরোধ করতে সক্ষম নন, তারা শুধু মাত্র উপদেশ দিতে পারেন মাত্র। উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রেও স্বৈরাচারী সরকার ও সমাজের প্রভাবশালী যালিম ব্যক্তিবর্গ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের নির্দেশ সৎকাজের আদেশ দেয়ার দায়িত্ব ও অসৎকাজ তথা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

আমি তাদেরকে (মুসমানদেরকে ভু-খন্ডের কোন অংশে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সেখানে নামায কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অসৎকাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। আর প্রতিটি কাজের পরিণাম মহান আল্লাহর হাতে (সূরা হজ্জ-৪১)

অন্যায়ের প্রতিরোধ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِى (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। আর যদি

তার সে শক্তি না থাকে তাহলে সে যেন কথার মাধ্যমে নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক নিষেধও করতে না পারে তাহলে যেন মনে মনে এই কাজ উচ্ছেদ করার চিন্তা করে। আর মনে মনে চিন্তা করাটা হলো ঈমানের সব চেয়ে দুর্বলতম লক্ষণ।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মানুষকে পাপ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য অবস্থা ভেদে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। যাদের সামনে পাপকার্য সংঘটিত হয়, তারা যদি শক্তিশালী ব্যক্তি হয়, যেমন- শাসক, দলপতি, সমাজ বা পরিবারের প্রধান অথবা প্রভাবশালী কোন নেতা, তাহলে যেন তারা শক্তি প্রয়োগ করে উক্ত পাপ হতে তাকে বিরত রাখে। আর যদি শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা না রাখে, অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী কাজে যে লিপ্ত সে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথবা কোন প্রভাবশালী নেতা হয়, তাহলে যেন মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করে। আর যদি মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করার মতো অবস্থাও না থাকে, মনে মনে ঐ কাজকে ঘৃণা করতে হবে এবং গোপনে লোকদেরকে আল্লাহ বিরোধী ঐ কাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মনে মনে ঘৃণা করার বিষয়টি হলো, দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

অন্যায়ের প্রতিরোধ না করার পরিণতি

عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلَايُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتُوْا. (ابوداؤد)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে একজন ব্যক্তিও আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের একটি অন্যতম সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুসলিম

সমাজের কোন এক ব্যক্তি যখন প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন গোটা সমাজের দায়িত্ব হল ঐ পাপী ব্যক্তিকে সে পাপ থেকে বিরত রাখা। সমাজের যে কোন ব্যক্তিই আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হোক, আর সে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন। গোটা সমাজের প্রতিরোধের সামনে সে মাথানত করতে বাধ্য হবে। এমন কি সে ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিও হয়। কেননা গোটা জাতি যখন তার পাপ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে, তখন সে জনগণের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে সমাজ বা জাতি যখন তার এই পবিত্র দায়িত্বের কথা ভুলে যায় এবং পাপী ব্যক্তিকে অবাধে পাপকাজে লিপ্ত দেখেও নিরবতা অবলম্বন করে তখন পরোক্ষভাবে গোটা জাতিও ঐ পাপকার্যের অংশীদার হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন।

নেককার লোকের দোয়া তখন কবুল হবে না

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلَايَسْتَعِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং কল্যাণকর কাজের জন্য লোকদেরকে উৎসাহ দিবে। অন্যথায় এক সামগ্রিক আযাবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অথবা তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে নিকৃষ্টমত পাপী লোকদেরকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করবেন। এরপর তোমাদের সৎ লোকেরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন একটি দেশ বা ভূ-খন্ডের মুসলিম অধিবাসীরা সামগ্রীকভাবে যখন সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দুটো শাস্তির যে কোন একটির মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

প্রথমটি হলো ব্যাপকভিত্তিক কোন আযাব। যেমন- বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হলো অত্যাচারী শাসক, অর্থাৎ সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও পাপী লোকদেরকে তাদের শাসক নিয়োগ করে দেয়া হয়, যাদের যুলুম ও নিস্পেষণে গোটা জাতিই ধুকে ধুকে মরতে থাকে। আর এ চরম পরিণতি যখন দেখা দেয়, তখন সে সমাজের ঈমানদার লোকের দোয়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেন না।

আমলহীন আলিমের পরিণতি

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ. (مشكوة)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, কতকগুলো লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিবরাঈলকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরা হলো আপনার উম্মতের মধ্যে প্রচারক, যারা অপরকে সৎকাজ করার বক্তৃতা করেছে কিন্তু নিজেরা তা করেনি।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই বলেছেন, আমলহীন আলিম যত বড় বিজ্ঞই হোক না কেন, তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল যদি সে না-করে অন্য মানুষকে হিদায়েত করার জন্য প্রচার করে বেড়ায় তাতে তার কোনই লাভ হবে না। সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের প্রদত্ত বিধান নিজেকে জানতে হবে, বাস্তবে কাজে পরিণত করতে হবে এবং অন্যদেরকে তা জানানোর জন্য প্রচার করতে হবে। তাহলে মহান আল্লাহর গোলাম ও তাঁর নবীর অনুসারী হিসেবে জান্নাত লাভ করতে পারবে।

সাংগঠনিক জীবনের অপরিহার্যতা

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اَنَا امُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ
لْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ–وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ
فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ
دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ
وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ– (مسند احمد ، ترمذى)

হযরত হারেসুল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন– সে কাজগুলো হলো, জামাআতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামাআত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো– যতক্ষণ না সে পুনরায় জামাআতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে। (মুসনাদে আহ্মদ, তিরমিযী)

জামায়াতবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ
الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দল নেতার আনুগত্যকে অস্বীকার করে দল পরিত্যাগ করলো এবং সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাবন সমষ্টির এমন একটি দলকে জামায়াত বলা হয়, যারা একটি বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশেষ কোন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়। দলবদ্ধতার জন্য চারটি জিনিস অপরিহার্য। যেমন- উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, নেতৃত্ব ও সংগঠন। এই চারটির যে কোন একটির অভাবে দল গঠন পূর্ণ হবে না। এ কারণেই হাট-বাজারের সংঘবদ্ধ লোকদেরকে জামায়াত বা দলভুক্ত বলা হয় না। কারণ উপরোক্ত শর্তগুলোর একটিও তার মধ্যে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ঈদগাহ ও জুমুয়ার মসজিদের দলবদ্ধ লোকদেরকে জামায়াত বা দলবদ্ধ বলা হয়। কারণ, উপরোক্ত শর্তসমূহের সবকটিই তার মধ্যে বিদ্যমান।

হাদীসে জামায়াত বা দলকে ইসলামী জামায়াত বা দল অর্থে বুঝানো হয়েছে। আর ইসলামী জামায়াত বা দল বলা হয় এমন একটি দল বা জামায়াতকে যে দলটি আল্লাহ ও রাসূলের তথা কোরআন-হাসীদের প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কোন একজন নেতার (ইমামের) নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বাতিলকে ধ্বংস করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব মুসলমানদেরকে দিয়েছেন, তার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী দল। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন, পরস্পর সংযোগহীন একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাতিলকে ধ্বংস করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা সূরা আল ইমরাণের ১০৪ নং আয়াতে বলেছেন-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সত্য কাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে, তারাই সাফল্যমন্ডিত হবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

তোমরাই সর্বোৎকৃষ্ট-সর্বোত্তম দল, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (সূরা আল ইমরাণ-১১০)

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের জামায়াত বা দলের উপর অর্পণ করেছেন– কোন একক ব্যাক্তির প্রতি নয়। কারণ এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ এক ব্যক্তির চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। তা সে একক ব্যাক্তি যতবড় জ্ঞানী-গুণী বা ক্ষমতাশালী লোক হোক না কেন। নবী-রাসূলের মতো বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও একটি সংগঠিত জামায়াত বা দলের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ জন্যই হাদীস জামায়াত বা দলের সাথে একত্রিত থাকার জন্য অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং জামায়াত বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুর্খতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জামায়াত ত্যাগ করা যাবে না

عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ النَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মেষ পালের মধ্য থেকে) বাঘ সেই মেষটিকে ধরে নিয়ে যায়, যে একাকী বিচরণ করে। অথবা (খাদ্যের অন্বেষণে) পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান, তোমরা (দল ছেড়ে) দুর্গম গিরি পথে একা যাবে না। এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কিছু লোক পশু পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। চারণভূমি এবং পর্বতের পাদদেশে তারা তাদের পশুগুলোকে দলবদ্ধভাবে চরাতো। বাঘ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী কোন পশুকে ধরে নিয়ে যেতে না পারে, এ জন্য তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। ফলে

রাখালদের অস্ত্রের ও পশুদলকে পাহারা দেয়ার শিকারী কুকুরের ভয়ে কোন বাঘই পশুদলকে আক্রমণ করার সাহস পেত না। কিন্তু রাখালদের অগোচরে কোন পশু যদি ঘাস খেতে খেতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, তখনই নিকটবর্তী পর্বতের গুহা বা জংগল থেকে বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবার সুযোগ পেত।

এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, পালছাড়া পশু যেমন বাঘের শিকার হয় তেমনি জামায়াত বা দল ছাড়া মুসলমানও শয়তানের শিকার হয়, তা সে যত বড় ঈমানদার মুসলমানই হোক না কেন। সারা বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানদের যে দুর্দশা ও দুর্ভোগ তার একমাত্র কারণ হলো মুসলমানদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য। মুসলিম দেশগুলোর অনৈক্যের কারণেই গুটি কয়েক ইয়াহুদীর হাতে প্রতি মুহূর্তে মুসলিম নারী, শিশু, যুবক-বৃদ্ধের রক্ত ঝরছে। ঈমানহারা মুসলিম মিল্লাতের কোনো সম্মান-মর্যাদা পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। অমুসলিমের মধ্যে কতিপয় রক্ত লোলুপ হায়েনা বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে গোটা দুনিয়া ব্যাপী এক নির্মম তান্ডব শুরু করেছে। বর্তমানে যদিও মুসলিম সম্প্রদায় কোথাও দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে দলবদ্ধতা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে নয়; বরং ভাষা বর্ণ অথবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে, যাকে আল্লাহর নবী স্পষ্ট ভাষায় জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জামায়াত ত্যাগী জাহান্নামী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ. (ترمذى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াত বা দলের উপরই আল্লাহ তা'য়ালার রহমত। সুতরাং যে জামায়াত বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহর হাবীব সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত উম্মতেরা কখনও কোন ভুল সিদ্ধান্তের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। আর এরই কারণে ইজমায়ে উম্মতের (সংঘবদ্ধ সিদ্ধান্তকে) শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলাম ত্যাগ করার শামিল

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. (ابوداؤد)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত বা দল ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রশি থেকে তার গর্দানকে আলাদা করে নিলো। (আহমদ, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘোষণা এ কথাই প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিগত জীবনে একটি লোক যতই আল্লাহভীরু হোক না কেন, যদি সে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত মুসলমানদের কোন জামায়াত বা দলে নিজেকে শামিল না করে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে শামিল হলো না।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যে জামায়াত বা দল গঠিত হয়েছিল তার নাম ছিলো আল জামায়াত। অর্থাৎ মুসলমানদের একমাত্র জামায়াত বা দল। তখন প্রত্যেকটি লোকের উপর উক্ত জামায়াত বা দলে যোগ দেয়া ফরয ছিলো এবং উক্ত দলের বাইরে থাকা ছিল কুফরী। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের বিদায়ের পর তাঁর উম্মতের মধ্যে একাধিক লোকের নেতৃত্বে একাধিক জামায়াত বা দল হতে পারে। তবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে এক ও অভিন্ন এবং সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর রাসূলের প্রদর্শিত পন্থায় আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা একাধিক দলও পরস্পর পরস্পরের সাহযোগিতা করবে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর মুসলমানদের বিশেষ কোন একটি জামায়াত বা দল নিজেদের

জামায়াত বা দলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য একমাত্র জামায়াত বা দল বলে দাবী করতে পারে না, যার বাইরে থাকা কুফরী। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে মুসলমানদের কোন একটি দলে অংশগ্রহণ না করে নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একজন সদস্য মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا ادُلُّكُمْ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذَرْوَةِ سَنَامِهٖ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. (ترمذى)

হযরত মায়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (দ্বীনের) মূল সূত্র, তার স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান দিব না? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই বলবেন। আল্লাহর রাসূল বললেন, দ্বীনের মূল হলো ইসলাম, তার খুটি হলো নামায এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে অতি সংক্ষেপে ইসলামের একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ পূর্ণাঙ্গরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনের মূল থেকে শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত তিনটি প্রধান বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ একজন মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও অধীনতার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ নামাযের মাধ্যমে তার আনুগত্যের বাস্তব প্রকাশ ঘটে। তৃতীয়তঃ নামাযের পবিত্র প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

এই তিনটি বিষয়ই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং এর কোন একটিও বাদ দিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কথা কল্পনাও করা যায় না।

সর্বোত্তম কাজ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (بخارى ومسلم)

হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি (আল্লাহর কাছে) সব চেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ঈমানের পরই সর্বোত্তম কাজ বলা হয়েছে জিহাদকে। জিহাদ আরবী শব্দ। অন্য কোন ভাষায় এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করবে, এমন শব্দ নেই। জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহর বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা ও মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় শক্তিকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা।

জিহাদ শুধু সশস্ত্র অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন করে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের অনুগামী করাও জিহাদ। আবার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাও জিহাদ। চরম অবস্থায় শক্তি প্রয়োগ করে বাতিল শক্তির মূলোৎপাটন করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার নামও জিহাদ।

জিহাদ যেহেতু অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং দুর্বলচিত্ত লোকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়, এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে ঈমানের পরে সর্বোত্তম কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

সেই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَاتَمَسُّهَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ. (ترمذى)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, দুই ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একটি হলো ঐ চোখ- যে চোখ আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছে। দ্বিতীয় হলো সেই চোখ- যে চোখ আল্লাহর পথে প্রহরায় বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করেছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভয়ে চোখ থেকে অশ্রু ঝরিয়েছে, সেই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কোনো কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য রাত জেগেছে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা প্রহরা দেয়ার জন্য রাত জেগেছে, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

তাঁর মৃত্যু হবে মুনাফিকের ন্যায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলো না অথবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করলো না। আর এই অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করলো, সে যেন মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে নিয়োজিত করবে। আর দৈহিক বা জাগতিক কোনো বাধার কারণে প্রত্যক্ষভাবে যদি সে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাছে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে চিন্তা-ভাবনা করবে, কিভাবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যায় বা যারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে, তাদেরকে কিভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়। আর যে ব্যক্তি এটা করে না, বুঝতে হবে সে তার সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি। ফলে তার মৃত্যু মুনাফিকের মতই হবে।

জিহাদ গোনাহ্ মাফের মাধ্যম

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفِّرُ عَنِّىْ خَطَايِىْ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفِّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلَّا الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ ذٰلِكَ-

হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, তাহলে কি আমার পূর্বের গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে? আল্লাহর রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ' তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় দৃঢ়তা সহকারে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হও এবং যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানোর চেষ্টা না করে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমার গোনাহ ক্ষমা করা হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নিরব থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কাছে কি জানতে চেয়েছিলে? লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করি, তাহলে কি আমার পূর্বের যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করা হবে? আল্লাহর রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ', তুমি যদি আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হও, তাহলে তোমার যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা হবে। তবে কারও কাছে ঋণ থাকলে তা ক্ষমা করা হবে না। এই মাত্র জিবরাঈল এসে এ কথা আমাকে বলে গেলেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি তার সারা জীবন আল্লাহর রাস্তায় ইসলাম বিরোধিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করে আর পার্থিব জগতে সে কারো কাছে কোন ঋণ না থাকে তাহলে তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে এবং সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। আর যদি সে কারো কাছে ঋণ থাকে তাহলে পাওনাদার ক্ষমা না করা পর্যন্ত তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে না। সুতরাং ঋণ এত মারাত্মক বিষয় যে সামান্যতম ঋণের জন্য তাকে চড়া মাশুল দিতে হবে। সুতরাং কেউ যেন পার্থিব জগতে কারো কাছে ঋণ না থাকে।

শাসকমণ্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

عَنْ عَائِذِبْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ شَرُّالرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ. (مسلم)

হযরত আয়েয ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, শাসকদের মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসক হলো সেই ব্যক্তি, যে অত্যাচারী (অর্থাৎ যে প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচার করে)। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর হাবীব শাসকদেরকে প্রজাসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল, সুবিচারক ও তাদের কল্যাণকামী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর নির্দয়, অত্যাচারী ও যালিম শাসকদের শেষ পরিণাম যে জাহান্নাম সে কথাও পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ইয়ামানের শাসক হিসেবে প্রেরণ করার সময় তাকে যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন, তার শেষ অংশে তিনি বলেছিলেন– হে মুয়ায! তুমি অবশ্যই মযলুমের বদ-দোয়াকে ভয় করবে। কেননা, মযলুমের ফরিয়াদ ও আল্লাহ্ তা'য়ালার মাঝখানে কোন পর্দা থাকে না।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলীফা নির্বাচিত হয়ে তিনি যে নীতি নির্ধারক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার এক অংশে তিনি বলেছিলেন, সাবধান! আজ থেকে তোমাদের প্রতিটি দুর্বল লোক আমার কাছে সবল। কেননা আমি আমার রাষ্ট্র শক্তি নিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবো। আর তোমাদের শক্তিশালী লোক হবে আমার কাছে দুর্বল। কেননা আমিই তার কাছ থেকে দুর্বলের হক আদায় করে দিব।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে শাসন ক্ষমতার অধিকারী করবেন তার উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা। জনগণের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণ করা, তাদের প্রতি ইনসাফ করা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নতুবা আখিরাতের ময়দানে পৃথিবীতে মানুষ যে পদে আসীন ছিলো সেই পদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

দেশের জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আঙ্গুর ফলের ন্যায় (ছোট) মস্তক-বিশিষ্ট কোন হাবসী দাসকেও যদি তোমাদের শাসক করা হয়, তাহলেও তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ইসলামের দলীয় শৃঙ্খলা ঐক্য ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ হলো, একবার যখন তোমরা কাউকে তোমাদের রাষ্ট্রীয় বা দলের নেতা নির্বাচন করবে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করবে, তোমরা তার আনুগত্য করবে ও তার আদেশ মানবে। কারণ দুনিয়ায় ইসলামের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম উম্মাহর উন্নতি এবং কল্যাণ তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির উপরই নির্ভরশীল।

নেতৃত্বের লোভ করা অন্যায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْاَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ. (بخارى، مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে, এরপর যখন তাতে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শাসন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা পদের গুরুত্ব অনুভব করে যারা উক্ত পদ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক থাকে, তখন সততা ও দায়িত্ব বোধের কথা বিবেচনা করে যখন তাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করা হয়, তখন তারা অতিরিক্ত নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করে। ফলে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয় এবং তারা তখন সমাজের উৎকৃষ্ট লোকে পরিণত হয়।

বিচারকের দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَيَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

হযরত আবু বাকারাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি; কোন বিচারক যেন রাগের অবস্থায় বাদী-বিবাদীর মধ্যে কোন রায় প্রদান না করে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিচারক যদি ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচার কার্যের রায় প্রদান করে, তাহলে সম্ভাবনা আছে ক্রোধের প্রভাবে রায়ও প্রভাবান্বিত হবে ফলে ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে না। এ জন্য আল্লাহর নবী সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় পক্ষের কথা-বার্তা শুনে ও প্রমাণাদি পরীক্ষা করে যথাযথ ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে বিচারক নিয়োগ করা হলো, তাকে যেন ছুরি ব্যতীতই জবেহ করা হলো। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শ কাতর দায়িত্বের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপররোক্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দু'জন বিবাদমান ব্যক্তির মধ্যে বিচার করার সময় বিচারককে নিজের কঠিন দায়িত্ব এতটাই অস্থির করে তুলবে যে, বিচারকের মনে হবে তাকে যেন ছুরি ব্যতীতই কোন কঠিন বস্তু জবেহ করতে হচ্ছে।

বিচার ব্যবস্থায় সুপারিশ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّ هُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِى عَلَيْهِ اِلَّااُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (بخارى ، مسلم)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, একদিন কুরাইশরা মাখজুমী বংশের একটি মেয়ে মানুষের ব্যাপারে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কারণ মেয়ে মানুষটি কিছু চুরি করেছিল। (আর তার মোকদ্দমা আল্লাহর রাসূলের আদালতে বিচারাধিন ছিল) তারা পরস্পর বলাবলি করছিলো, কে এর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের সাথে আলোচনা করতে পারবে? তারা একে অপরকে বললো, আল্লাহর রাসূলের ঘনিষ্ঠ হযরত উসামা বিন যায়েদ ব্যতীত আর কে এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলার সাহস রাখে? এরপর হযরত উসামা বিন যায়েদ আল্লাহর নবীর সাথে চুরির অপরাধে অপরাধী মেয়ে মানুষটি সম্পর্কে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর বিধান কার্যকর করার বিষয়ে তুমি আমার কাছে সুপারিশ করছো! (যেন আমি তা কার্যকর না করি) এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের পূর্বের কোন কোন জাতি এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। আর দুর্বল লোক চুরি করলে তার ওপর দন্ড প্রয়োগ করা হতো। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, তাহলে অবশ্যই তারও হাত কাটা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী আইনে চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে হাত কাটা। কুরাইশ গোত্রের

প্রসিদ্ধ মাখজুমী বংশের ফাতেমা বিনতে আসাদ নামে একজন মহিলা ঘটনাক্রমে চুরি করেছিল এবং তার মামলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পেশ করা হয়েছিল। এই অভিজাত বংশের মেয়েটির চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে একথা ভেবে তার নিজের গোত্রের লোকেরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এ জন্য তারা তার শাস্তি রহিত করার জন্য আল্লাহর রাসূলের ঘনিষ্ঠজন হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মাধ্যমে আল্লাহর নবীর কাছে সুপারিশ করালেন। এ কারণে আল্লাহর নবী খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বললেন, 'ইসলামের দন্ডবিধি কার্যকর না করার ব্যাপারে এ ধরনের সুপারিশ করা মারাত্মক অন্যায়। ফাতেমা বিনতে আসাদ কেন, যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ কাজ করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম। তোমাদের পূর্বে কতক জাতি বিচার ব্যবস্থায় যখন অবৈধ সুপারিশ ও পক্ষপাতিত্ব শুরু করেছিল, তখনই আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

মিথ্যা কথা বলা বড় গোনাহ্

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْقَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ مَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. (بخارى ومسلم)

হযরত আবু বাকারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহের কথা বলবো না? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। এরপর তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। আল্লাহর রাসূল হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় (কথাগুলো বলতে) ছিলেন। হঠাৎ তিনি (কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য) সোজা হয়ে বসলেন এবং উক্ত কথাটি বার বার বলতে থাকলেন। এ. ন কি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহা! আল্লাহর রাসূল যদি এখন থেমে যেতেন। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবীরা গোনাহ্র মধ্যে থেকে তিনটি মারাত্মক গোনাহের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করা। আর মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া উভয়টিই কবীরা গুনাহ। তবে মিথ্যা কথা বলার চেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মারাত্মক গোনাহ্।

সবথেকে বড় খেয়ানত

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ الْحَضْرَمِى (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ. (ابداؤد)

হযরত সুফিয়ান ইবনে উসায়্যিদ হাদরামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় খেয়ানত হল তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ মিথ্যা কথা বলা কবীরা গোনাহ্। কোরআন-হাদীসে একে শিরকের সমতুল্য পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সরলমনা লোককে মিথ্যা বলে ধোঁকা দেয়া আল্লাহর হাবীব সবেচেয়ে বড় খেয়ানত বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত মিথ্যাকে পরিহার করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার গযব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ لَايُصْلِحُ الْكِذْبُ فِىْ جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا اَنْ يَعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَايَنْزَجِزَلَهٗ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেন– কৌতুক করে বা গৌরব প্রদর্শনের জন্য কোনো অবস্থায়ই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোন ওয়াদা করবে না, যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আল্ আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা ঃ সন্তানদেরকে ফাঁকি দেয়া এবং তাদের সাথে মিথ্যা বলাকে মানুষ সাধারণভাবে দোষণীয় মনে করে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সন্তানদের সাথে মিথ্যা কথা বলা, তাদেরকে ফাঁকি দেয়া এবং তাদেরকে কোন জিনিস দেয়ার ওয়াদা করে তা না দেয়াকে অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। কারণ এর ফলে পিতা-মাতার মাধ্যমেই সন্তান মিথ্যা বলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

গীবত করা হারাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ. قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَايَكْرَهُ قِيْلَ افَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَااَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ. (مشكوة)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহর রাসূল বললেন, গীবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অনুপস্থিতিতে) এমনভাবে করলে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর নবী! আমি যা কিছু বলবো তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে অপবাদ। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ কোন মুসলমানের ত্রুটির কথা সমাজে প্রচার করে তাকে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, তাহলে সেটা গীবত এবং গীবত হলো শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক পাপ। কোরআনে গীবতকারীকে মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তবে সংশোধনের নিয়তে তার উর্ধ্বতন কোন দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিকে বলা গীবত নয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানিতে লিপ্ত এবং মানুষের উপর যুলুম অত্যাচার করে, তার দোষত্রুটি প্রচার করে লোককে সাবধান করে দেয়াও গীবত নয়। বরং এটি একটি প্রয়োজনীয় কাজ।

গীবতের কাফ্ফারা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اِغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ. (بيهقى، مشكوة)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবতের কাফ্ফারা হলো এই যে, তুমি যার গীবত করেছো তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়ায় এ কথা বলবে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং তার গোনাহ ক্ষমা করে দাও। (বায়হাকী, মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি জীবিত না থাকে, তাহলে তার গোনাহ মাফের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দোয়া করতে হবে।

চোগলখোরী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الاِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِيْبَةِ-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদেরকে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ চোগলখোরী বলা হয় একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা ও ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া। সমাজের বেশীর ভাগ ঝগড়া-ফাসাদ চোগলখোরী বা কটুকথার কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক পাপ এবং অপরাধ। কারণ ইসলাম যে ধরনের আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণ করতে চায়, সে সমাজে চোগলখোরের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এ জন্যই নবীজী মুসলমানদেরকে এ জঘন্য পাপ পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না এ সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছেন।

অহঙ্কারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. (مسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি তার পোশাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটাও কি অহঙ্কার) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহঙ্কার হলো আল্লাহর গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যেসব চরিত্রগত ত্রুটি মানুষকে মানবতাহীন করে, তার মধ্যে আত্মভিমান বা অহংকার হল অন্যতম। মানুষ সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়াও পৃথিবীতে সে পদে পদে অন্যের মুখাপেক্ষী। সুতরাং যে প্রতিনিয়তই অন্যের মুখাপেক্ষী বা, তার পক্ষে আত্মভিমানী বা অহংকারী হওয়া আদৌ শোভা পায় না।

অহংকারী ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'য়ালার করুণা থেকে বঞ্চিত থাকে, এ কথাটি হযরত লোকমান (রাহঃ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা লুকমানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. (سورة لقمان: ٢)

(হযরত লোকমান তাঁর ছেলেখে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে প্রিয় বৎস!) তুমি

মুখমন্ডলকে কারো উদ্দেশ্যে গম্ভীর করবে না। (যেমন- অহংকারী লোকেরা কারও সাথে কথা বলার সময় মুখের অবস্থা গম্ভীর করে থাকে।) আর যমীনের উপর দিয়ে দাম্ভিকতা সহকারে চলবে না। কেননা, আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও গর্বিতকে ভালবাসেন না। (সূরা লোকমান-২)

উপরে উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহর হাবীব অহংকার এবং পরিচ্ছন্নতা বোধের পার্থক্যটাও সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোন একটি লোক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাক অথবা সুন্দর ও উত্তম জুতা ইত্যাদি পরিধান করা অহংকার নয়। বরং অহংকার হলো মনের এমন একটি অবস্থা, যার ফলে অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে উত্তম ও অপরকে অধম বলে মনে করে। পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতাবোধ অংকার নয়। কেননা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন।

আল্লাহর রাস্তায় দান করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاسَرَّنِىْ اَنْ يَمُرَّ عَلٰى ثَلٰثِ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَيْئٌ اِلَّا شَيْئٌ اُرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ. (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কাছে যদি ওহূদ পর্বতের অনুরূপ স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাক, সেটা আমি পসন্দ করি না। হ্যাঁ, তাতে আমার ঋণ পরিশোধের জন্য সামান্য যে পরিমাণ প্রয়োজন হয়। (সে সেই পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবো।) (বোখারী)

দান করার উৎকৃষ্ট সময়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تُصَدِّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمِلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا

بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! কোন অবস্থায় দান করা ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থার দান। যখন তোমার দরিদ্র হওয়ারও ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তোমার নিয়তই দান খয়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌঁছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্য এটা অমুকের জন্য এটা, আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌঁছান হবে। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচ্ছল-ধনবান মুসলামানদেরকে দরিদ্র ও অভাবীর অভাব মোচনে ও আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে সারা জীবনই দান-খয়রাত করতে বলেছেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। তবে যৌবন অবস্থার দানই আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

বৃক্ষ রোপন অন্যতম দান

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا وَيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ .

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপন করে অথবা শস্য বপন করে, এরপর তা থেকে কোন মানুষ, পাখী বা জন্তু কিছু ভক্ষন করে, তাহলে অবশ্যই তা তার জন্য দান হিসেবে পরিগণিত হবে। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইবাদাত,-বন্দেগীর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, এর মধ্যে ছদকায়ে জারিয়া একটি বড় ইবাদাত, কোন ব্যক্তি যদি জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর একটি বৃক্ষ রোপন করে বা ফলদায়ক শস্য বপন করে। আর সে শস্য বা ফল মানুষ ও কোন পশু পাখী বা অন্য কোনো জীব ভক্ষন করে তাহলে অবশ্যই তা রোপনকারীর জন্য বড় দান হিসেবে পরিগণিত হবে।

দানকারীর সম্পদ কমে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَاتَوَا ضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দান খয়রাত করলে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমা করা দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার ইজ্জত-সম্মানই বাড়িয়ে দেন। আর যে আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ ধরনের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। দান, ক্ষমা ও বিনয়। কোন বস্তুবাদী স্বল্প বুদ্ধির লোক হয়ত মনে করতে পারে যে, দান করলে সম্পদ কমে যায়, ক্ষমা করলে সম্মানের হানী হয় এবং বিনয় দেখালে মর্যাদা কমে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিষয়টি এমন নয় বরং এর বিপরীত, দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ক্ষমা করলে সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং বিনয় মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

হিংসুকের আমল নষ্ট হয়ে যায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ . (ابوداؤد)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ঈর্ষা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা, আগুন যেভাবে কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়, ঠিক একইভাবে ঈর্ষাও মানুষের নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ অন্যের নে'মাতের ধ্বংস কামনাকে বলা হয় ঈর্ষা। সমাজে কিছু লোক দেখা যায় যারা অপরের স্বচ্ছলতা, কর্মকুশলতা, পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদ দেখে

দারুণ অন্তর্জ্বালা অনুভব করে এবং মনে মনে তার ধ্বংস কামনা করে, নিজে অনুরূপ নে'মাত উপার্জন করার প্রচেষ্টা দোষণীয় নয়। বিষয়টি পরশ্রীকাতরতাও নয়, কিন্তু অন্যের ধ্বংস কামনা মারাত্মক ঈর্ষা।

হালাল উপার্জন-দোয়া কবুলের শর্ত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَالْمُؤْمِنِيْنَ بِمَااَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًاوَقَالَ تَعٰلٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ وَاغْبَرَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهٗ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهٗ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهٗ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং পবিত্র এবং কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই তিনি গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'হে রাসূল! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।' (অনুরূপভাবে) তিনি মুমিনদেরকে বলেছেন, 'হে ঈমানদারেরা! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য থেকে আহার গ্রহণ করো। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ বললেন, যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধুলি-মলিন অবস্থায় (কোন পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়ে) দু'হাত আকাশের দিকে তুলে (দোয়া করে) হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও লেবাস সব কিছু হারাম। এমন কি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্যে জীবন ধারন করেছে। সুতরাং তার দোয়া কি করে কবুল হবে!

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মুমিনদেরকে হালাল উপায়ে উপার্জিত পবিত্র ও শরীয়াত অনুমোদিত খাদ্য গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। সুতরাং হারাম উপায়ে উপার্জিত হালাল (শরীয়াত অনুমোদিত খাদ্য) অথবা হালাল উপায়ে অর্জিত হারাম খাদ্য এর কোনটাই মুমিন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না।

জীবন সংক্রান্ত পাঁচটি প্রশ্ন

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ الاَسْلَمِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمَاعَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ . (ترمذى)

হযরত আবু বুরদাতা আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দুই পা কোনো দিকে নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (১) পৃথিবীতে তাকে যে হায়াত দেয়া হয়েছিলো, সে হায়াত কোন্ পথে ব্যয় করা হয়েছে। (২) সে তার যৌবনকে কোন্ পথে ব্যয় করেছে। (৩) সম্পদ কোন্ পথে উপার্জন করেছে। (৪) সম্পদ কোন্ পথে ব্যয় করেছে। (৫) যে জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছিলো, তা কোন্ কাজে লাগিয়েছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব না দেয়া পর্যন্ত আখিরাতের ময়দানে কোনো মানুষের পক্ষে এক কদমও এদিক-ওদিক যাওয়া সম্ভব হবে না। আর যে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনকালের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট দেখা যাবে।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থোপার্জনের যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত পন্থা পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন -চুরি-ডাকাতি, ধোঁকা-প্রতারণা, সুদ-ঘুষ ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করা। অনুরূপভাবে ব্যয় করার ব্যাপারেও মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। বরং সেখানেও হালাল হারামের সীমা রেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই হাদীসে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে অর্থোপার্জন ও অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে সাবধান করতে গিয়ে বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে যে পাঁচটি বিষয়ে জওয়াবদিহি করতে হবে তার মধ্যে একটি হলো তার সম্পদ। অর্থাৎ সে তার সম্পদ কিভবে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে।

সর্বোত্তম খাদ্য

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ . (بخارى)

হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদী কারাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হাতে উপার্জনের মাধ্যমে করে। আর আল্লাহর প্রিয়নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে হাতের উপার্জন ও কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে যারা জীবিকা সংগ্রহ করে, তাদের সংগৃহীত জীবিকাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বিরাট সম্রাজ্যের শাসক হওয়া সত্ত্বেও রাজকোষ থেকে নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করতেন না। বরং নিজ হাতে লৌহজাত দ্রব্যাদি নির্মাণ করে তা বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে পরিশ্রমী ও উপার্জনশীল হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। মুসলমান অন্যের দয়ায় জীবিকা নির্বাহ করুক অথবা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করুক এটা গর্হিত কাজ। আল্লাহর রাসূল বলেছেন- اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ- উপার্জনশীল ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।

নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা

عَنْ مَالِكٍ (رض) اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ. (مؤطا امام مالك)

হযরত মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে এই মর্মে খবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের নৈতিকগুণ মাহাত্ম্যকে পূর্ণতার স্তরে পৌছে দেয়ার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সব দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি প্রধান ও অন্যতম দায়িত্ব হলো 'তাযকীয়াহ'। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল তাঁর অনুসারীদেরকে অন্যায়, অপবিত্রতা ও চরিত্রহীনতার পংকিলতা হতে উদ্ধার করে চরিত্র মাহাত্ম্যের উন্নত স্তরে পৌছিয়ে দিবেন। এই হাদীসে আল্লাহর নবী সে কথার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ. (ابوداؤد)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই একজন মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রগুণে সেই সব আবিদ লোকের মর্যাদা লাভ করতে পারে, যে সব আবিদ ব্যক্তি সারা রাত নামাযে অতিবাহিত করে এবং সারা বছরই রোযা রাখে।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, একজন চরিত্রবান মু'মিন ব্যক্তি তার উপর অর্পিত শরীয়াতে বাধ্যতামূলক কাজগুলো সমাধা করার পর সে তার চরিত্র গুণে সর্বাধিক 'নফলের' সওয়াব পাবে।

লজ্জা ঈমানদারের ভূষণ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلٰى رَجُلٍ مِنَ الاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ. (بخارى، مسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসার সাহাবীর কাছ দিয়ে কোথাও

যাচ্ছিলেন। উক্ত সাহাবী তাঁর ভাইকে (অতিরিক্ত) লজ্জাশীলতার কারণে তিরস্কার করছিল। আল্লাহর রাসূল তাঁকে বললেন, একে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জাশীলতা হল ঈমানেরই একটি অংশ। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অশালীন, অশোভনীয় ও অন্যায় কাজ দেখে মনে সঙ্কোচবোধ করার নাম হল লজ্জা। হাদীস অনুযায়ী লজ্জা হলো ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই সম্ভ্রমশীল অর্থাৎ লজ্জার গুণে গুণান্বিত হতে বাধ্য। সুতরাং লজ্জাশীলতার জন্য তিরস্কার করা সঙ্গত নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ. (احمد، ترمذى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লজ্জা হলো ঈমানের একটি অঙ্গ এবং ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতী হবে। আর লজ্জাহীনতা হলো পাপ, আর পাপী ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। (আহমদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ লজ্জা ঈমানদারের ভূষণ। লজ্জাহীনতা হচ্ছে জলন্ত আগুন, সুতরাং ঈমানদার যে, সে জান্নাতে যাবে। লজ্জাহীনতা অর্থাৎ পাপীর স্থান জাহান্নাম।

রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَجَرَّعَ عَبْدُ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ بَكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى. (احمد)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যে সব বস্তুর ঢোক গ্রহণ করে থাকে, তার মধ্যে গোস্বা বা রাগের সেই ঢোকটিই হলো আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে উত্তম ঢোক, যা আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মানুষ গ্রহণ করে থাকে। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাগকে দমন করা এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়া ও ধৈর্যধারণ করা একটি মহৎ গুণ। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন- وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. যারা ক্রোধ দমন করে এবং লোকদের ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ এসব সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (بخارى، مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বীর নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে বীর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ একজন মুসলমান ব্যক্তি যে আদৌ রাগ করবে না তা নয়। তবে যে সব ক্ষেত্রে সে রাগ করবে সেখানে সে কাণ্ড-জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে না। বরং চরম রাগের মুহূর্তেও যেন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এটাই ইসলামের শিক্ষা।

জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ

عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ شَفَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. (مشكوة)

হযরত সাহল ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের (পবিত্রতার) নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ মানবদেহের দুটো অঙ্গ হয় এমন স্পর্শকাতর যেখান থেকে শয়তানের হামলার সম্ভাবনা সর্বাধিক। সুতরাং যে ঈমানদার ব্যক্তি শয়তানকে পরাভূত করে এ দুটো অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدٰكَ. (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি বিষয় দেখে নারীকে বিয়ে করবে। (১) ধনসম্পদ, (২) বংশ মর্যাদা, (৩) সৌন্দর্য ও (৪) দ্বীনদারী। দ্বীনদার নারী দেখে স্ত্রী নির্বাচন করো তোমার মঙ্গল হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্য সাধারণতঃ চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়ে থাকে। কেউ ধন-সম্পদে প্রলুব্ধ হয়। কেউ বংশ মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কেউ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয় আবার কেউ নারীর চরিত্র ও দ্বীনদারীকে নির্বাচনের বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এ চারটি বিষয়ের মধ্যে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পক্ষে শ্রেষ্ঠগুণ হচ্ছে চতুর্থতম গুণটি অর্থাৎ দ্বীনদারী। যাকে বলা যায় চারিত্রিক সততা ও ধার্মিকতা। এটি অবহেলা করে অন্যগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মুসলমানের পক্ষে একান্ত অনুচিত। তবে এর সাথে অন্যান্য গুণাবলী থাকলে তাকে আল্লাহর অশেষ করুণা মনে করতে হবে।

বিয়ের গুরুত্ব

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (بخارى و مسلم)

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের দায়িত্ব পালনের সামর্থ আছে তার বিয়ে করাই উচিত। কারণ তা (বিয়ে) দৃষ্টিকে নত করে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। অর্থাৎ পরনারী বা পরস্ত্রীদের প্রতি আকর্ষণ হেতু কুদৃষ্টি থেকে এবং কামশক্তিকে বল্গাহীন হওয়া থেকে রক্ষা করে। বিয়ের গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষম যুবকদের পক্ষে কামশক্তি দমন করার জন্য মাঝে মাঝে রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। (বোখারী, মুসলিম)

সর্বোত্তম নারী

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسٰى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تُزَوِّجُوْا هُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسٰى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلٰكِنْ تُزَوِّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلَاَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ. (منتقى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেবল রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্যের জন্যই নারীদের বিয়ে করো না। তাদের সৌন্দর্য তাদের বরবাদ করে দিতে পারে। তাদের ধনদৌলতের জন্যও তাদেরকে বিয়ে করো না। তাদের ধন-সম্পদের গর্ব তাদেরকে গর্বিতা ও অবাধ্য করে তুলতে পারে। বরং তাদের চরিত্র ও দ্বীনদারী দেখে বিয়ে করো। আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে একজন কৃষ্ণবর্ণা চরিত্রবতী দ্বীনদার দাসী উচ্চ খান্দানী বংশের মর্যাদা সম্পন্না সুন্দরী নারীর চেয়ে অনেক ভালো।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِنْ لَاتَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ. (ترمذى)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কাউকে দ্বীনদার ও চরিত্রবান বলে তুমি পছন্দ করো, এমন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তার প্রস্তাব

সমর্থন করো ও তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তোমরা এমন না করো; তবে পৃথিবীতে বৃহৎ ফেৎনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের সম্পূরক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিয়ের জন্য পাত্রী মনোনয়নের পক্ষে দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়াই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত। এর প্রতি অবহেলা করে যদি কেবল সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা ও ধন-সম্পদের উপরই লক্ষ্য করা হয়, তাহলে মুসলিম সমাজে সংকট ও দুর্দশার সৃষ্টি হবে। জনসাধারণ যদি দুনিয়ার ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রতি বেশী করে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহভীরুতা ও চরিত্রের প্রতি তাদের আদৌ লক্ষ্য না থাকে, তাহলে তার পারিবারিক ব্যবস্থার পতন অনিবার্য হয়ে পড়াই স্বাভাবিক, এ অবস্থাকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহৎ ফিৎনা ও ফাসাদ বলেছেন। দ্বীনদারীর সাথে অন্যগুলোও থাকলে ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু দ্বীনদারী ছাড়া অন্যগুলোতে ক্ষতি ও অশান্তির সম্ভাবনাই বেশী।

মোহরানা

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهُ. (نيل الا وطار)

হযরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মহর-ই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নায়লুল আওত্বার)

ব্যাখ্যা ঃ মহর বলা হয় সেই মূল্যকে যা বিয়ের সময় বরের পক্ষ হতে পাত্রীকে দেয়ার ওয়াদা করা হয়। মহর সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। আশু যা চাওয়া মাত্রই স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হয়। গৌন যা আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে আদায় করতে হয়। শরীয়াতে মহরের গুরুত্ব অত্যাধিক। বিয়ের বৈঠকে যদি মহরের কথা উল্লেখ করতে ভুলে যায়, তাহলে সমাজের অনুরূপ মহিলাদের বরাবর উক্ত মহিলার মহর বরের উপর ওয়াজিব হবে। মহর ধার্যের ব্যাপারে বরের সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এমন অধিক পরিমাণ মহর ধার্য করা উচিত নয়, যা বরের পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয়।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْابِهِ مَا اسْتَطْعَتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

হযরত উক্ববাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে তোমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক পালনযোগ্য শর্ত ঐটি যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সতীত্বের মালিক হয়ে থাক। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দাম্পত্য জীবনে পুরুষকে যে সব শর্ত পালন ও পূরণ করতে হয় তার মধ্যে মোহর পরিশোধ করাই সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য। মোহর দিতে হয় না, দিব না বা দিতে হবে না; এটা মারাত্মক অপরাধ। তাছাড়া বান্দার হক নষ্ট করার ভয়ঙ্কর পাপ তো আছেই। এ বিষয়ে সবাইকে সাবধান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ اَلَا لَاتُغَالُوْا صُدُقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْكَانَتْ مُكَرَّمَةً فِى الدُّنْيَا وَتَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ لَكَانَ اَوْلَاكُمْ بِهَانَبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا اَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلٰى اَكْثَرَمِنْ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ اَوْقِيَةً. (بخارى)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে জনগণ! সাবধান! স্ত্রীদের মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। এটা যদি দুনিয়ার সম্মানের কারণ হতো এবং আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে পরহেযগারীর বিষয় হতো তাহলে এর সর্বাধিক যোগ্যতম ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলই হতেন। কিন্তু তিনি বার আউকিয়ার (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) বেশী মোহরানা দিয়ে কোন বিয়ে করেছেন বা তাঁর কোনও মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বলে আমি জানি না। (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণতঃ আভিজাত্যের দাবীদারগণ আভিজাত্যের গর্বে বিশাল অঙ্কের মোহরানা ধার্য করে থাকেন যা তাদের পরিশোধ করা ক্ষমতার বাইরে এবং পরিণামে গলায় ফাঁস হয়ে পড়ে। এজন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সকল মুসলমানকে এ রকম অযথা নিরর্থক গর্ব করতে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহর রাসূলের জীবনাদর্শ পেশ করে সকলকে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য মোহরানা ধার্য করতে উৎসাহিত করেছেন।

এক 'আউকিয়া' সাড়ে দশ তোলা রূপার সমান এবং বার 'আউকিয়া' ১২৬ তোলার সমান। এর বেশী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন স্ত্রী বা মেয়ের মোহরানা ছিল না। তাঁর একমাত্র স্ত্রী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার মোহরানা বেশী ছিল বটে, কিন্তু এ মোহরানা হাবসার বাদশাহ নাজ্জাশী ধার্য করেছিলেন এবং তিনিই পরিশোধ করেছিলেন। এ বিয়েও আল্লাহর রাসূলের অনুপস্থিতে হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মেয়েদের মোহরানা মুসলমানদের জন্য আদর্শ হওয়া উচিত।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصُّدَاقِ اَيْسَرُهُ. (نيد الاوطار)

হযরত উকবাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সহজসাধ্য মোহরই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মোহর। (নাইলুল আওতার)

ব্যাখ্যা ঃ বড় অংকের মোহর বহু জটিলতা ও অশান্তির সৃষ্টি করে থাকে। বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ত্রী থাকতে চায় না, স্বামীও রাখতে চায় না। কিন্তু মোহরের পরিমাণ ক্ষমতার বাইরে হওয়ায় তালাক দিতেও পারে না, ফলে উভয়ের জীবন অসহনীয় হয়ে পড়ে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ওয়ালীমা ভোজে ধনীদের অহ্বান করা হয় ও গরীবদের পরিত্যাগ করা হয় এ ধরনের ভোজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ। আর যে ব্যক্তি ওয়ালীমার দাওয়াত কবুল করে না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননা করে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ওয়ালীমা সুন্নাত এবং ওয়ালীমার দাওয়াত কবুল করাও সুন্নত। শরীয়াত সঙ্গত কারণ ছাড়া দাওয়াত কবুল না করাও সুন্নাতের খেলাফ এবং যে ওয়ালীমায় সমাজের গরীবদের ছেড়ে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, সে ওয়ালীমা নিকৃষ্টতর ও জঘন্যতম ওয়ালীমা; সে ওয়ালীমায় অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

ফাসিক ব্যক্তির দাওয়াত

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ. (مشكوة)

হযরত উমারা ইবনে হুছাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, ফাসেক ও আল্লাহর নাফরমানদের দাওয়াত কবুল করতে আল্লাহর রাসূল নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি হারাম-হালালের পার্থক্য করে না এবং আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ নির্ভয়ে প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করে, তাকে 'ফাসিক' বলে। এ ধরণের লোকের দাওয়াত কবুল করা নিষেধ। যে দ্বীনের সম্মান করে না, দ্বীনদার লোক তাকে সম্মান করবে কেন? বন্ধুর শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে ভদ্রজনোচিতভাবে মিষ্টি ভাষায় এই ধরনের ফাসিক লোকদের দাওয়াতে যেতে না পারার অপারগতা প্রকাশ করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْئٍ مِنَ الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَّرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْابِالنِّسَاءِ . (بخارى و مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। কারণ তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজড়ের হাড় থেকে, আর পাঁজড়ের হাড় বাঁকা। তাকে সোজা করতে চেষ্টা করলে সে ভেঙ্গে যাবে এবং তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিলেও বক্রই থেকে যাবে। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সম্পর্কে আমার উপদেশ গ্রহণ করো, অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে নারীকে পাঁজরের বক্র হাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সত্যই যদি স্ত্রীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হতো, তাহলে পৃথিবীতে যেসব দেশের পুরুষরা দশটি বিশটি বিয়ে করে, তাহলে তো তাদের পাঁজরের একটি হাড়ও অক্ষত থাকার কথা নয়। নারী সৃজিত হয়েছে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে–কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর আসল অর্থ এটা নয় যে, নারীকে সৃষ্টিই করা হয়েছে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে। বরং এর অর্থ হলো, নারীর সৃষ্টিতে পাঁজরের হাড়ের মতো বক্রতা বিদ্যমান। সমগ্র মানব জাতি সম্পর্কে কোরআনে যেমন বলা হয়েছে, 'মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।' এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, 'মানুষ প্রকৃতপক্ষেই তাড়াহুড়া থেকে জন্মলাভ করেছে।'

বরং এর তাৎপর্য হলো, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতেই তাড়াহুড়া ও অস্থিরতার প্রবণতা নিহিত রয়েছে। পাঁজরের হাড় থেকে নারী সৃষ্টি, কথাটি বক্রতা বোঝানোর জন্য রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, নারীর মধ্যে এমন এক ধরনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বক্রতা। নারীদের স্বভাবে বক্রতা স্বভাবগত ও জন্মগত। নারীরা সাধারণত একটু জেদী প্রকৃতির হয়ে থাকে। নিজের কথার ওপর অটল থাকা ও একবার জেদ উঠলে সবকিছু সহ্য করা নারী স্বভাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা খুঁতখুঁতে মেজাজেরও হয়ে থাকে। সুতরাং পুরুষ যদি কথায় কথায় তার দোষ ধরে, আর একবার কোনো দোষ পাওয়া গেলে তা শক্ত করে ধরে রাখে এবং কখনো ভুলে না যায়, তাহলে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকুই শুধু নষ্ট হবে না, দাম্পত্য জীবনের স্থিতিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। যে পুরুষ তার নিজের সহধর্মিণীর খুঁটিনাটি অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর মজ্জাগত অভ্যাস, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরন, তার পক্ষে কোনো নারীকে স্ত্রী হিসাবে সাথে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হতে পারে না। স্ত্রীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে তাদের প্রতি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা তাগাবুন-এর ১৪ নং আয়াতে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ

فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের ওপর বেশী চাপ প্রয়োগ করো না বা শক্তি প্রয়োগ করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, জেনে রাখো, আল্লাহ স্বয়ং বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

নারীদের স্বভাবে সৃষ্টিগতভাবে যে বক্রতা দেয়া হয়েছে, সে বক্রতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা যাবে না। তাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করতে হলে, তাদের মন-মেজাজ ও স্বভাবের প্রতি পূর্ণরূপে সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য রেখে কাজ আদায় করতে হবে, বাঁকা স্বভাবের কারণে অধৈর্য হওয়া যাবে না। তাদের আসল প্রকৃতি বজায় রেখে এবং তাদের স্বভাবকে যথাযথভাবে থাকতে দিয়েই তাদেরকে নিয়ে সুমধুর পারিবারিক জীবন গড়তে হবে। তাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করতে হলে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে অত্যন্ত দরদ, নম্রতা ও সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহার করা এবং তাদের মন রক্ষা করার জন্য শেষ সীমা পর্যন্ত স্বামীকে যেতে হবে। তাদেরকে বাঁকা হাড়ের সাথে তুলনা করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, পাঁজরের হাড় যেমন বাঁকা এবং তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে যাবে। ঐ হাড় বাঁকাই থাকবে এবং দেহ পরিচালনা করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর স্বভাবকে একান্তই নিজের মন মতো করতে চাইলে তা কখনোই সম্ভব হবে না। সুতরাং তার স্বভাব-প্রকৃতিতে তাকে থাকতে দিয়েই পরম ধৈর্য ধারণ করে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রূঢ় ব্যবহার পরিহার করা ব্যতীত স্বামীর দ্বিতীয় কোনো উপায়ই নেই।

নারীর স্বভাবে বাঁকা প্রকৃতি নিহিত রয়েছে—আল্লাহর রাসূলের এই কথায় নারীদের অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হওয়ার অথবা নিজেদেরকে অপমানিত মনে করার কোনোই কারণ নেই। কারণ এ কথার মাধ্যমে তাদেরকে অপমান বা তাদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়নি। আল্লাহর রাসূলের এই কথার মূল উদ্দেশ্য হলো, নারী সমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর পুরুষদেরকে অত্যধিক সজাগ-সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। পৃথিবীর পুরুষ জাতি নারী জাতিকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলবে, তাদের মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখবে, তাদের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ

করবে, তাদের জন্য প্রেমের বাহু বিছিয়ে দেবে, এসব দিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আল্লাহর রাসূল ঐ সকল কথা বলেছেন। এতে করে পুরুষদের কাছে নারীরা অধিকতর আদরণীয় হয়েছে, তাদের সম্মান ও মর্যাদা পুরুষের কাছে বৃদ্ধিই পেয়েছে।

নারীর অসংখ্য উত্তম দিক রয়েছে। তারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, অল্পে তুষ্ট, স্বামী-সন্তানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারিণী, মায়া-মমতা ও প্রেমদায়িনী। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন-পালনের কঠিন কাজ কেবলমাত্র নারীদের পক্ষেই সম্ভব। নারী যে কতটা কষ্ট সহ্য করে এসব কাজ সম্পন্ন করে থাকে, তা পুরুষদের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। ঘর-সংসারের কাজ ও ব্যবস্থাপনায় নারীরা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাদের অনুভূতি পুরুষদের মতো নাজুক ও স্পর্শকাতর নয়। পুরুষদের মতো তারা ধৈর্যহীনা নয়। আপনার স্বামী আপনার মধ্যে শুধু বাঁকা স্বভাবই দেখলো, এসব সর্বোত্তম গুণাবলী তার চোখে পড়লো না? আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়াবাড়ি ক্ষমা করে দিয়েছেন, সুতরাং স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি স্বামীকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তার ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَّرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কারণে কখনই তারা তোমার জন্য এককভাবে সহজ-সরল পথে চলবে না। সুতরাং তুমি যদি তার কাছ থেকে উপকার গ্রহণ করতে চাও তাহলে তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়ে উপকার গ্রহণ করতে হবে। আর যদি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙে যাবে আর ভেঙে যাবার অর্থ হলো তাকে তালাক দেয়া। (মুসলিম)

মানুষ দোষগুণে মিশ্রিত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমান পুরুষ কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সাথে যেন শত্রুতা ও মনোমালিন্য সূচক মনোভাব পোষণ না করে। মনে রাখতে হবে ঐ স্ত্রীলোকের একটা কাজ অসন্তোষজনক হলেও সন্তোষজনক কাজও তার রয়েছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ দোষগুণে মিশ্রিত। দোষগুণ ছাড়া কোন মানুষ নেই। যার মধ্যে দোষ আছে তার মধ্যে গুণও আছে। অতএব গুণের আদর করে সন্তুষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং দোষত্রুটির প্রতি ধৈর্য্য ধারণ করাই কর্তব্য। স্ত্রীলোকদের দোষত্রুটি বড় করে না ধরে তাদের প্রতি সদ্ভাবে জীবন যাপন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য।

স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُجَلِّدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِالْيَوْمِ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ اِمْرَأَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهٗ يُضَاجِعُهَا فِىْ اٰخِرِيَوْمِهٖ . (بخارى و مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আপন স্ত্রীকে দাসীর মত প্রহার না করে (অর্থাৎ মাত্রাধিক প্রহার না করে) পরে দিনশেষে তার সাথে মিলিত না হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রহার করতে উদ্যত হয় এবং দাসীর মত প্রহার করে অথচ সেই হয়তো দিনশেষে ঐ স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে। কিন্তু এমন করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ অবাধ্যতার জন্য একান্ত প্রয়োজনে স্ত্রীকে সামান্য প্রহারের অনুমতি থাকলেও যার সাথে এত গভীর সম্পর্ক তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা নিতান্ত অন্যায়, অমানবিক, অনুচিত এবং অশোভনীয়। হাদীসে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, দাম্পত্য সাথীর সাথে সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার সহকারে জীবন-যাপন করতে হবে।

এই হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ ধরার পূর্বে নিজের বিষয় চিন্তা করা উচিত, আমার মধ্যেও অনুরূপ কোন দোষ আছে কিনা। যদি নিজের মধ্যে অনুরূপ কোন দোষ দেখা যায়, তবে অন্যের দোষ ধরা থেকে বিরত থাকা উচিত। বহু লোককে অন্যের সামান্য দোষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে দেখা যায় অথচ নিজের শত দোষ সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।

সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ وَاِذَامَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ . (ترمذى، دارمى)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারবর্গের কাছে উত্তম। আর তোমাদের কোন সাথী মৃত্যুবরণ করলে তাকে অব্যহতি দিও।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার নিকট সেই ব্যক্তিই উত্তম যে ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের সাথে সদ্ব্যবহার করে। কারণ এর মাধ্যমে সচ্চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও দাস-দাসী সবাইকে বুঝায়। সাধারণতঃ দূরের লোকেরা মানুষের প্রকৃত চরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারে না। তার দোষ-ত্রুটি তার চোখে ধরা পড়ে না। সম্পূর্ণ মানুষটিকে কাছের লোকেই চিনে ও বুঝে। তার দোষ-ত্রুটি দেখে তাকে যাচাই করে নিতে পারে। সুতরাং কাছের লোকের নিকট তিনি সত্যবাদী ও উত্তম বলে পরিচিত হলেই একজন মানুষকে উত্তম বলা যায়। তোমাদের মধ্যে কোন লোক মৃত্যুবরণ করলে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করো না। তার নিন্দা কুৎসা করো না। কেউ কেউ বলেন, কথাটার

অর্থ তার প্রতি মোহময় অন্ধ ভালবাসা ত্যাগ করা এবং তার জন্য নিরর্থক কান্নাকাটি না করা। কেউ কেউ বলেন, সাথী শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আমার ইন্তেকাল হলে তোমরা দুঃখ ও আফসোস করো না। আল্লাহ তা'য়ালাইই তোমাদের কর্মকর্তা এবং কার্য নির্বাহক।

স্ত্রীর অধিকার

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِى (رض) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ تَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبُحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ. (احمد، ابوداؤد)

হযরত হাকীম বিন মুয়াবিয়া কুশাইরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন, স্ত্রীর হক এই যে, তুমি যখন খাবে তাকেও তখন খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে, তাকেও পরাবে এবং তার মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না, তাকে গালি দিবে না, নিন্দা বা বদদোয়া করবে না এবং তার সংশ্রব ত্যাগ করার প্রয়োজন হলে গৃহের মধ্যে ব্যতীত পৃথক থাকবে না। (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ স্বামীর কর্তব্য হলো সে যা খাবে ও পরবে তার স্ত্রীকেও তা খেতে দিবে এবং পরতে দিবে। 'স্ত্রীর মুখমণ্ডলের উপর প্রহার করবে না'। একথা বলার হেতু মুখ মানবদেহের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ জন্য আল্লাহর নবী মুখে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। স্ত্রীর কোন অন্যায়, অশ্লীল, লজ্জাকর কাজ প্রকাশ পেলে এবং ফরজ বা শরীয়াতের কোন অবশ্য কর্তব্য কাজ পরিত্যাগ করলে অথবা তাকে সভ্যতা-শিষ্টাচার ও সৌজন্যতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে প্রহার করা যেতে পারে, কিন্তু মুখে প্রহার করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

প্রসিদ্ধ ফেকাহ গ্রন্থ ফতোয়ায়ে কাযীখানে বর্ণিত আছে, চারটি কারণে স্ত্রীকে প্রহার করা যেতে পারে। (১) স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রী সাজ-সজ্জা ও অলংকারাদি পরিত্যাগ করলে। (২) শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া স্বামীর কামনাকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করলে। (৩) নামায পরিত্যাগ করলে এবং ফরয গোসল না করলে। (৪) স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাইরে গেলে।

'পৃথক থেকো না' অর্থাৎ অবাধ্যতার জন্য তাকে শিক্ষা দেয়া ও শাসন করার উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুসারে প্রথমত তাকে কোমলতার সাথে উপদেশ দিয়ে বুঝাবে। তা নিষ্ফল হলে গৃহের মধ্যে বিছানা পৃথক করবে। পারিবারিক বিষয় পরিবারের বাইরে লোককে জানানো অনুচিত। এ সব কারণে অবস্থার পরিবর্তন না হলে সামান্য প্রহার করা যেতে পারে, কিন্তু নির্মম্যভাবে স্ত্রীকে আঘাত করা অমানবিক ব্যাপার। পুরুষদের সাবধান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, ক্রোধের বশে সীমা লঙ্ঘন করলে পরে তা অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বাপেক্ষা কামেল ও পরিপূর্ণ ব্যক্তি

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ -

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা কামেল ও পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে চরিত্রে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং নিজের পরিবারবর্গের প্রতি সদয় ও মেহেরবান। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, চরিত্রে যিনি উত্তম এবং বিশেষতঃ পরিবারবর্গের প্রতি যিনি সদয় ও মেহেরবান তিনি প্রকৃত কামেল ও ঈমানদার। ঈমানে যিনি যত পরিপক্ক হবেন তিনি ততই চরিত্রবান এবং পরিবার ও জনগণের প্রতি সদয়, স্নেহশীল ও মেহেরবান হবেন।

দু'জন স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ . (ترمذى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ায় যার দু'জন স্ত্রী ছিল এবং সে তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফ করেনি সে কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রী স্বামীর দেহের অংশ বিশেষ। সুতরাং দুই স্ত্রীর মধ্যে একজনের হক আদায় না করার জন্য সে দুনিয়াতে অর্ধাঙ্গ নষ্ট করে ফেলেছে আখিরাতে সে পূর্ণাঙ্গ পাবে কি করে? কিয়ামতের সেই জনসমূদ্রে অর্ধাঙ্গে কদাকার অবস্থায় উপস্থিত হওয়া কত বড় লাঞ্ছনা, অবমাননা ও লজ্জাকর বিষয়। যাদের একের অধিক স্ত্রী রয়েছে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

জান্নাতের যে কোনো দরজা ঐ নারীর জন্য উন্মুক্ত

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلُ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ . (ابو نعيم)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ত্রীলোক যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযান মাসে রোযা রাখে, লজ্জাস্থানকে অন্যায় অপকর্ম হতে রক্ষা করে এবং স্বামীর বাধ্য হয়ে চলে, তবে সে যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ জান্নাতের সব দরজা তার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (আবু নাঈম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ اٰمُرُاَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার এত বেশী, যা স্ত্রীর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে আদায় করা খুবই কঠিন। যদি আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয হতো তাহলে স্ত্রীদের নিজ নিজ স্বামীকে সিজদা করতে আদেশ দেয়া হতো। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা আদৌ জায়েয নেই। এ হাদীস দ্বারা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রতি অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে।

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهٖ فَلْتَاتِهٖ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ-

হযরত ত্বালাক ইবনে আলিয়িন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোক স্ত্রীকে তার প্রয়োজনের জন্য ডাকলে সে রান্নার কাজে থাকলেও তার উপস্থিত হওয়া উচিত। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ স্ত্রী জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলেও এবং স্বামীর ব্যবহার্য কোন জিনিষ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকলেও স্বামীর ডাকে উপস্থিত হতে হবে। এর জন্য কোন কিছু ক্ষতি হলে সে জন্য স্ত্রী দায়ী হবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَأَتَهُ فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে স্ত্রী যদি অস্বীকার করে এবং তার জন্যে যদি রাগান্বিত হয়ে অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ ঐ রাতের সেই মুহূর্ত থেকে সকাল না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর প্রতি লা'নত বা অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আমার প্রাণের মালিক, কোন লোক যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর তার স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয় তবে তার স্বামী তার প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট থাকেন। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে 'অস্বীকার করা' বলতে বুঝানো হয়েছে শরীয়াত সম্মত কারণ ব্যতীত রাজী না হওয়া। কারও কারও মতে হায়েযের কারণেও স্ত্রী স্বামীর বিছানায় যেতে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তার সন্নিধ্য লাভ করা নিষিদ্ধ নয়।

'সকাল পর্যন্ত' বলার অর্থ এরূপ ঘটনা সাধারণতঃ রাতেই ঘটে থাকে বলে 'প্রভাত পর্যন্ত' বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুরূপ ঘটনা দিবসে ঘটলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ অবস্থা হবে। এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, স্বামীর অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য স্বামীর অসন্তুষ্টির পরিণাম যদি এরূপ হয় তাহলে দ্বীন সম্পর্কে অসন্তুষ্টির পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে, তা বলাই বাহুল্য।

সর্বাপেক্ষা উত্তম স্ত্রী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ اَلَّتِىْ تَسُرُّهٗ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهٗ اِذَا اُمِرَ وَلَا تُخَالِفُهٗ فِىْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ . (نسائى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কোন স্ত্রী সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন, স্বামী তার স্ত্রীর দিকে তাকালে যে স্ত্রী তার স্বামীকে আনন্দ দান করে, স্বামী আদেশ করলে মানে এবং নিজের ও নিজের সম্পদ সম্পর্কে স্বামী যা পছন্দ করে না, এমন কোন আচরণ না করে– এমন স্ত্রীই উত্তম। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে 'নিজের মাল' বলতে স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি অথবা প্রদত্ত অর্থ বা সম্পত্তি। ব্যস্তবিকই যে স্ত্রী তার স্বামীকে খুশী করে, মান্য করে এবং তার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে, এমনি তিনগুণে গুণান্বিতা স্ত্রী যার, তিনি পরম সৌভাগ্যবান।

যে স্ত্রী দ্বীনের পথে স্বামীকে সাহায্য করে

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحٰبِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا اَىُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهٗ فَقَالَ اَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى دِيْنِهٖ . (ترمذى)

হযরত ছাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন সফরে ছিলাম, এমন সময় এই আয়াত নাযিল হলো (যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে)। তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, এর মাধ্যমে জানা গেল স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। যদি আমরা জানতে পারতাম উত্তম মাল কি, তবে আমরা তা সংগ্রহ বা সঞ্চয় করার উপায় উদ্ভাবন করতাম। আল্লাহর রাসূল বললেন, সর্বোৎকৃষ্ট সঞ্চয়যোগ্য ধন আল্লাহ তা'য়ালার যিকরকারী জিহ্বা, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ মন এবং নেক মুমিনা স্ত্রী, যে তার স্বামীকে দ্বীনের পথে চলতে সাহায্য করে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ জিহ্বা ব্যবহার করেই কথা বলা হয়। যে জিহ্বা মহান আল্লাহর প্রশংসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সে জিহ্বাই সঞ্চয়যোগ্য উৎকৃষ্ট সম্পদ। আর যে হৃদয় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, সে হৃদয়ও উৎকৃষ্ট। আর যে আল্লাহভীরু স্ত্রী স্বামীকে দ্বীনের কাছে সহযোগিতা করে, স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে স্ত্রী-ও উৎকৃষ্ট সম্পদ।

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِى (رض) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ زَوْجِىْ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِىْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفْطِرُنِىْ اِذَا صُمْتُ وَلَايُصَلِّى الْفَجْرَحَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ اَوَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَالَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّاقَوْلُهَا يَضْرِبُنِىْ اِذَا صَلَّيْتُ فَاِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَتْ سُوْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ قَالَ وَاَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِىْ اِذَا صُمْتُ فَاِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُوْمُ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا اَصْبِرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُوْمُ امْرَأَةٌ اِلَّا بِاِذْنِ

زَوْجِهَا وَاَمَّا قَوْلُهَا اِنِّىْ لاَ اُصَلِّىْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاَنَا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَالِكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَاِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ . (ابوداؤد)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় একজন স্ত্রীলোক এসে বললো, 'আমি যখন নামায আদায় করি তখন আমার স্বামী সাফওয়ান বিন আল-মুআত্তাল আমাকে প্রহার করেন, রোযা রাখলে ভেঙ্গে দেন এবং সুর্যোদয় না হলে তিনি নামায পড়েন না।' হযরত সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত সাফওয়ান বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! তার প্রথম অভিযোগ সে যখন নামায আদায় করে তখন তাকে আমি প্রহার করি।

আমি তাকে নিষেধ করার পরও সে নামাযে দু'টো সূরা পড়ে থাকে। আল্লাহর নবী বললেন, একটি সূরা-ই যথেষ্ট। পুনরায় হযরত সাফওয়ান বললেন, তার দ্বিতীয় অভিযোগ, সে রোযা রাখলে আমি রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য করি। আসলে সে দিনের পর দিন রোযা রাখে। এতে আমার নানা অসুবিধা হয়। আল্লাহর নবী বললেন, কোন স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা (নফল) রাখতে পারে না। এরপর হযরত সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, তার তৃতীয় অভিযোগ, আমি সুর্যোদয়ের পূর্বে নামায পড়ি না- আমরা এমন বংশের লোক যে সুর্যোদয়ের পূর্বে জাগতে পারি না বলে বিখ্যাত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সাফওয়ান ঘুম ভাঙ্গলেই নামায পড়ে নিবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ত্রীকে ফরয নামায ও ফরয রোযা রাখায় বাধা দেয়ার অধিকার স্বামীর আদৌ নেই। তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে ছোট সূরা পড়া। স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত নফল নামায পড়বে না, নফল রোযাও রাখবে না। সর্বদা স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। স্বামীর প্রয়োজন অবহেলা করে কোন নফল বন্দেগীতে রত থাকা স্ত্রীর পক্ষে খুবই অন্যায় এবং গোনাহের কাজ।

এখানে জেনে রাখা ভাল যে, হযরত সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একজন উচ্চস্তরের সাহাবী ছিলেন। অবহেলা করে ফজরের নামায কাযা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃত ঘটনা হলো তিনি ছিলেন শ্রমজীবী, তিনি রাতে লোকের ক্ষেতে পানি সেচ দিতেন। এ কারণে তাঁকে অর্ধেক রাত জাগতে হতো। ফলে মধ্য বা শেষ রাতে ঘুমিয়ে কোনো কোনো দিন ফজরের সময় তাঁর ঘুম ভাঙ্গতো না এবং সময় মত কেউ জাগিয়ে না দেয়ায় ফজরের নামায তিনি সময় মতো আদায় করতে পারতেন না। এ জন্য আল্লাহর রাসূল তাঁকে বলেছেন, ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই তুমি নামায আদায় করে নিবে। পক্ষান্তরে নামাযের প্রতি তাঁর অবহেলা প্রকাশ পেলে নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি নারায হতেন।

অকৃতজ্ঞ স্ত্রী

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الاَنْصَارِيَّةِ (رض) قَالَتْ مَرَّبِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَافِىْ جَوَارٍ اَتْرَابٍ لِىْ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَالْمُنْعِمِيْنَ قَالَ وَلَعَلَّ اِحْدَا كُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَتُهَا مِنْ اَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللّٰهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضِبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ –

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, আমি আমার সময়বয়স্ক কতিপয় মেয়েদের সাথে বসেছিলাম, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন, তোমরা তোমাদের সদ্ব্যবহারকারী অনুগ্রহশীল স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করো। তোমাদের মধ্যে অনেকেই কুমারী অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে পিতা-মাতার গৃহে পড়ে থাকে। পরে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের স্বামী দান করেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন কারণে রেগে যায় এবং স্বামীকে বলতে থাকে, তোমার কাছে আমি কখনও সুখ-শান্তি পাইনি, তুমি আমার কোন উপকার করনি। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

স্ত্রীর সাথে কঠোর ব্যবহার করা যাবে না

عَنْ عَمْرِوبْنِ الاَحْوَصِ الحَشْمِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوِادَعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَاللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَرَوَ وَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِاالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ–

হযরত আমর ইবনে আহওয়াস হাশমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বিদায় হজ্বের দিন প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে, তারপর সমবেত জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে জনসভায় নসীহত করতে এবং শেষে এ কথা বলতে শুনেছিলেন যে, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের মহিলারা সংসারে বন্দিনীর মত। তারা তোমাদের সাথে প্রকাশ্যে অবাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে পার না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَفُهُمْ بِاَ هْلِهٖ . (ترمذى)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার পরিজনের (স্ত্রী-পুত্রদের) প্রতি সদয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি চরিত্রবান, তার চরিত্র মাধুর্য প্রথমতঃ তার আপনজনের নিকট-ই প্রকাশিত হবে। বিশেষ করে তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট। কেননা পরিবারের যে সব লোকের সাথে তাকে দিবা-রাত্র উঠা-বসা করতে হয়, তাদের থেকে তার চরিত্রের প্রকৃতরূপ সে বেশী দিন গোপন করে রাখতে পারে না। সুতরাং পরিবারের লোকেরা যে ব্যক্তিকে চরিত্রবান ও সদয় বলে সাক্ষ্য দেয়, প্রকৃত পক্ষে সে ব্যক্তি সেই রূপ-ই। ফলে ইসলামের দৃষ্টিতেও সে উত্তম।

পর্দার অপরিহার্যতা

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ . (ترمذى)

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) আকর্ষণীয় করে দেখায়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নারী-পুরুষের স্বাধীন ও অবাধ মেলামেশার কারণে সমাজে নৈতিক অধঃপতনের যে মারাত্মক ব্যাধি দেখা দেয়, তা থেকে মুসলিম সমাজকে হেফাযত করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মহিলাদের জন্য পর্দা প্রথাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পরবর্তী পর্যায়ে মদীনায় পর্দা সম্পর্কিত বিধান অবতীর্ণ হয়। একমাত্র মোহররম (যাদের সাথে শরীয়াত অনুযায়ী বিয়ে নিষিদ্ধ) ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সবার কাছ থেকেই মহিলাদেরকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। আল্লাহর রাসূল মহিলাদেরকে পর্দা ব্যতীত বের হতে নিষেধ করেছেন। অন্যথায় সে শয়তানের খপ্পরে পড়তে পারে।

দৃষ্টিকে নিম্নগামী করতে হবে

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنِ اصْرِفْ بَصَرَكَ-

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে দ্রুত ফিরিয়ে নিবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের চোখকে সংযত করো। কারণ পরকালে অধিকাংশ জাহান্নামী হবে তার চোখের গোনাহের কারণে। রাস্তা-পথে, বাসা-বাড়ীতে, যান-বাহনে পরনারীর উপর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে তোমার দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিবে।

প্রতিবেশীর অধিকার

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ قَرَّادٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَرَمَنْ جَاوَرَهُ . (شعب الايمان)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কার্‌রাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসতে চায় অথবা আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসা পেতে চায়, তার উচিত সত্য কথা বলা, অন্যের গচ্ছিত দ্রব্য যথাযথভাবে আদায় করা এবং প্রতিবেশীর হক আদায় করা। (শো'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটির প্রথম অংশে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি অথবা ওযু করার সময় তাঁর হাত থেকে যে পানি পড়ছিল, তা তাঁরা নিজের দেহে মাখছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমরা এমন করছো কেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতে এটা করছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সব কাজ করতে মোটেই কষ্ট হয় না। সেসব কাজ করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ হয় না। বরং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ করতে হলে কষ্টসাধ্য কাজগুলোও করতে হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ অবশ্যই মেনে চলতে হয়। বিশেষতঃ সব সময় সত্য কথা বলবে, ক্ষয়ক্ষতি না করে ব্যক্তি বা জাতির আমানতের জিনিস পুরোপুরি দিয়ে দিবে। প্রতিবেশী, সহকর্মী, ভাই, বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلوتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْوَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُمِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا

وَصَدَقَتِهَا وَصَلوٰتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقَ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاِقْطِ وَلَا تُؤْذِى لِسَانُهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ . (احمد، شعب الايمان)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একজন লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! নামায-রোযা ও সদকার জন্য অমুক স্ত্রীলোকটির খুব সুখ্যাতি আছে, কিন্তু সে তার কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার স্থান জাহান্নামে। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আর একজন লোক নামায-রোযা ও দান করার ক্ষেত্রে বিখ্যাত নয়। কিন্তু সে কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জান্নাতী। (আহমদ, শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী শরীয়াতের কাজ মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত, ওসুল ও ফযুল। যেগুলো বাধ্যতামূলক বা অবশ্যকরণীয়, যথা-ফরজ ও ওয়াজিব অথবা অবশ্য বর্জনীয়, যথা-হারাম। এই অবশ্যকরণীয় বা অবশ্য বর্জনীয় বিষয়গুলোই ওসুল নামে অভিহিত এবং যেগুলো ইচ্ছাধীন, অতিরিক্ত বা নফল, সেগুলোকে ফযুল বলে। যা করলে সওয়াব আছে কিন্তু না করলে বা করতে না পারলে গোনাহ নেই। ফযুল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত কাজ যা নফল। ফযুলের প্রচলিত অর্থ অনর্থক বাজে কাজ বুঝলে মারাত্মক ভুল হবে। অতএব, 'ওসুলের' প্রতি অবহেলা করে 'ফযুল' বা নফলে মশগুল থাকলে লাভ তো হবেই না; বরং রাসূলের প্রতি অবহেলার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইসলামী শরীয়াতে মানুষের মনে কষ্ট দেয়া হারাম। হাদীসে বর্ণিত প্রথমা স্ত্রীলোকটি এ হারাম কার্যে লিপ্ত থাকায় প্রচুর নফল কাজ করা সত্ত্বেও তাকে জাহান্নামে যেতে হলো। অপরপক্ষে দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি নফল বন্দেগী বেশী না করেও দ্বীনের ওসুল তথা বাধ্যতামুলক কাজগুলো যথাযথভাবে পালন ও হারাম কাজ বর্জন করায় জান্নাতী হবে।

আল্লামা মোল্লা ক্বারী (রহঃ) তাঁর 'মিরকাত' গ্রন্থে এ হাদীসের টীকায় বলেছেন, 'বহুলোক এ দোষে দোষী। এমন কি হজ্জ যাত্রীরাও পবিত্র কা'বা শরীফে প্রবেশ করার সময় এবং কা'বা ঘরে প্রবেশ করার সময়, কালো পাথর স্পর্শ করার বা চুম্বন করার জন্য ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে মানুষকে কষ্ট দিয়ে হারামে

লিপ্ত হয়ে পড়েন। তিনি আরো বলেন, এভাবে মানুষের মনে আঘাত দিয়ে জোর জবরদস্তী করে অর্থ সংগ্রহ করে লোকজন খাওয়ানো বা মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করাও হারাম।'

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَاذَرٍاِذَا طَبَخْتَ مَرقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ -

হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন, হে আবু যার! তুমি যখন শুরুয়া রান্না করবে তাতে কিছু বেশী পানি দিবে এবং প্রতিবেশীর তত্ত্বাবধান করবে। (মুসলিম)

অর্থাৎ নিজ প্রয়োজন ছাড়া কিছু বেশী পানি দিয়ে শুরুয়া রান্না করে কিছুটা প্রতিবেশীকেও দিবে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, হে মুসলমান স্ত্রীলোকগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার প্রতিবেশিনীকে হাদিয়া দেয়া তুচ্ছ মনে না করে তা যদি ছাগলের ক্ষুরও হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অতি সাধারণ এবং নিকৃষ্ট জিনিস পাঠানো সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা পছন্দ করেনা, উৎকৃষ্ট জিনিস প্রতিবেশীর বাড়ীতে পাঠানোই তাদের অভিপ্রায়। এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে হেদায়েত করলেন যে, যখন যা সম্ভব হয়, তা অতি নিকৃষ্ট হলেও প্রতিবেশীর বাড়ীতে পাঠাতে সংকোচ মনে করা উচিত নয় এবং প্রতিবেশীর নিকট অতি সাধারণ এবং নিকৃষ্ট হাদিয়া কেউ পাঠালেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করা উচিত।

কোন্ প্রতিবেশীর অধিকার বেশী

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِى؟ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا . (بخارى)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার

দু'জন প্রতিবেশী আছেন, আমি হাদিয়া পাঠাবো কার কাছে? তিনি বললেন, তোমার বাড়ী থেকে যার বাড়ী অপেক্ষাকৃত বেশী কাছে তার বাড়ীতে। (বোখারী)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ-

হযরত উক্ববা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বাদী-বিবাদী দু'জনই প্রতিবেশী হবে। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক সংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর সম্মুখে দুই প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ করা হবে, যাদের একজন অপরজনের প্রতি দুনিয়ায় অত্যাচার উৎপীড়ন করেছিল।

সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْنَ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তৃপ্তিসহকারে পেটপুরে আহার করে, আর তারই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে প্রতিবেশীর হক ও অধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে সমাজের লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশীর প্রতি সদয় থাকে, ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীকে খাদ্য দান করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকে এবং সব সময়ই প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করে, সে সমাজ অবশ্যই আদর্শ সমাজ। আর এ ধরণের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তাঁর উম্মতদেরকে প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ একটি আদর্শ সমাজ গঠনের উৎসাহ দিয়েছেন।

অভাবীদের অধিকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ -

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে এক মুঠো দু'মুঠো অন্ন অথবা একটি দু'টি খোরমা ভিক্ষে করে বেড়ায় সে মিসকীন নয়। প্রকৃত পক্ষে মিসকীন হলো সেই ব্যক্তি, যে তার প্রয়োজন পুরণ করার মত সম্পদ রাখে না। অথচ (লজ্জার কারণে) সে কারও কাছে কিছু প্রার্থনাও করতে পারে না এবং কেউ তার দারিদ্রতার খবরও রাখে না যে, সে তাকে দান করবে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মুসলমানদেরকে সমাজের অসহায়, গরীব, মিসকীন, ইয়াতীম, বিধবা ইত্যাদি অভাবী লোকদের খোঁজ-খবর নিতে, তাদের অভাব মোচন করতে এবং তারা ক্ষুধার্ত থাকলে তাদেরকে খাদ্য দান করতে আদেশ করা হয়েছে। এমন কি যারা অভাবী লোকের সাহায্যের ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের এ কাজটি যে নফল ইবাদাতের চেয়েও উত্তম; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথারও উল্লেখ করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসকীনদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুসলমানদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন যে, তোমাদের উচিত সেইসব অভাবী (মিসকীন) লোককে খুঁজে বের করে তাদেরকে দান করা, যারা লজ্জার কারণে তাদের অভাবের কথা প্রকাশ করে না। অথচ অভাব মোচনের মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ তাদের কাছে নেই।

পিড়ীত ব্যক্তির অধিকার

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَشْعَرِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِّدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوْ الْعَانِى . (بخارى)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দিবে, রোগীর পরিচর্যা করবে এবং বন্দীকে মুক্ত করে দিবে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন শ্রেণীর অসহায় ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসার কথা বলেছেন, এই তিন শ্রেণীর লোক হলো, সহায় সম্বলহীন অভাবীকে দান করা, পিড়ীতকে সেবা-যত্ন করা আর অসহায় বন্দীকে মুক্ত করা।

মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ . (احمد، ابوداؤد)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনদিনের বেশী কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত পরিত্যাগ করে থাকা হালাল নয়। অতএব কেউ তিনদিনের উর্ধ্বে কিছুক্ষণের জন্যও সাক্ষাত ত্যাগ করে থাকলে এবং সে অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান ভাই বলেত সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় ও মুসলমান ভাই সকলকেই বুঝায়। ভ্রাতৃ সম্পর্কিত সকলের সাথে পরস্পর তিনদিনের বেশী সাক্ষাত পরিত্যাগ করে থাকা বা মনোমালিন্য বজায় রাখা উচিত নয়।

عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِى (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَءُ بِالسَّلاَمِ–

হযরত আবু আইয়ূব আনছারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমনভাবে তিনদিনের বেশী কারও পক্ষে

মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত বন্ধ রাখা হালাল ও বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একজন অপরজনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ দু'ভাইয়ের মধ্যে উত্তম সেই যে প্রথম সালাম করে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, তিনদিনের বেশী সাক্ষাত বন্ধ রাখা হালাল নয়। এর মাধ্যমে বুঝা যায় তিনদিন পর্যন্ত সাক্ষাত বন্ধ রাখা হারাম নয়। কারণ, রক্তে মাংসে গঠিত মানুষের মনে তিন দিন পর্যন্ত রাগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তিন দিনের মধ্যে রাগ থাকা বা কমে যাওয়া উচিত। এরপর আর মুহূর্তকালের জন্যও রাগ জমিয়ে রাখার অধিকার কারও নেই। সমাজবন্ধন সুদৃঢ় রাখার এটাই চমৎকার ব্যবস্থা।

কুৎসা রটানো, ব্যঙ্গ করা এবং ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য পালনে অবহেলা করা, মঙ্গল কামনা না করা ইত্যাদি ব্যক্তিগত অপরাধের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কারও সাথে সাক্ষাত পরিত্যাগ অথবা বিচ্ছেদ ঘটানো হারাম ও নিষিদ্ধ। বিদআত বা শরীয়াতের খেলাফ বা নফসের অনুসরণ করে চলা ইত্যাদি দ্বীন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য চিরতরে সাক্ষাত পরিত্যাগ করা, সঙ্গ ও সহযোগিতা বর্জন করা ওয়াজিব ও অবশ্য কর্তব্য।

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তার টীকায় আল্লমা সূয়ূতী (রহ) ইবনে আবদুল বার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলিম সমাজ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, 'যার সাথে আলাপ-আলোচনা, সাক্ষাত-সঙ্গ দ্বীনের জন্য হানিকর বা দুনিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয়, তার কোন নিন্দা, কুৎসা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ না করে ও তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ না করে সতর্কতার সাথে সদুপায়ে তার সংস্রব ও সঙ্গ পরিত্যাগ করা যেতে পারে।'

ইমাম গায্যালী (রহঃ) 'এহইয়াউল উলুমে' একদল সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, কোন কোন সাহাবীকে আমরণ বর্জন করা হয়েছে। যে তিনজন-সাহাবী তাবুকের যদ্ধে যোগদান করেন নি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁদের সাথে কথাবার্তা ও দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ করেছিলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দীর্ঘদিন নিজের ভাগ্নে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে সাক্ষাত বর্জন করেছিলেন। মোটকথা, নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে খালেস নিয়তে দ্বীনের খাতিরে দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষাত বর্জনের বহু নজীর ও নিদর্শন পাওয়া যায়।

'প্রথমে সালাম করো' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সালাম দ্বারা সাক্ষাত বর্জনের গোনাহ ক্ষমা পাওয়া যায়। মুসলমানদের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্যে অন্ততঃ এটুকু করা অবশ্যই দরকার।

ঐ মুসলমান ক্ষমা লাভের যোগ্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّارَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اَنْظِرُوْهٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সকল জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং যে বান্দা আল্লাহর সাথে কিছুমাত্র শিরক না করে এমন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু যে দু'জন মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে; তাদের সম্বন্ধে ফেরেশ্তাদেরকে বলা হয় এদের মধ্যে সন্ধি ও মিত্রতা না হওয়া পর্যন্ত এদের অবসর দাও। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) বলেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার এ দু'দিনই আল্লাহর বিশেষ রহমত নাযিল হওয়ার ফলে বহুলোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ দিনে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। আল্লামা মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহ) বলেন, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়ার অর্থ আল্লাহ তা'য়ালা এ দুদিনে বহু অপরাধীর অপরাধ মাফ করে দেন, বিশেষ সওয়াব প্রদান করেন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। উভয়ের মধ্যে যিনিই বিদ্বেষ ও শত্রুতা হতে নিজ অন্তর পরিস্কার করেন, তিনিই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হবেন। অপরজন পরিস্কার হোন বা না-ই হোন।

عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ مُعَيْطٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِىْ خَيْرًا–

হযরত উকবা ইবনে মুঈত্ব বিনতে উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সে মিথ্যাবাদী নয় যে লোকদের মধ্যে মিলন ও সন্ধি স্থাপন করে এবং ভাল কথা বলে ভাল কথা পৌছায়। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ خِرَاشِ الْاَسْلَمِى (رض) اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَاخَاهُ سَنَةً فَهُوَكَسَفْكِ دَمِهٖ-

হযরত আবু খিরাশিল আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত বন্ধ রাখে সে যেন তাকে হত্যা করলো। (আবু দাউদ)

দু'জনের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঘৃণ্য অপরাধ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ مِنْ دَرجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ-

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলে দিব না যা মর্যাদা ও সওয়াবের দিক দিয়ে রোযা, সদকা এবং নামায অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ? হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা সকলেই বললাম, জী হাঁ বলুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুজনের মধ্যে মিত্রতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। আর দু'জনের মধ্যে বিবাদ, বিভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি করা দ্বীনের অনিষ্ট করা। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নামায-রোযা প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে কেউ কেউ নামায রোযাকে নফল বলে মনে করে থাকেন; কিন্তু আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) বলেন, নফল কি ফরয, তা আল্লাহ তা'য়ালা ভাল জানেন। তবে এও সত্য যে, অনেক সময় জনগণের মধ্যে বিবাদ-বিচ্ছেদ মীমাংসা করে তাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করা ফরয নামায, রোযা ও সদকা অপেক্ষাও মধুর হয়, তাতে

সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, নামায-রোযা কাযা আদায় করা যেতে পারে, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে অনেক সময় এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যা পরিণতিতে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

عَنْ اَبِىْ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْـنِ فَاِنَّهَا الْحَالِقَةُ (ترمذى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দুজনের মধ্যে তিক্ততা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করা হতে সাবধান থেকো। কেননা, তা মুণ্ডনকারী অর্থাৎ দ্বীনের সর্বনাশকারী। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাথা মুণ্ডন করলে যেমন মাথার সব চুল শেষ হয়ে যায়, এমনিভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তিক্ততা ও মনোমালিন্য উৎপাদন করার মত কুবুদ্ধি সমস্ত ইবাদাত বন্দেগীর সর্বনাশ সাধন করে।

অভিশপ্ত ব্যক্তি

عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْمُقَرِّبَهُ . (ترمذى)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মালাউন বা অভিশপ্ত অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার রহমত ও নৈকট্য হতে দূরে নিক্ষিপ্ত সে, যে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন মুমিন মুসলমানের অনিষ্ট করে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সব ধরণের ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত ও নৈকট্য লাভ করা, আর প্রকাশ্যে বা গোপনে মুসলমানের অনিষ্ট এই অমূল্য রত্নের সর্বনাশ ঘটায়; ঐক্য এবং সমাজ-বন্ধনও শিথিল করে দেয়। দুনিয়া ও আখিরাতের এ অশান্তিকর অভিশাপগ্রস্ত দুষ্কৃতি থেকে দূরে থাকা মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা ঘৃণ্য কর্ম

عَنْ اَبِىْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَمَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَاتُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يُفْضِحْهُ وَلَوْفِىْ جَوْفِ رَحْلِهٖ . (ترمذى)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণ করে উচ্চ কণ্ঠে সম্বোধন করে বলেন, হে মুসলিম! যারা কেবল মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছো; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না, লজ্জা দিও না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার দোষ অন্বেষণ করবেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অপদস্ত করবেন ও অপমানিত করবেন, এমন কি সে নিজ গৃহে লুকিয়ে থাকলেও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল ফাসিক এবং মুনাফিক মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিষেধ করেছেন। কোন মুসলমানকে তার পূর্বকৃত অতীত অপরাধ স্বরণ করিয়ে বা তার উল্লেখ করে লজ্জা দেয়া নিষেধ। কিন্তু পাপে রত থাকা অবস্থায় বা পরে তওবা করার পূর্বে ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাকে ভর্ৎসনা করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। কোন মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করো না। অর্থাৎ তার সম্পর্কে যা জানো না, তা খুঁজে বের করো না এবং যা জানো তা প্রকাশ করো না। তবে ফাসিক, চরিত্রহীন ব্যক্তি সম্পর্কে নিজে সাবধান থাকা ও অন্যকে সাবধান করা অবশ্যই কর্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালা তার দোষ অনুসন্ধান করবেন অর্থাৎ আখিরাতে আল্লাহ তা'য়ালা তার দোষ প্রকাশ করবেন। মুসলমান ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান সর্বাপেক্ষা বড় দোষ। 'আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অপদস্ত করবেন' অর্থাৎ তার সমস্ত দুষ্কৃতি প্রকাশ করে দিবেন।

ইমাম গায্যালী (রহ) বলেন, মুসলমানদের প্রতি মন্দ ধারণা রাখার ফলে মন চঞ্চল হয়ে পড়ে এবং তার দোষ অনুসন্ধানে অন্য লোক লেগে যায়। তিনি আরো বলেন, কোন মুসলমানের গৃহাভ্যন্তরে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনার জন্য গোপনে কর্ণপাত করাও

জায়েয নয়। তবে যদি কেউ বাইরের লোককে শুনিয়ে করে তবে তা স্বতন্ত্র কথা এবং এ ভাবে যদি কেউ মদ্যপাত্র বা বাদ্যযন্ত্র কাপড়ে লুকিয়ে ফেলে, তবে তা খোলাও জায়েয নয় এবং মদের গন্ধ পাবার উদ্দেশ্যে ঘ্রাণ নেয়া বা প্রতিবেশীর কাছ থেকে মদ্যপায়ীর গৃহাভ্যন্তরের সংবাদ নেয়াও জায়েয নয়।

'অন্তরে যাদের ঈমান প্রবেশ করে নি' এ কথায় এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমান অন্তরে না পৌঁছলে আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যও অর্জন হয় না এবং বান্দার হক আদায় করা সম্ভবই হয় না। আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্য ও মুসলমানদের হক আদায় করাই সমস্ত হৃদরোগের চিকিৎসা। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন হলে সে কাউকে কষ্ট দিবে না, লজ্জা দিবে না, কারো ক্ষতি করবে না এবং দোষ অনুসন্ধান করবে না।

মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يُحَقِّرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না, তার সাহায্য পরিত্যাগ করবে না এবং তাকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করবে না। পরে তিনি বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ-ভীতি এখানে, আল্লাহ-ভীতি এখানে। স্বীয় মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা একজন মুসলমানের পক্ষে দারুণ অন্যায়। মুসলমানের কাছে মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সবই হারাম। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন মুসলমানের বাহ্যিক দীনহীন অবস্থা দেখে তাকে ঘৃণা করার কারও অধিকার নেই। তার হৃদয়ে আল্লাহভীতি বিদ্যমান থাকতে পারে এবং আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। সুতরাং কারও বাইরের দীনহীন অবস্থা দেখে ঘৃণা করা বিবেক-বুদ্ধি সম্মত কাজ নয়।

মুসলমানের রক্ত ধন-সম্পদ ও মান সম্মান হারাম- অর্থাৎ, এমন কোন কাজ করবে না বা এমন কোন কথা বলবে না যাতে কোন মুসলমানের রক্তপাত ধনহানি বা মানহানি হতে পারে।

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلٰثٌ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ . (مسلم)

হযরত তামীমদারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নসীহতই দ্বীন'। একথা তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, ইমামদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানের জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসটিকে কোরআন ও হাদীসের নির্যাস বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসমূহ এর ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। "নসীহত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খাঁটি এবং বিশুদ্ধ হওয়া। বিশুদ্ধ এবং খাঁটিভাবে কারও জন্য মঙ্গল কামনা করার স্থলে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। 'দ্বীন' শব্দের মোটামুটি অর্থ ইসলামী জীবন-পদ্ধতি বা ইসলাম। সুতরাং "নসীহতই দ্বীন" এর তাৎপর্য হলো এ হাদীসে নির্দেশিত বিষয়গুলো পালন করা।

প্রশ্নোত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার যার জন্য নসীহতের কথা বলেছেন তার অর্থ হলো—আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলীসহ তাঁর সত্তা সম্পর্কে নির্ভুল, বিশুদ্ধ আকীদা বা বিশ্বাস ও নিয়তে তাঁর বন্দেগী করা এবং বিশুদ্ধ আনুগত্য সহকারে তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে নেয়া। আল্লাহর কিতাব বা কোরআনের জন্য নসীহতের অর্থ- পবিত্র কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা ও তদনুযায়ী কাজ করা, ভক্তি-সহকারে তিলাওয়াত করা। আল্লাহর রাসূলের জন্য নসিহতের অর্থ আল্লাহর রাসূলকে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে বিশ্বাস করা। সর্বান্তঃকরণে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা।

মুসলিম ইমাম বলতে মুসলিম নেতৃত্ব, শাসক এবং দ্বীনি আলিমদের বুঝিয়েছেন। মুসলিম নেতৃত্ব বা শাসকদের জন্যে 'নসীহত" অর্থাৎ, শরীয়াত বিরোধী না হলে

তাদের আনুগত্য করা। রাষ্ট্রের লাভজনক কল্যাণকর সমস্ত কাজে আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করা এবং নিজের ক্ষতি হলেও রাষ্ট্রের ক্ষতিকর সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকা। দ্বীনি আলেমদের জন্য নসীহতের অর্থ-তাদের শরীয়াত সম্মত ফত্ওয়া ও ব্যবস্থাদি এবং সত্য বর্ণনাসমূহ আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ও সেভাবে কাজ করা। সাধারণ মুসলমানদের জন্য নসীহতের অর্থ-নির্লিপ্ত এবং বিশুদ্ধভাবে তাদের দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর বিষয়াদির উপদেশ দেয়া, তাদের ক্ষতিকর, অমঙ্গলজনক কাজ হতে বিরত রাখা এবং সর্বপ্রকারের লাভজনক ও গঠনমূলক কার্যাদির প্রতিষ্ঠা করা।

হযরত নো'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, মুসলমানদের পরস্পর দয়া, ভালবাসা, অনুগ্রহ ও সাহায্যে এক দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ ব্যথিত হয়, অপর সমস্ত অঙ্গ পরস্পর আক্রান্ত হয়, জাগ্রত থাকে ও জরাক্রান্ত হয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শরীরের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়লে অবশিষ্ট সুস্থ অংশগুলোও সে ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের অবস্থাও তদ্রূপ। একজন মুসলমানের বিপদে সব মুসলমানই বিপন্ন হয়ে পড়ে; সহানুভূতিশীল হয় এবং সম্মিলিতভাবে তাকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করে। এটাই হলো আদর্শ ও পূর্ণ মুসলমানের চরিত্র। এটাই ইসলামের ভিত্তি, শক্তি, মুক্তি ও শান্তি।

আখিরাতের ময়দানে যার দোষ গোপন রাখা হবে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اَخُوالْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (متفق عليه)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আ-হু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই; সে তার প্রতি অত্যাচার

করবে না ও তাকে ধ্বংসে নিপতিত করবে না এবং শত্রুর হাতে ছেড়ে দিবে না এবং যে তার ভ্রাতার অভাব পূরণ ও প্রয়োজন মিটাতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং তার অভাব পূরণ ও প্রয়োজন মিটাবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি সামান্য কষ্টও নিবারণ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন তার অনেক কষ্টের মধ্যে একটি মহাকষ্ট দূর করে দিবেন। কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন এবং তার লজ্জা নিবারণ করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের ভীষণ দিনে যেদিন কেউ কারো কোন সাহায্য করতে পারবে না, সে মহাসংকটের দিনের মারাত্মক কষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও লজ্জা নিবারণের সহজ উপায় সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও ভালবাসা। কত সুন্দরই না এ শিক্ষা এই শিক্ষা অনুসরণ করলে পরকালে শান্তিলাভের পথ সহজ হবে।

তিন ধরনের মানুষ ভাগ্যবান

عَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلٰثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٍ مُتَصَدِّقٍ مُوَفَّقٍ وَ رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْعَيَالٍ . (مسلم)

হযরত আয়ায ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিন প্রকারের লোক জান্নাতী অর্থাৎ প্রথম ও পূর্বগামী ভাগ্যবানদের সাথে জান্নাতে যাবার যোগ্য। দানশীল ও সৎকর্মশীল ন্যায়বিচারক শাসক। প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে আত্মীয়ের প্রতি সদয় ও হৃদয়বান ব্যক্তি। অবৈধ কাজ হতে বিরত, স্ত্রী-পরিবার পোষ্যবর্গ বিশিষ্ট অভাবগ্রস্থ, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল ও ভিক্ষাবৃত্তি হতে বিরত ব্যক্তি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের ব্যবহৃত 'আফিফুন মুতাআফফিফুন' শব্দ দুটির তাৎপর্য হচ্ছে- অভাব থাকা সত্ত্বেও লোকের নিকট ভিক্ষা না করে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকা, অভাবের তাড়নায় হারাম অর্জনে লিপ্ত না হয়ে জ্ঞান চর্চা ও সৎকর্ম হতে উদাসীন না থাকা। এ তিন প্রকারের লোক প্রথম পূর্বগামী পরম ভাগ্যবান ব্যক্তির সাথে জান্নাতে যাবার সৌভাগ্য লাভ করবে। সুতরাং জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। ধন্য তারা! ধন্য তাদের জীবন। যারা আত্মীয় স্বজন এবং সমস্ত মুসলমানের সাথে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রেখে জীবন-যাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করতে হবে

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! কোন বান্দা মুমিন হবে না যতক্ষণ না সে যে সব ভাল দ্রব্য নিজের জন্য পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং আখেরাতের মুক্তি ও নাজাতের জন্য যে সব নেক ও সৎকাজ নিজের জন্য পছন্দ ও কামনা করবে, সে সব নেক কাজগুলো অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্যও আন্তরিকতার সাথে কামনা করলে একজন লোক পূর্ণ ও খাঁটি মুসলমান হতে পারে। মুসলমানকে নিজের মত ভালবাসা ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না।

ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْكَبِيْرَنَا وَيَاْمُرْبِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ . (ترمذى)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে না এবং সৎকাজে আদেশ দিবে না, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে না, সে ব্যক্তি আমাদের অনুগামী বা দলভূক্ত নয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, মুসলমানদের সমাজভুক্ত হতে হলে প্রত্যেকেই এ চারটি কর্তব্য পালন করতে হবে। অন্যথায় তিনি মুসলিম দলভুক্ত হতে পারবেন না। একান্ত আক্ষেপের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা-মসজিদ সর্বত্রই এর প্রতি আমল খুব কমই দেখা যায়। আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্য এ চারটি বিষয়ের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

বৃদ্ধদের অধিকার ও সম্মান

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَلَا الْجَافِى عَنْهُ وَاِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ-

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বয়োবৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা, কোরআনের বাহককে সম্মান করা যিনি কোরআন ব্যাখ্যায় বাড়াবাড়িও করেন না এবং তা হতে দূরেও থাকেন না এবং ন্যায়বিচারক শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অনুরূপ। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মাধ্যমে এটা জানা গেলো যে, আল্লাহর রাসূল বৃদ্ধ মুসলমানদের সর্বাধিক সম্মান দিয়েছেন, আপন-পর নির্বিশেষে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তিকেই সম্মান করতে হবে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান দিতে হবে।

'হামিলুল কুরআন' বলতে কোরআনের হাফেজ, তিলাওয়াত ও ব্যাখ্যাকারী সকলকে বুঝানো হয়েছে। কোরআন বাহককে বলতে এখানে দুটো বিষয় বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে কোরআনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা, অপরটি হচ্ছে তা হতে দূরে না থাকা। অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতে তাজবীদের খেলাফ না করা, সহীহভাবে কোরআন তিলাওয়াতের যেসব নিয়ম-কানুন আছে, তার ব্যতিক্রম না করা-গানের ন্যায় যত্রতত্র সূর নামিয়ে উঠিয়ে না পড়া, ফিকাহ্ চর্চা, যিকর-ফিকর ও অন্যান্য ইবাদতের প্রতি অবহেলা করে সর্বদা কোরআন আবৃত্তিতে লিপ্ত না থাকা অথবা একেবারেই না পড়া, কোরআনের শিক্ষা অনুসারে আমল না করা এবং খেয়াল-খুশিমত কোরআনের বিকৃত অর্থ করা ইত্যাদি।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سِنِّهٖ اِلَّاقَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ سِنِّهٖ مَنْ يُكْرِمُهٗ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের জন্য সম্মান করলে আল্লাহ তা'য়ালা তার বার্ধক্যের সময় তার সম্মান ও সেবার জন্য লোক নিযুক্ত করে দিবেন। (তিরমিযী)

মুসলমানদের পরস্পরের অধিকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের কাছে মুসলমানের রক্ত, সম্মান, তার ধন সম্পদ সবই হারাম। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বিদায় হজ্জের ভাষণের দিনের বিষয় আলোচনা হয়েছে। বিদায় হজ্জের দিনে আরাফাতের ময়দানে অসংখ্য লোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের সম্মুখে আল্লাহর রাসূল তাঁর বক্তৃতায় সর্বপ্রকার অন্যায় অত্যাচার এবং যাবতীয় অশান্তির মুলোচ্ছেদন করে দিয়েছেন। কারণ যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার এবং অশান্তি এ তিনটির জন্যই সংঘটিত হয়ে থাকে।

'মুসলমানের রক্ত, সম্মান, ধন-সম্পদ হারাম' অর্থাৎ-যাতে কোন মুসলমানের রক্তপাত, মানহানী বা ধনহানি হতে পারে এরূপ কোন কথা বলা বা এমন কোন কাজ করা মুসলমানের পক্ষে হারাম।

সালামের প্রসার ঘটাতে হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঈমানদার না হলে জান্নাতে যাবে না এবং তোমরা পরস্পর একে অপরকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি জিনিস সম্পর্কে খবর দিব না? যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য বেড়ে যাবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের বিস্তার করো।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, পরিপূর্ণ ঈমান নির্ভর করছে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও ভালবাসার উপর এবং জান্নাত যা মুসলমানদের একান্ত কামনার বস্তু, তা নির্ভর করছে ঈমানের উপর; আল্লাহর ওয়াস্তে নিঃস্বার্থ মহব্বত ও ভালবাসাই দুনিয়া

ও আখেরাতের শান্তি লাভের অন্যমত উপায়। 'নিজেদের মধ্যে সালামের বিস্তার করো' অর্থাৎ আপনার পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সব সময় আন্তরিকতার সাথে সালাম করা উচিত। তাতে তোমাদের মধ্যে মহব্বত ও সৌহার্দ্য বর্ধিত হবে। সালাম শুধু বাচনিক নয়, আন্তরিক হওয়াও বাঞ্ছনীয়। সালামের মোটামুটি অর্থ আল্লাহর তরফ থেকে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমার পক্ষ হতে তুমিও শান্তিতে থাক, অর্থাৎ, আমার দ্বারা তোমার উপকার ছাড়া অপকারের আশংকা নেই। কাজেই এভাবে সালামের আদান-প্রদান হলে তাদের উভয়ের মধ্যে মহব্বত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং কেউ কারো উপকার ছাড়া অপকারের কথা চিন্তাও করতে পারে না।

মুসলমানের অধিকার

عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرُضُ هٰذَا وَيَعْرُضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا اَلَّذِىْ يَبْدَءُ بِالسَّلَامِ . (بخارى و مسلم)

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারও পক্ষে তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে তিন দিন ও তিন রাত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা বৈধ হবে না, এমনভাবে যে পরস্পর পরস্পর হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে। হ্যাঁ, তাদের এ নীরবতা প্রথমে যে সালাম দিয়ে ভঙ্গ করবে সেই উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন কারণে দু'জন মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে আর তার ফলে তাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাদের এ অবস্থা তিন দিনের বেশী বজায় থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে দোষনীয়। তিন দিনের মধ্যেই তাদের মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলা উচিত। আর এ ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম তার রাগ প্রশমিত করে অন্য ভাইয়ের প্রতি মিলনের হাত প্রসারিত করবে, তাকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উপকার করে খোঁটা দেয়ার পরিণতি

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَعَاقٌّ وَلاَمُدْمِنُ خَمْرٍ . (نسائى، دارمى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দান করে যে খোঁটা দেয় সে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মদ্যপায়ী-এরা জান্নাতে যাবে না। (নাসায়ী, দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা কথাই বলেছেন যে, যদি ক্ষমা প্রাপ্ত না হয়, তাহলে শাস্তি ভোগ না করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 'মান্নান' শব্দ দ্বারা দান করে উপকারের দাবী করে ও খোঁটা দেয় যে, তাকে বুঝায় এবং আত্মীয়তা বিচ্ছেদকারীকেও বুঝায়। 'আক্ব' শব্দের অর্থ শরীয়াত-সম্মত কোন কারণ ব্যতীত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে কষ্ট দেয় যে, অথবা কেবল বাপ-মাকে কিংবা এদের কোন একজনকে কষ্ট দেয়।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ الله تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صُحْبَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ-وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَادْنَاكَ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক লোক বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার খেদমত ও সদ্ব্যবহার পাবার সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার ও যোগ্যতম ব্যক্তি কে? আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর? তিনি বললেন, তোমার মা। তারপর তোমার পিতা, তারপর যথাক্রমে তোমার নিকটতম আত্মীয়।

ব্যাখ্যা ঃ সন্তান মাতাপিতার হক আদায় করবেই। অন্তর দিয়ে তাদের খেদমত করবে। এ খেদমতের মধ্যে কোনো ত্রুটি হলো কিনা, এ ব্যাপারে আত্মসমালোচনা

করবে। কোনো ত্রুটি চোখে ধরা পড়লে তা দূর করার চেষ্টা করবে। আল্লাহর কাছে সন্তান দোয়া করবে, আল্লাহ এবং তার রাসূল যেভাবে মাতাপিতার হক আদায় করতে বলেছেন, সেভাবে সে যেন হক আদায় করতে পারে। পৃথিবী থেকে যখন মাতাপিতা বিদায় নিয়ে চলে যাবে, তখনও সন্তান মাতাপিতা সম্পর্কে উদাসীন থাকবে না। হযরত আবু উসাউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো-হে আল্লাহর রাসূল! মাতাপিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নবীজি বললেন, হ্যাঁ। তুমি মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার করবে, তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পুরণ করবে, পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের সম্মান-মর্যাদা দেবে, তাদের প্রতি যত্ন নেবে এবং তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করবে, যারা মাতা-পিতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন। (আ-আদুবুল মাফরুজ)

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন– মৃত্যুর পর যখন মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে– এটা কেমন করে হলো? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বস্তু এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয় তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন (রাহ) একজন মশহুর বুজর্গ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, একরাতে আমরা হযরত আবু হুরায়রার খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে ক্ষমা করো, আমার মা'কে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে ক্ষমা কর, যারা আমার ও আমার আম্মার ক্ষমার জন্য দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন বলেন, আমরা আবু হুরায়রাহ এবং তাঁর মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি যাতে আমরা আবু হুরায়রার দোয়ায় সামিল থাকি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? আল্লাহর নবী বললেন, অবশ্যই উপকারে আসবে।

হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি? নবীজী বললেন, কেন নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

হযরত আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো এমনকি জীবিত থাকার আর আশা রইলো না। সে সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। কেননা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক গ্রামবাসীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। গ্রামের লোকটি হযরত ইবনে ওমরকে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র? হযরত ইবনে ওমর জবাব দিলেন-জ্বী হ্যাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের বাহনের উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে ইবনে উমরকে বললাম- সে তো একজন গ্রামবাসী। আপনি যদি দু দেরহাম দিয়ে দিতেন সেটাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, ভাই তাঁর পিতা আমার

পিতার বন্ধু ছিলেন এবং নবীজী বলেছেন, পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান করো এবং এই সম্পর্ক নিঃশেষ হতে দিও না। যদি করো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

হযরত আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি যখন মদিনায় এলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আবু বুরদাহ! তোমার কাছে কেনো এসেছি তা কি তুমি জানো? আবু বুরদাহ বললেন, আমি তো তা জানি না। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায় তার উচিত পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্দবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, তাই! আমার পিতা হযরত ওমর এবং আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজীবন মাতাপিতার নাফরমানী করে এবং তার মাতা-পিতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তিকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।

এসব হাদীসের আলোকে নিজের জীবিত বা মৃত পিতামাতার সাথে সন্তানদের আচরণ করতে হবে। মাতা-পিতার সাথে নাফরমানী করা কবীরা গোনাহ্, তাদেরকে সম্মান-মর্যাদা দিতে হবে এবং তাদের আদেশ অনুসরণ করতে হবে। তবে তাদের আদেশ যদি ইসলামী বিধানের প্রতিকূলে যায়, আল্লাহর আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তা অনুসরণ করা যাবে না। তবুও তাদের সাথে কর্কশ স্বরে কথা বলা বা তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

মাতাপিতার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না এমনকি তারা যদি কাফির মুশরিকও হয়, তবুও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ পিতামাতা দিলে তা পালন না করলে কোনো গোনাহ্ হবে না বরং পালন করলেই গোনাহ্ হবে। বিষয়টি সুন্দর ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, আপনি যা বলছেন তা আল্লাহর আদেশের বিপরীত। এই আদেশ পালন করতে বলে আপনি আম্যকে গোনাহ্গার হতে বলবেন না।

মাতা-পিতাও মানুষ, তারাও ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাদের কোনো ভুলের কারণে সন্তান তাদের সাথে অশোভন আচরণ করবে, এই অধিকার সন্তানের নেই। মাতা পিতার প্রতি সন্তানকে যে দায়িত্ব পালন করতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করতে হবে। তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন সন্তানকে পূরণ করতে হবে। মাতা-পিতা যদি সন্তানের কোনো অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাহলে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আন্তরিক পরিবেশে তাদের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

মা সন্তান পেটে ধারণ করেন, অকল্পনীয় প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এর কোনোটিই পিতার পক্ষে সম্ভব নয়–বিধায় ইসলাম পিতার তুলনায় মাতার অধিকার তিন গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

পিতা-মাতার সেবার শুভ পরিণতি

عَنْ اَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْكِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, (তিনবার বললেন)। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে এরপর তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ . (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত আছে। (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ . (متفق عليه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাতা-পিতার প্রতি গালি দান বড় গুণাহর অন্তর্ভুক্ত। লোকজন (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ভালো, কেউ কি নিজের মাতা-পিতাকে গালিও দেয়? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ! মানুষ অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। তাহলে (ফিরে) তার মাতা-পিতাকে গালি দিয়ে দেয়। সে অন্যের মাকে খারাপ নামে স্মরণ করে। তাহলে সে তার মাকে গাল-মন্দ করে।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য কারো পিতামাতা সম্পর্কে কোন অশালীন মন্তব্য বা তাদের নামের পূর্বে কোন খারাপ বিশেষণ ব্যবহার করা কোন ক্রমেই জায়েজ নয়-এটা স্পষ্ট হারাম। সন্তানের কারণে মাতাপিতাকে যদি অপদস্ত হতে হয়, অপমানিত হতে হয় এবং তাহলে সে জন্যে দায়ী হবে সন্তান। মহান আল্লাহর দরবারেও ঐ সন্তান অবশ্যই পাকড়াও হবে। মহান আল্লাহ মাতাপিতাকে সন্তানের প্রতিদায়িত্ব পালনে তওফিক দিন এবং সান্তানদেরকেও মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তওফিক এনায়েত করুন।

পিতামাতা বাড়াবাড়ি করলে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِيْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ اَصْبَحَ عَاصِيًا لِلّٰهِ فِيْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًافَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ . (شعب الايمان)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ-নিষেধ এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি মাতাপিতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান যুগে একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত ও গোনাহ্ মাফের আশায় মাজারে ধর্ণা দেয়, পীরের দরবারে হাদিয়া তোহ্ফা দেয়। পীর সাহেবের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা উপার্জন করেছে, সেই টাকা তথাকথিত পীরের পায়ে ঢেলে দেয়। হতভাগা আর কাকে বলে! পৃথিবীর যত বড় আলেম হোক, পীর হোক, তাদের খেদমত করলে জান্নাত লাভ করা যাবে, গোনাহ মাফ হবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেনি। এমন দাবীও যদি কেউ করে তাহলে সে নিশ্চয়ই বড় শয়তান। আর মা-বাপের খেদমত করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে, আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে–এ নিশ্চয়তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও সন্তানের জন্যে মাতাপিতার দোয়া নিসন্দেহে কবুল হয়।'একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একজন ইয়েমেনীকে নিজের মাতাকে পিঠে বসিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখলেন। ঐ লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, বলুন আমি কি আমার মায়ের বিনিময় দিয়ে দিয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, মায়ের বিনিময়! এটা তো তাঁর এক আহ শব্দেরও বিনিময় হয়নি।' হযরত তাইলাহ বিন মিয়াছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের এক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, একবার আমি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি গোনাহ্ করি, যা আমার দৃষ্টিতে কবিরা গোনাহ্ ছিলো।

আমি অত্যন্ত অস্থির হলাম এবং সুযোগ বুঝে তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বলতো কি হয়েছে? যা ঘটেছে আমি তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, এটা তো কবিরা গোনাহ্ নয়। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– কি ভাই, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছা রাখো? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ আমি তা-ই চাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আম্মাজান জীবিত আছেন। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তুমি মাতার সাথে নরম ও সম্মানের সাথে কথা বলো, তাঁর প্রয়োজনের কথা খেয়াল রাখো তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

সুতরাং কিসের পীর! কিসের মাজার! নিজের কষ্টার্জিত টাকা পয়সা পিতামাতাকে খাওয়ান। প্রাণভরে মাতাপিতার খেদমত করুন। আপনার কিছমত খুলে যাবে। সৌভাগ্য আপনার হাতে এসে ধরা দেবে। মাতাপিতার খেদমত করার কারণে পথের ফকির হয়েও সৎ পথে প্রভূত অর্থ বিত্ত, বাড়ী গাড়ীর অধিকারী হয়েছেন এমন ঘটনার অভাব নেই। অন্য কারো দোয়া কবুল হবে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার জন্যে আপনার পীর দোয়া করলেন। তার সে দোয়া যে কবুল হবেই–এমন নিশ্চয়তা কোনো পীর সাহেবই দিতে পারেন না। কিন্তু সন্তানের জন্যে পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবেই হবে, এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন আল্লাহর নবী। পৃথিবীতে এমন পীর বা আলেম ছিল না এখনো নেই, কিয়ামত পর্যন্তও আসবে না, যার দিকে একবার মমতা ভরা চোখে তাকালে একটা কবুল হজ্জের সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু মাতাপিতা সম্পর্কে নবীজী ঘোষণা করেছেন, যে সুসন্তানই মাতাপিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব দান করেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো– হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ একদিনে শতবার রহমত ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে! তিনি বললেন, যদি কেউ শতবার দেখে তবুও। (মুসলিম)

পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যার সাথে সম্পর্ক রাখলে তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে, তোমার উপার্জনে বরকত হবে, তুমি ধনী হতে পারবে। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবলমাত্র পিতামাতা। হযরত আনাছ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি

নিজের দীর্ঘ হায়াত এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।' একজন মুসলমান যত বেশী হায়াত লাভ করে, সে ততবেশী সওয়াব অর্জনের সুযোগ পায়। মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন তার পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে। হযরত মুয়াজ বিন আনাছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার হায়াত বৃদ্ধি করবেন।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে বার বার সচেতন করে দিয়েছেন। তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার ও অন্তর দিয়ে খেদতম করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে যায়। সমস্ত দিকে খেয়াল রাখতেও পারে না। এমন কর্মকাণ্ড করে বসে যা বিরক্তিকর। এসব ক্ষেত্রে সন্তানদেরকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, তারা যখন ছোট ছিল, সে সময়ে কত ভাবেই না মা-বাপকে যন্ত্রণা দিয়েছে। চোখের সামনে যা দেখেছে, সে সম্পর্কে মা-বাপকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে, কষ্ট করে মা-বাপ খাওয়াছেন সেই খাবার বমি করে দিয়েছে। মা-বাপ আবার কষ্ট স্বীকার করে খাওয়ায়েছেন। প্রসাব-পায়খানা করে মা-বাপের শরীর মাখিয়ে দিয়েছে। মা- বাপ বিরক্ত হননি। ঠিক এই অবস্থা যখন বৃদ্ধ পিতামাতার হয়-তখন সন্তানও নিজের শিশুকালের কথা স্মরণ করে মা-বাপের খেদমত করবে। মা-বাপ যেমন মানুষকে দেখানোর জন্যে বা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সন্তানের খেদমত করেনি, খেদমত করেছেন অন্তর দিয়ে গভীর মমতার সাথে। তেমনি সন্তানকেও মা-বাপের খেদমত করতে হবে পরম মমতা ভরে।

বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা এখানে সেখানে থুথু বা কফ্, সর্দি ফেলতে পারেন। প্রসাব-পায়খানা করে দিতে পারেন। গভীর মমতায় সন্তানকে এসব পরিষ্কার করতে হবে। মা-বাপ বয়সের ভারে না বুঝে বিরক্তিকর কথাবার্তা বলতে পারেন, ক্ষতিকর কর্মকান্ড করতে পারেন, রুক্ষ মেজাজ দেখাতে পারেন, অকারণে অভিমান করতে পারেন। এসব ব্যাপারে সন্তান যদি চোখ বড় করে মা-বাপের দিকে তাকায়, বিরক্ত হয়ে উহ্ আহ্ শব্দ প্রকাশ করে তাহলে জান্নাতের বদলে জাহান্নামেই যেতে হবে। কঠিন স্বরে, ধমকের ভাষায়, বাপ-মায়ের সামনে বেআদবের ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠে

কোনোক্রমেই কথা বলা যাবে না। বাপ-মায়ের সাথে কথা বলার সময় ভাষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন কোনো শব্দও ব্যবহার করা যাবে না, যে শব্দ বাপ-মায়ের অন্তরে ব্যথার সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ পিতামাতার দিকে দৃষ্টি দিয়েই সন্তানকে বারবার নিজের শিশুকাল, নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করতে হবে। তার প্রতি তারই বৃদ্ধ পিতামাতা কি অসীম ধৈর্যসহকারে দায়িত্ব পালন করেছে– একথা স্মরণে রেখে মাতাপিতার প্রতি যত্ন নিতে হবে।

পিতামাতার খেদমত করার সময় সন্তানকে একথা মনে রাখতে হবে যে, পিতামাতার খেদমত করে পিতামাতার প্রতি কোনো দয়া, অনুগ্রহ করছে না, বরং সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছে। শুধু তাই নয়– মহান আল্লাহ্ পিতামাতার খেদমত করার সুযোগ দিয়ে তার প্রতিই অসীম অনুগ্রহ করেছেন। এই চেতনা প্রত্যেক সন্তানের মনে জাগ্রত রেখে মা বাপের সেবা যত্ন করতে হবে। সন্তানকে মহান আল্লাহর দরবারে বারবার সিজদা দিতে হবে এজন্যে যে, ঐ আল্লাহ্ তাকে পিতামাতার খেদমত করার মতো এক মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার তওফিক দিচ্ছেন। এই মহান কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সবার ভাগ্যে হয়না। পরিবারের সকলের প্রয়োজন পূরণের পূর্বে পিতামাতার প্রয়োজন পুরণ করতে হবে। নিজের স্ত্রী এবং সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে প্রথমে নিজের বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ রাজী খুশি হয়ে যাবেন।

পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُاللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهَا مَاشَاءَ اِلَّاعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يُعَجِّلُ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. (شعب الايمان)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা শিরক ছাড়া অন্য যাবতীয় গুনাহ্ যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি তাকে মুত্যুর পূর্বে পৃথিবীতেই দিয়ে থাকেন, অথবা পিতা-মাতার জীবদ্দাশাতেই তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। (শুয়াবুল ঈমান)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ . (شعب الايمان)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার বাধ্য এবং অনুগত সন্তান পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করলে তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য একটি সহীহ কবুল হজ্জ লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন যদি সে প্রতিদিন ১০০ বার দৃষ্টিপাত করে? আল্লাহর রাসূল বললেন, হাঁ, আল্লাহ তা'য়ালা মহান ও মহাপবিত্র।

পিতামাতাই জান্নাত ও জাহান্নাম

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ . (مسلم)

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন– এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ রাসূল! সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন, তারাই তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ)

পিতার বন্ধুদের সম্মান-মর্যাদা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلِّىَ . (مسلم)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতার অনুপস্থিতির সময় অথবা পিতার মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়জন বা বন্ধুদের প্রতি সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার। (মুসলিম)

মৃত্যুর পরে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدِ السَّاعِدِىِّ (رض) قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ اَبَوَىَّ شَىْءٌ اَبِرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا-

হযরত আবু উসাইদ সা'ঈদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম, এমন সময় সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মত আমার পক্ষে করণীয় কিছু আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, তাঁদের জন্য দোয়া করতে থাকা, তাঁদের অসীয়ত পালন করা ও তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের সম্মান করতে থাকা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهُ لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْلَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا. (شعب الايمان)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার অবাধ্য থাকা অবস্থায় যদি কারও পিতা-মাতার মৃত্যু ঘটে এবং সেই ব্যক্তি সর্বদা তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে পিতা-মাতার বাধ্য অনুগত সন্তানের অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ মাতা-পিতা জীবিত থাকতে যেসব সন্তান তাদের সাথে বেয়াদবী করেছে, তাদের হক আদায় করেনি, তাদের সাথে নাফরমানী করেছে, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদেরকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। মাতা-পিতার জন্য চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সাধ্যানুযায়ী মাতা-পিতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য দান-সদকা করতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেবেন।

মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত

عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ جَاهِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ قَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. (نسائى)

হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাবার সংকল্প করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার কি মা জীবিত আছেন? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললেন, জি হ্যাঁ আছেন। নবী করীম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি তাঁকে আঁকড়িয়ে থাক। কেননা, তাঁর পায়ের নিকট তোমার জান্নাত। (নাসায়ী)

মায়ের বোনের সম্মান-মর্যাদা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا. (ترمذى)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি বড় গোনাহ করে ফেলেছি, আমার জন্য তওবা আছে কি? তিনি বললেন, তোমার মা আছে কি? লোকটি বললো জী না। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার খালাম্মা জীবিত আছে কি? লোকটি জবাবে বললো, জি, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমার খালাম্মার খেদমত করো। (তিরমিযী)

বড় ভাইয়ের সম্মান-মর্যাদা

عَنْ سَعْدِ ابْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ.

হযরত সা'দ ইবনে আছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক যেমন, ছোট ভাইদের উপর জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের হকও তেমন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, বড় ভাইকে পিতৃসমতুল্য সম্মান ও সেবা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং ছোট ভাইয়ের প্রতি পুত্রতুল্য স্নেহ করাও বড় ভাইয়ের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য।

মৃত পিতামাতার মাগফিরাতের জন্য দান-সাদকা

তিরমিযীর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালো, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-সদকা করি তাহলে আমার মরহুম পিতা কি উপকৃত হবেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ, উপকৃত হবে। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার একটি বাগান আছে। আমি উক্ত বাগান আমার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে সাদকা করে দিলাম।

আবু দাউদ শরীফের আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মৃত মাতাপিতার মাগৃফিরাতের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জানালেন, তুমি তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁরা যে ওসিয়ত করে গিয়েছেন, তা আদায় করো এবং মাতাপিতার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত-ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলো।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে, মৃত ব্যক্তিও সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে। তারা কবরে তথা আলমে বারযাখে প্রতীক্ষা করতে থাকে, কেউ তার জন্য সাহায্য প্রেরণ করে কিনা।

যখন কেউ কিছু তাদের জন্য পাঠায়, তখন তারা এমন খুশী হয় যে, গোটা পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও যদি তাদের হস্তগত হতো, তবুও তারা এত খুশী হতো না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির মাগৃফিরাত কামনায় মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া, রাস্তা-পথ, পানির ব্যবস্থা করা, কোরআন, কোরআনের তাফসীর, হাদীস বা অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য কোথাও দান করা, অথবা যে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেয়া উচিত। এসব থেকে যতদিন মানুষ উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন মৃত ব্যক্তি কবরে সওয়াব লাভ করতে থাকবে। এ ছাড়া নফল নামাজ-রোজা, হজ্জ, কোরবানী, দান-সদকা, কোরআন তিলাওয়াত করে এর সওয়াব রিসানী করা উচিত। এসব কাজ অন্যকে দিয়ে না করিয়ে নিজেই করা উচিত। কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে লোক ভাড়া করে এনে কোরআন খতম দেয়া উচিত নয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোনো ফায়দা হবে না।

যে কোন বিচার বিশ্লেষণে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা পিতা ও মাতা। পিতামাতাই হলেন একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে উঁচু স্থানের অধিকারী। আল্লাহর পরেই পিতামাতার স্থান। ব্যক্তির কাছে সকল বিবেচনায় যে কোনো বিষয়ে প্রথম হকদার হলো তার পিতা ও মমতাময়ী মাতা, যাদের ত্যাগ তীতিক্ষার সামান্য একবিন্দুর মূল্য সন্তানের পক্ষে পরিশোধ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে ইসলামী রাষ্ট্রের যে চৌদ্দটা মূলনীতি দেয়া হয়েছে, তার প্রথম দফাতেই বলা হয়েছে –

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا-اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا-وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا-

এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ব্যতীত অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছে যায় তাহলে তাঁদেরকে উহ্ শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভর্ৎসনা করে কোন কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সঙ্গে আদব ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং

তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো যেমন, হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম কর। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে করুণা ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (বনি ইসরাঈল–২৩-২৪)

মাতা-পিতার এমন কোনো আদেশ অনুসরণ করা যাবে না, যে আদেশ কোরআন ও হাদীসের বিপরীত। ইসলামপন্থী পিতার আদেশ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হবার কথাও নয়। সুতরাং পিতার মনে আঘাত লাগে, এমন কোনো আচরণ করা যাবে না। সেই যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজন সাহাবীকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে পিতামাতার খেদমত করার জন্যে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। হযরত জাহিমার পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। নবীজী তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের নীচেই তোমার জান্নাত। (নাছায়ী)

পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা শিশু অবস্থায় পিতামাতাকে হারিয়েছে অথবা পিতামাতার খেদমত করার যোগ্যতা অর্জন করার পূর্বেই পিতামাতা ইন্তেকাল করেছে, কিন্তু যারা পিতামাতাকে পেয়েছে, পিতামাতার খেদমত করার সব ধরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে, এরপরও যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাতাপিতার খেদমত না করে, তাহলে এরচেয়ে হতভাগা আর বদনছীব কে হতে পারে?

পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা, মনমাতানো ব্যবহার করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর এই প্রিয় কাজটি মহান আল্লাহর যে বান্দাহ্ করে, তার উপরে আল্লাহ কতই না খুশী হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, যে নামায সময় মতো আদায় করা হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বোখারী)

মাতাপিতার সেবা যত্ন করা, তাদের প্রাণভরে খেদমত করা জিহাদ এবং হিজরাতের মতো অধিক সওয়াবের কাজের চেয়েও বেশী সওয়াবের কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বললো, আল্লাহর শোকর যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে মাতাপিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একব্যক্তি মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেন, মাতাপিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো। (আবু দাউদ)

একজন মানুষ প্রাণের তাগিদে মাইলের পর মাইল দূরত্ব অত্যন্ত কষ্টের সাথে পাড়ি দিয়ে এসেছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। মনে আশা ছিল প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে থাকবেন, প্রাণভরে ঐ চেহারা দেখবেন, যে চেহারা ঈমানের সাথে একবার দেখলে আল্লাহ খুশী হয়ে যান। মনে বড় আশা, রাসূলের নেতৃত্বে জিহাদ করবেন। কিন্তু নবীজী তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এসবের চেয়ে পিতামাতার খেদমত করলে আল্লাহ বেশী খুশি হবেন। ইয়েমেন থেকে একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বললো, আমার মাতাপিতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের কাছ থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। নতুবা তাঁদের কাছে উপস্থিত থেকে সুন্দর আরচণ করতে থাকো। (আবু দাউদ)

একবার হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'জন লোককে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি তোমার কে হন? সে বললো, তিনি আমার

শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি বললেন, দেখ কখনো তাঁর নাম ধরে ডেকো না। কখনো তাঁর আগে চলবে না এবং কোন মজলিসে তাঁর আগে বসার চেষ্টা করবে না।' সুতরাং পিতামাতার খেদমত করার গুরুত্ব কতটুকু তা এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো। শ্বশুর-শাশুরী বা স্ত্রীর কথায় যে সন্তান নিজের মাতাপিতাকে কষ্ট দেবে, তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

মানুষের প্রতি দয়া

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ. (بخارى، مسلم)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তা'য়ালাও তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মানবপ্রেমের উপর নির্ভর করে জাতি ও দেশের সমৃদ্ধি। আল্লাহ্র প্রতি যাদের ঈমান আছে, ইহ ও পরকালে আল্লাহ্র দয়া ও রহমত ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে যাদের বিশ্বাস আছে, তাদের অবশ্যই উচিত অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ. (ابوداؤد ، ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা দয়ালু, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। পৃথিবীর লোকদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে আকাশ হতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার

عَنْ اَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

হযরত আনাস এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, অতএব, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানব সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (শুআবুল ঈমান)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَسُرَّهٗ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّاللّٰهَ وَمَنْ سَرَّاللّٰهَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি কাউকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার কোন অভাব পূরণ করে দেয়, সে আমাকে সন্তুষ্ট করে এবং যে আমাকে সন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আর যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (শুআবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহর নবী বলেছেন, আমার উম্মতকে সন্তুষ্ট করলে, আমি সন্তুষ্ট হই, আমি সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট হলে জান্নাত অনিবার্য। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, অন্যায় এবং শরীয়াত গর্হিত উপায়ে কাউকেই সন্তুষ্ট করা জায়েয নেই।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ ثَلٰثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلَاحُ اَمْرِهٖ كُلِّهٖ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهٗ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নিপীড়িত ব্যক্তির আবেদন শুনে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ৭৩টি ক্ষমা নির্ধারণ করেন। তার মধ্য হতে একটির দ্বারাই তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। অবশিষ্ট ৭২টি ক্ষমা দ্বারা কিয়ামতের দিন তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। (শোআবুল ঈমান)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَألَفٌ وَلاَخَيْرَ فِيمَنْ لاَيَاْلِفُ وَلاَيُؤْلَفُ. (احمد)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন প্রেমময়, প্রেমপূর্ণ পাত্রবিশেষ এবং যে ভালোবাসে না এবং যাকে ভালোবাসা হয় না অর্থাৎ যে অপরকেও ভালোবাসে না এবং তাকেও কেউ ভালোবাসে না, তার মধ্যে কিছু মাত্র মঙ্গল নেই। (আহমদ)

আল্লাহর জন্য মিত্রতা আল্লাহর জন্য শত্রুতা

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ الاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ قَائِلٌ اَلصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَقَالَ قَائِلٌ اَلْجِهَادُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ

হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো মহান আল্লাহর কাছে সবথেকে প্রিয় কাজ কি? জবাবে একজন বললো, নামায ও যাকাত। অপর একজন বললো, জিহাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে আল্লাহর জন্য মিত্রতা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা। (আহমদ, শুআবুল ঈমান)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيْلَ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الاَرْضِ وَاِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرَائِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ اُبْغِضُ فُلاَنًا فَاَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَائِيْلُ ثُمَّ

فِى اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَابْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন হযরত জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন হযরত জীবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাকে ভালবাসেন এবং আসমানে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ তা'য়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। এরপর পৃথিবীতেও তার জন্য স্বীকৃতি ও ভালোবাসা রাখা হয় অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষও তাকে ভালোবাসতে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোন বান্দার প্রতি বিমুখ ও নারাজ হন তখন হযরত জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দার প্রতি নারাজ হয়েছি, তোমরাও তার প্রতি নারাজ হও। ফলে, তারাও তার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন, সারা পৃথিবীতেও তার জন্য শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসার অর্থ তিনি তার মঙ্গল ও কল্যাণের ইচ্ছা করেন, ফলে সে আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়েত লাভ করে। আল্লাহ তা'য়ালার বিমুখ হবার অর্থ; তিনি তার আযাবের ইচ্ছা করেন, ফলে সে গোমরাহ ও হতভাগ্য হয়ে পড়ে। ফেরেশতাদের ভালবাসার অর্থ, তাঁরা তার দিকে ঝুঁকে পড়েন ও তার সুখ্যাতি প্রচার করেন এবং তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ اَلْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ (رَوَاهُ مٰلِكٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِى) قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِى لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يُغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ.

হযরত মায়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পর বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে, আমার জন্য ও আমার হামদ ও প্রশংসার জন্য যারা একত্রে বসে, আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আমারই সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দান ও আর্থিক সাহায্যের আদান-প্রদান করে, তাদের মহব্বত করা আমার পক্ষে ওয়াজিব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَعَمَدًا مِنْ يَاقُوْتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِئُ كَمَا يُضِئُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّىُّ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِى اللّٰهِ وَالْمُتَلَاقُوْنَ فِي اللّٰهِ. (رواه البيهقى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তিনি বলেন, জান্নাতের মধ্যে ইয়াকুতের বহু স্তম্ভ আছে, তার উপরে বহু প্রাসাদ আছে, তার দরজাগুলো উন্মুক্ত, উজ্জ্বল তারকার ন্যায় চক চক করছে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে কারা বাস করেন? তিনি বললেন, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে একত্রে ওঠা বসা করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দেখা-সাক্ষাৎ করে। (বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান)

ফেরেশ্তারা যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করে

عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مِلَٰكِ هٰذَا الْاَمْرِ الَّذِىْ تُصِيْبُ بِهٖ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ وَاِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَااسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَاَحِبَّ فِى اللّٰهِ

وَاَبْغِضْ فِى اللّٰهِ يَااَبَارَزِيْن هَلْ تَعْرِفُ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتٍ زَائِرًا اَخَاهُ تَبِعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّهُ وَصَلَ فِيْكَ فَصِلْهُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَعْمَلَ جَسَدَكَ فِىْ ذَالِكَ فَافْعَلْ. (رواه بيهقى فى شعب الايمان)

হযরত আবু রযীন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে দ্বীনের মূল সম্পর্কে অবগত করবো না! যার মাধ্যমে তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতি এবং কল্যাণ লাভ করতে পারো? সেটা হলো, তুমি অবশ্যই আহলে-যিকিরের সাথে জবান নাড়াতে থাকবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা করবে, স্বার্থ সিদ্ধি বা লাভ-ক্ষতির চিন্তায় নয়। হে আবু রযীন! তুমি জানো কি? যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বাড়ী থেকে বের হয়, তখন ৭০ হাজার ফেরেশতা তাকে অনুসরণ করেন। তারা সকলেই তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে আমাদের রব! এই ব্যক্তি তোমারই জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছে। অতএব, তুমি তোমার ও আমার সাথে একে সংযুক্ত করে দাও। অর্থাৎ এর প্রতি রহমত করো ও তাকে ক্ষমা করো। অতএব যদি তুমি পারো, তোমার দেহকে এ সমুদয় কাজে নিয়োজিত রাখো। (বাইহাক্বী শুআবুল ঈমান)

আল্লাহর বন্ধুরা দুশ্চিন্তাহীন থাকবেন

عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَاهُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا اَمْوَالٍ يَتَعَاطُوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَايَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَايَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَءَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন অনেক বান্দা আছেন, যারা নবীও নন, শহীদও নন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাদের সম্মান-মর্যাদা দেখে তাদের ব্যাপারে নবী এবং শহীদরাও বিস্ময় প্রকাশ করবেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং অর্থের কোন আদান-প্রদান না থাকা সত্ত্বেও তারা কেবলমাত্র আল্লাহর কোরআনের মাধ্যমে অথবা আল্লাহর মহব্বতে পরস্পর বন্ধুত্ব ও মধুর সম্পর্ক রাখতো। আল্লাহর শপথ, তাঁদের মুখমণ্ডল তথা সর্বাঙ্গ জ্যোতির্ময় হবে এবং নিশ্চয় তারা নূরের উপর থাকবেন এবং সমস্ত লোক যখন ভীত–শংকিত হয়ে পড়বে, তখন তাঁদের কোন দুঃখ-চিন্তা থাকবে না। এরপর এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি কোরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, জেনে রেখ, যারা আল্লাহর আউলিয়া বা দোস্ত, তাঁদের কোন ভয় ভীতি বা দুঃখ-চিন্তা কিছুই থাকবে না। (আবু দাউদ)

বন্ধু নির্বাচনে কোরআন-হাদীসের নির্দেশ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর হয়ে থাকে। অর্থাৎ আদর্শে, স্বভাব-চরিত্রে ও চলাফেরায় বন্ধুর অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে। অতএব যার সাথে বন্ধুত্ব করবে, ভাল করে দেখে শুনে করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আমাকে ভয় করবে এবং সৎ ও সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ করবে। ইমাম গাযযালী (রহ) বলেছেন, লোভীদের সাহচর্যে ও তাদের সাথে মেলামেশা লোভের কারণ হয়ে পড়ে এবং নেক্কার ও পরহেজগারদের সঙ্গ দুনিয়া সম্বন্ধে ত্যাগ ও বিরাগ আনে। কেননা, মানুষ সাধারণতঃ অনুসরণ ও অনুকরণ প্রিয় হয়ে থাকে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَايَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ. (ترمذى)

হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, নেক্কার মুসলমান ব্যতীত কারও সাথে বন্ধুত্ব ও সাহচর্য করো না এবং তোমার খাদ্যও পরহেজগার আল্লাহভীরু ব্যক্তি ব্যতীত যেন কেউ না খায়। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মাধ্যমে ফাসিক বা চরিত্রহীন লোকদের এবং কাফিরদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'তোমার খাদ্য পরহেজগার আল্লাহভীরু ব্যক্তি ব্যতীত যেন কেউ না খায়।' অর্থাৎ তোমার খাদ্য যেন পরহেজগার ব্যক্তির খাবারযোগ্য হালাল ও পবিত্র হয় এবং পরহেজগার ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয়। তিনি এর মাধ্যমে ইবাদত করার শক্তি লভ করবেন। পক্ষান্তরে অসৎ এবং ফাসিক লোককে খাওয়ালে পরোক্ষভাবে পাপের কাজেই সাহায্য করা হবে। দাওয়াত করে খাওয়ানোর সময় এই নিয়ম পালন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রয়োজন হলে অভাবের জন্য সৎ ও অসৎ নির্বিচারে সকল অভাবগ্রস্থকেই দান করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন, 'তারা আল্লাহর মহব্বতে গরীব দুঃখী ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে থাকে।' এখানে ভাল-মন্দের পার্থক্য করা হয়নি।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ. (ابوداؤد)

হযরত মিক্দাম ইবনে মা'দীকারাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন লোক তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মহব্বত রাখে, তখন তাকে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, সে যেন তার সাথে মহব্বত রাখে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার সাথে মহব্বত রাখা হয় সেটা তাকে জানিয়ে দিলে তিনিও তার সাথে মহব্বত রাখতে, বন্ধুত্বের হক আদায় করতে, হিতকাংখী হতে ও তার জন্য দোয়া করতে পারবেন।

عَنْ يَزِيْدِ بْنِ نُعَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْئَلْهُ عَنْ اِسْمِهِ وَاِسْمِ اَبِيْهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَاِنَّهُ اَوْصَلُ لِلْمُوَدَّةِ. (ترمذى)

হযরত ইয়াজিদ ইবনে নুয়ামাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্বে ও সখ্যতা স্থাপন করলে তার ও তার পিতার নাম জিজ্ঞেস করা ও তার পিতার বংশের পরিচয় দেয়া ও নেয়া উচিত। এর মাধ্যমে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

কন্যা সন্তানের সম্মান-মর্যাদা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ هٰكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهُ. (رواه مسلم)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যৌবনে না পৌঁছানো অথবা স্বামীর বাড়ী না যাওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এভাবে একত্রে থাকবো। এ কথা বলে তিনি হাতের অঙ্গুলসমূহ একত্রিত করলেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আল্লাহর নবী বলেছেন, সে এবং আমি একত্রে থাকবো। বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী দুটি একত্র করে দেখালেন।

কন্যা সন্তান জান্নাত লাভের মাধ্যম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. (ابوداؤد)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারও কন্যা সন্তান হলে যদি সে তাকে জীবন্ত দাফন না করে, তাকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য না করে, পুত্র-সন্তানদেরকে তার তুলনায় বেশী মর্যাদা ও অগ্রাধিকার না দিলে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন। (আবু দাউদ)

কন্যা সন্তান আল্লাহর নেয়ামত

কন্যা সন্তানের অধিকারী কে হবে আর কে পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে এ ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হতে। মুসলিম পরিবারে কন্যা অথবা পুত্র সন্তান যা-ই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, মুসলিম পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম মোটেও অমর্যাদাকর নয় বরং কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক। কোন মুসলিম মাতাপিতা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে আনন্দ প্রকাশ করবে আর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মুখ কালো করবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না।

মুসলিম মাতাপিতার কাছে পুত্র কন্যা সমান। এদের মধ্যে কোন ব্যবধান তারা করেননা। কারণ এ ধরনের ব্যবধান করা বা পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দান করা ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে। পুত্র হোক বা কন্যা হোক, এক সন্তানের উপরে আরেক সন্তানকে প্রাধান্য দান করা বড় ধরনের গোনাহ্। অবশ্য শরিয়ত সম্মত কারণে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

তথাকথিত কিছু মুসলিম পরিবার রয়েছে, যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্তান সুন্দর বা কুৎসিত, কন্যা বা পুত্র হবে এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের ব্যাপারে কামনা বাসনা যা-ই থাক, সেই কামনা বাসনা অনুযায়ী আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় না। কাকে কন্যা দান করলে তার কল্যাণ হবে। অথবা অকল্যান হবে, আর কাকে পুত্র দান করলে কল্যান অথবা অকল্যান হবে এটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। মুসলিম মাতাপিতা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুত্র বা কন্যা কামনা করে দোয়া করতে পারেন। কিন্তু দোয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটা ঠিক নয়। বান্দার জন্যে যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাই করেন। কারো কোন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে আল্লাহ বাধ্য নন। আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা কারো নেই। মহান আল্লাহর যা ইচ্ছে তাই তিনি করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন−

يَخْلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

الذُّكُورَ- اَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا- وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا- اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ-

তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা বানিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিশালী। (সূরা শুআরা-৪৯-৫০)

কে সন্তানের মাতাপিতা হবে আর কে হবে না-কে পুত্র সন্তান লাভ করবে আর কে কন্যা সন্তান লাভ করবে-এ ব্যাপারে মানুষের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে মানুষ অত্যন্ত অসহায়। এ ব্যাপারে মেডিকেল সাইন্সেরও কোন ক্ষমতা নেই। যতবড় পীর সাহেবই হোকনা কেন, তার পানি পড়ায় বা তাবিজ কবজও পুত্রের ক্ষেত্রে কন্যা আর কন্যার ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। এটা যদি সম্ভব হতো তা হলে পীর সাহেব নিজেই নিজের চাহিদা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিত।

আল্লাহ যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তার অমুক বান্দাকে তিনি কোন সন্তান দিবেন না এ ক্ষেত্রে কোন ডাক্তার পীর ফকির মাজারের ক্ষমতা নেই সন্তান দেয়া। এ ধারণা যদি কারো অন্তরে থেকে থাকে তা হলে তার পক্ষে মুসলিম তাকা অসম্ভব। মানুষের ভাণ্ডারে এমন কোন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে জানতে পারবে, পুত্র সন্তান তার জন্যে উপকার বয়ে আনবে অথবা কন্যা সন্তান তার জন্যে ক্ষতিকর হবে। এ জ্ঞান কোন মানুষের নেই। আল্লাহর ফায়সালা থাকলে, পুত্র হোক বা কন্যা হোক যে কোন সন্তানই কল্যাণকর হতে পারে অথবা অকল্যাণকরও হতে পারে। সন্তান আল্লাহর দান। কন্যাও তারই দান এবং পুত্রও। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মু'মিনের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নিয়ামত দিতে হবে এবং তিনিই নিজের জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মু'মিনের কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নিকট এক ব্যক্তি বসেছিল। লোকটির কয়েকটি মেয়েছিল। সে বললো, হায়! এসব মেয়ে যদি মরে যেতে তাহ'লে কতই না ভালো হতো। আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং তাকে বললেন, তুমি কি তাদের রিযিক দাও।

কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর নবী স্বয়ং ছিলেন কন্যা সন্তানের পিতা, কন্যা সন্তান সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে সাহাবী হযরত ইবনে গুরায়েত কত সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যখন কারো গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা। তোমাদের উপর সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।

পৃথিবীতে করুণার মূর্ত প্রতীক, মানবতার মহান মুক্তি দাতা, শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির কাণ্ডারী ছিলেন মহান আল্লাহর বন্ধু। তিনি বলেছেন–

لَا تَكْرَهُوْا الْبَنَاتِ فَاِنِّىْ اَبُوْ الْبَنَاتِ-

কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।

এ ছাড়াও তিনি বলেছেন, কন্যারা অত্যন্ত মুহাব্বাতওয়ালী এবং কল্যাণ ও খায়ের বরকতের হয়। (কানযুল উম্মাল)

ইসলাম কন্যা সন্তানকে জাহান্নামে প্রবেশের প্রতিবন্ধক এবং জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছে। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর কাছে কন্যা সন্তানের কত বিশাল মর্যাদা। হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতে যাওয়ার পথ অত্যন্ত কঠিন এবং কন্টকাকীর্ণ। সে পথ অত্যন্ত সহজ সরল কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে যাবে কন্যা সন্তানের কারণ। পুত্র সন্তানকেও যে আল্লাহ রুটি রুজি দান করেন ঐ একই আল্লাহ কন্যা সন্তানকেও রুটি রুজি দান করেন। কন্যা সন্তানকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়ে তাকে খোদাভীরু পাত্রের হাতে অর্পণ করার অর্থ হলো জান্নাতে নিজের আবাস নির্মাণ করা।

কন্যা সন্তান মাতাপিতার জান্নাত

পৃথিবীর সর্বত্রই কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেখানে কন্যা সন্তানকে লজ্জা, অপমান, অমর্যাদার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তিনিই নারী জাতিকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে টেনে উঠিয়ে মর্যাদায় আসনে আসীন করেছেন। ইসলামী পরিবারে কন্যা সন্তানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অসীম। পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানের মর্যাদা বেশী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–যার কোন কন্য সন্তান থাকবে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (আবু দাউদ)

কিয়ামতের দিন মসিবতের সময় আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হতে পারা যে কত সৌভাগ্যের বিষয় তা কল্পনাও করা যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসঙ্গে থাকব। (মুসলিম)

শুধু নিজের কন্যা সন্তানই নয় নিজের বোনের ব্যাপারেও একই কথা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্যে জান্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে। (তিরমিজী)

বিয়ের পরে কারো বোন বা মেয়ে যদি স্বামীর বাড়ি থেকে ফেরৎ আসতে বাধ্য হয়, সেই মেয়ে বা বোনের ব্যাপারে খরচ করাকে বলা হয়েছে সর্বোত্তম দান। করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–তোমাকে সর্বোত্তম দানের কথা বলব কি? তা হল, তোমার কন্যাকে যদি বিয়ের পর তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তখন তার জন্যে উপার্জন করার তুমি ছাড়া কেউ না থাকে, তাহলে তখন তার প্রতি তোমার কর্তব্য হবে অতীব উত্তম সাদকা। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুলাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে। সে তিন মেয়েকেই নিজের অভিভাবকত্বে রেখেছে। তাদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করেছে

এবং তাদের প্রতি রহম করেছে। তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কোন গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু' কন্যা হয়। তিনি জবাব দিলেন, যদি দু' কন্যা হয় তাহলেও এ সওয়াব পাওয়া যাবে। (আল-আদাবুল মাফরূজ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মন্তব্য করেছেন, মানুষ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি মাত্র কন্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করতো, তাহলে তিনি এক মাত্র কন্যার ব্যাপারেও সুসংবাদ প্রদান করতেন। (মিশকাত)

কন্যা সন্তানের পিতামাতার হাতেই তাদের জান্নাত। তারা যদি পুরোপুরি কন্যা সন্তানের হক আদায় করেন, তাহলে নিশ্চিত জান্নাত লাভ করবেন। আর হক আদায় না করলে নিজেরাই দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন। কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক। পৃথিবীর কোন আদর্শ বা তথাকথিত ধর্ম কন্যাকে কোনই মর্যাদা দেয়নি। কন্যা শয়তানের সঙ্গী, কন্যা সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক, কন্যা নরকের দরোজা, কন্যা মানুষের মধ্যে গণ্য নয় ইত্যাদী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহর নাজিল করা জীবন বিধান একমাত্র ইসলামই বলেছে, কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দাসদাসীকে, কোন মহিলাকে, কোন পশুকে কোনদিন নিজের হাতে আঘাত করেননি। তিনি বাইরে থেকে যখন ঘরে আসতেন তখন তাকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখা যেত। তার মুখে যেন চাঁদের হাসির বন্যা বয়ে যেত। হাদীস শরীফে আরেকটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَ تْنِىْ اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْئَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ–

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার নিকট এক মহিলা দু'

কন্যাসহ ভিক্ষার জন্য এলো। সে সময় আমার নিকট কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র একটি খেজুর ছিল। খেজুরটি আমি তার হাতে দিলাম। সে খেজুরটি অর্ধেক অর্ধেক করে নিজের দু'কন্যাকে দিয়ে দিল এবং স্বয়ং তা চেখেও দেখলো না। অতপর উঠে দাঁড়ালো এবং চলে গেল। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে এলেন তখন আমি এ ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিকেই এ কন্যার মাধ্যমে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর আচরন করেছে। তাহলে এ কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। (বোখারী, মুসলিম)

সন্তানের প্রতি মায়ের যে কত মমতা এটাই প্রকাশ পেয়েছে উল্লেখিত হাদীসে। মা অভুক্ত থেকে সন্তানকে খাওয়ায়। তবুও কন্যা সন্তান। যার কাছ থেকে পুত্র সন্তানের ন্যায় বিনিময় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ এই কন্যা সন্তানই পিতামাতাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে হেফাজত করবে-যদি সত্যিকারভাবে কন্যা সন্তানের অধিকার আদায় করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি নিজের কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সম্পর্কে বলতেন, আমার দেহের একটি অংশ হলো ফাতিমা। যে তাকে অসন্তুষ্ট করবে সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে। (বোখারী)

আল্লাহর নবী কন্যাদেরকে অত্যন্ত সম্মানও করতেন। বিয়ের পরে মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার সাথে যখনই দেখা করতে আসতেন, মেয়েকে দেখার সাথে সাথে তিনি মেয়ের সম্মানে মুখে মধুর হাসি টেনে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন। মধুর সম্ভাষণে মেয়েকে সম্ভাষণ জানাতেন। মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে মেয়েকে নিজের জায়গায় বসাতেন। (আবু দাউদ)

কিন্তু আফসোস্ আল্লাহর নবীর এই শিক্ষা তার অনুসারীরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। মেয়েকে যতদ্রুত সম্ভব নিজের বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে মেয়ের অভিভাবক। বছরে মেয়েকে দু একবার দেখতে যাবার সময় হয় না তাদের। এ জন্যে অবশ্যই আদালতে আখিরাতে জবাবদিহী করতে হবে। মেয়ের চেহারা মলিন দেখলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাও মলিন হয়ে যেত।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, একবার তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে অত্যন্ত হাসিখুশী অবস্থায় বের হয়ে এলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন কন্যার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং যখন ঘর থেকে বের হলেন তখন হাসি খুশী অবস্থায় বের হলেন, ব্যাপার কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি উভয়ের মনোমালিন্য দূর করে দিয়েছি। তারা উভয়েই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে নিজের কাছাকাছি রাখার জন্যে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। হিজরতের পরে মদীনায় আল্লাহর রাসূল হযরত আবু আইউব আনছারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বেশ দূরে থাকতেন। তিনি একদিন মেয়ের বাড়ীতে গেলেন। কথা প্রসঙ্গে মেয়েকে জানালেন, মা! তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকো। আমার মন চায় তোমাকে আমি আমার কাছাকাছি রাখি।

হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পিতাকে বললেন, আব্বা! হারিছ ইবনে নোমানের বেশ কয়েকটি বাড়ী রয়েছে। আপনি যদি তাকে একটি বাড়ীর কথা বলেন তাহলে সে অবশ্যই আপনার কথা রাখবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মা, আমি তাকে এ কথা বলতে লজ্জা অনুভব করি।' কথাটা যে কোন ভাবেই হোক, হযরত হারিছ ইবনে নোমানের কানে গেল। তিনি দেরী না করে দ্রুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতে পারলাম আপনি আপনার মেয়েকে আপনার অবস্থানের কাছাকাছি কোন বাড়ীতে নিয়ে আসতে চান। হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাপ আপনার পবিত্র কদম মোবারকে উৎসর্গ হোক! আমার সমস্ত বাড়ী আপনার খেদমতে পেশ করলাম। যে বাড়ী আপনার ইচ্ছা, সেটা আপনি গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! আপনি যে বস্তুই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবেন, সেটা আমার কাছে থাকার চেয়ে আপনার কাছে থাকা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যথার্থ বলেছো। মহান আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত ও বরকত নাজিল করুন।

তিনি হযরত হারিছ ইবনে নোমানের একটি বাড়ী গ্রহণ করে সে বাড়ীতে কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে নিয়ে এলেন, এরপর থেকে তিনি সফরে যাবার সময়ে একে একে সবার সাথে সাক্ষাৎ করে সবশেষে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সাথে সাক্ষাৎ করে সফরে বের হতেন। সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে নফল নামায আদায় করে সর্বাগ্রে কন্যা ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তারপর অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সন্তানদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আদর করতেন। মেয়ের বাড়ীতে যখনই তিনি যেতেন তখনই মেয়েকে বলতেন, ফাতিমা! আমার বাচ্চাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সন্তানদেরকে এনে রাসূলের কাছে দিতেন। আল্লাহর রাসূল নাতীদেরকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন- তাদের শরীরের গন্ধ নিতেন।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَاَمْلِكُ لَكَ اَنْ يَنْزِعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. (متفق عليه)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললো, আপনারা কি সন্তানের মুখে চুম্বন দিয়ে থাকেন? আমরা কিন্তু দেই না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে সন্তান বাৎসল্য উঠিয়ে নিয়ে গেলে আমি কি করতে পারি? (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মনে স্নেহ-বাৎসল্য আল্লাহরই দান, সুতরাং তোমার মনে স্নেহ স্থাপিত করার মত শক্তি আমার নেই। এই হাদীস রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে সন্তান-সন্তুতির প্রতি নির্দয় ও স্নেহহীনদের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার বাণী।

সন্তানকে শিক্ষা দেয়া

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌلَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ . (ترمذى)

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজ সন্তানকে একটি ইসলামী আদব শিক্ষা দেয়া আনুমানিক সাড়ে তিন শস্য সদকা প্রদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (তিরমিযী)

সন্তানকে তার পিতামাতা যথার্থ শিক্ষাদান করবে-এটা সন্তানের অধিকার। সন্তানের দৈহিক বৃদ্ধির প্রতি যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তার চেয়েও সহস্রগুণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তার শিক্ষার ব্যাপারে। তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান না করলে পিতার এবং মাতার সমস্ত পরিশ্রমই এক কথায় বৃথা। যে পবিত্র কামনা আশা আকাংখা নিয়ে মাতাপিতা সন্তান কামনা করে, তার কোন কিছুই পূরণ হবে না সন্তানকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দিলে।

সন্তানের অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো পিতামাতা তাকে অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা, ধৈর্য, মননশীলতা, উদারতা, রুচিশীলতা, সহানুভূতি, একাগ্রতা, উৎসাহ উদ্দীপনা, মমতার সাথে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেবে। সন্তানের এই অধিকার আদায় করার পরে মাতাপিতা সন্তানের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারেন যে, তাদের সন্তান এবার তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে। এবার তাদের সন্তান তাদের জন্যে মান-সম্মান, মর্যাদা ও শান্তি বহন করে আনবে। এবার তাদের সন্তান ইসলাম ও মুসলিম জাতির একজন সিপাহসালার হবে এবং কিয়ামতের দিন এই সন্তানই হবে মুক্তির মাধ্যম।

সন্তান যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অনুগত থাকে, ইসলামী আদর্শ পালনে একনিষ্ঠ হয়, সন্তান যেন নিজেকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচাতে পারে-এ ধরণের শিক্ষাদান মাতা পিতার উপরে ফরজ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মাতাপিতাই তার সন্তানকে উত্তম আচার ব্যবহার এবং আদব-কায়দা স্বভাব চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন দান দিতে পারে না। (তিরমিজী)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের সম্মান-মর্যাদা দাও এবং তাদেরকে উত্তম স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দাও।' সন্তানকে যতদূর সম্ভব চরিত্র সম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করা পিতামাতার কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে তার নিজস্ব চেষ্টা-সাধনা ও যত্নের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হলে চলবে না। মুমিন লোকদের তো অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারের ন্যায় এক্ষেত্রেও আল্লাহর উপরই নির্ভরতা স্থাপন করতে হয়। আল্লাহর কোরআন পিতামাতাকে তাদের সন্তানের জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবার উপদেশ এবং শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের অন্যান্য গুণের সঙ্গে এ গুণটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের প্রতি অনুগত মুসলিম মাতাপিতা তাদের সন্তানদের জন্যে কি ভাবে দোয়া করবে মহান আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا–

হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের দিক থেকে চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের নেতা বানাও। (সুরা ফুরকান)

'চোখের শীতলতা দান করো' মানে তুমি তাদের তোমার অনুগত ও আদেশ পালনকারী বানাও, যা দেখে চোখ জুড়াবে, দিল খুশী হবে। 'আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের নেতা বানাও' মানে তাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় কাজ-আল্লাহ্-রাসূলের আনুগত্যের কাজে আমাদের অনুগামী বানাও ও তাদের এমন নেতা বানাও যে, তারা দুনিয়ার মানুষকে সত্যের পথ, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করবে। বস্তুত কারো স্ত্রী ও সন্তান যদি আল্লাহ্র অনুগত হয়, আল্লাহর দ্বীন পালনে অগ্রহশীল হয় এবং সত্য পথের মুজাহিদ ও অগ্রনেতা হয়, তাহলে মুমিন ব্যক্তির চোখ সত্যিই শীতল হয়, হৃদয় ঠান্ডা হয়। কিন্তু ব্যাপার যদি তার বিপরীত হয়, স্ত্রী ও সন্তান হয় যদি আল্লাহর নাফরমান, তাহলে মুমিন ব্যক্তির পক্ষে তার চেয়ে বড় দুঃখবোধ হয় আর কিছুতেই হতে পারে না। এ কারণে পিতামাতার উচিত সব সময় সন্তানের কল্যাণের জন্যে তারা যাতে আল্লাহ্র নেক বান্দা হয়ে গড়ে ওঠে তার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

ইসলামে পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমধিক। জাহিলিয়াতের যুগে নারী ও কন্যা সন্তানের প্রতি যে অবজ্ঞা-অবহেলা ও ঘৃণার ভাব

মানব মনে পুঞ্জীভূত ছিল, তার প্রতিবাদ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে কন্যা সন্তানদের উন্নত ও ভাল চরিত্র শিক্ষাদানের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষত নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী হওয়ার জন্যে তাদের প্রতি পিতামাতার অধিক লক্ষ্য আরোপ করা কর্তব্য। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন– যে লোককে এই কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হবে, সে যদি তাদের প্রতি কল্যাণময় ব্যবহার করে তবে এ কন্যারাই তার জন্যে জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হবে। (বোখারী)

সন্তানের শিক্ষা দেয়া কখন থেকে শুরু হবে

প্রকৃত ব্যাপার হলো, সন্তান মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পরই সন্তানকে শিক্ষাদান শুরু করতে হবে। শিশু কথা বলতে না পারলেও তার চোখ বড়ই সজাগ। অবোধ শিশুর সামনে এমন কোন কথা, এমন কোন আচরণ মোটেও করা যাবে না- যে কথা বা আচরণ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে বলা যায় না, করা যায় না।

শিশুর দৃষ্টির সামনে যা ঘটে তার সব কিছুই শিশুর মন মানষিকতায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর। দৃষ্টির সামনে সে যা ঘটতে দেখবে, কানে যে শব্দ শুনবে, শিশু তাই করার চেষ্টা করবে এবং বলারও চেষ্টা করবে। সুতরাং বাচ্চা সন্তানের সামনে শুধু মাতা পিতাই নয়-পরিবারের বড় সদস্যদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কথাবার্তা আচার আচরণ করতে হবে। কোরআন হাদীস, ইসলামের বীর মুজাহিদ, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে শিশুর সামনে বড়রা যদি আলাপ আলোচনা করে তাহলে শিশুও তাই শিখবে।

কাদামাটি যে দিকে ইচ্ছে ঘোরানো যায়। যেমন খুশী তেমনভাবে কাদা মাটি দিয়ে আকৃতি তৈরী করা যায়। কাঁদা মাটি দিয়ে মানুষের অপূর্ব সুন্দর মূর্তিও নির্মাণ করা যায় আবার পশু প্রাণীর মূর্তিও নির্মাণ করা যায়। আপনার শিশুও কাদা মাটির ন্যায়। আপনি ইচ্ছে করলে তাকে মানুষ বানাতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে তাকে পশু প্রাণীতেও পরিণত করতে পারেন। মুসলিম মাতাপিতার দায়িত্ব হলো, শিশুর মন-মগজে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি একক। তার কোন অংশীদার নেই। কেউ তাকে সৃষ্টি করেনি বরং তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করেন।

সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু আছে-সব কিছুর সমস্ত প্রয়োজন তিনি পূরণ করেন। তিনি যে নবী পাঠিয়েছেন- কোরআন অবতীর্ণ করেছেন মানুষকে তাই অনুসরণ করতে হবে। কোরআন হাদীস ছাড়া মানুষের মুক্তি ও শান্তির কোন পথ নেই। করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয় নেতা, কোরআন আমাদের জীবন বিধান। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আমাদের জাতির পিতা-অন্য কেউ নয়।

আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানলে জাহান্নামে যেতে হবে। তার আইন ব্যতীত আর কারো আইন মানলে জাহান্নামে যেতে হবে। তার আইন ব্যতীত আর কারো আইন মানা যাবে না। কেননা তিনিই আমাদের একমাত্র রব বা প্রতিপালক। কোন শিশু কথা বলা শিখলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা ফোরকানের এই আয়াত শিক্ষা দিতেন–

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا–

যিনি যমীন ও আসমানসমূহের রাজত্বের মালিক। যিনি কাউকেই পুত্র বানিয়ে নেননি, যার শাসনে কারো বিন্দুমাত্র আংশ নেই, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার একটা তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (সূরা ফুরকান-২)

শিশু বয়সেই অর্থসহ সন্তানকে উক্ত আয়াত মুখস্থ করানো উচিত। শিশু যখন কথা বলতে শিখে সে সময়ে তাকে শিক্ষাদান সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিক্ষা দাও।

কেউ যদি ধারণা করে, কালেমা শুধু মুখস্থ করালেই রাসূলের আদেশ পালন করা হয়ে যাবে-এ ধারণা মারাত্মক ভুল। প্রকৃত ব্যাপার হলো, পবিত্র কালেমার পূর্ণ ব্যাখ্যাই হলো কোরআন এবং হাদীস। পুরো ইসলাম রয়েছে এই কালেমার মধ্যে। সুতরাং কালেমার শিক্ষা দিতে হবে সন্তানকে-এটাই উক্ত হাদীসের প্রকৃত দাবী।

শিশুকে প্রথম থেকেই পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখাতে হবে। কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা তাকে বোঝাতে হবে। নামাজের নিয়ম কানুন সন্তানকে শিখাতে হবে। সন্তানকে সাথে নিয়ে মসজিদে যেয়ে নামাজ আদায়

করতে হবে। তাহলে সন্তানের মধ্যে মসজিদে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত সন্তানকে মুখস্থ করাতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নীতিমালা অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস সন্তানদের মধ্যে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সৃষ্টি করতে হবে।

কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে উঠতে হবে, কিভাবে দাঁড়াতে হবে, কিভাবে খেতে হবে, খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে কি বলতে হবে, হাঁচি দিয়ে কি বলতে হবে, কিভাবে শুতে হবে ইত্যাদী সন্তানকে শিখাতে হবে। সন্তান বারবার ভুল করবে কিন্তু মাতাপিতাকে ধৈর্য হারা হলে চলবে না। বর্তমানে বাজারে ইসলাম সম্পর্কে শিশুদের জন্যে প্রচুর বই পাওয়া যায়। তা সংগ্রহ করে কোরআন, হাদীস, আল্লাহ রাসূল সম্পর্কে যে সমস্ত ছড়া ও কবিতা রয়েছে, তা মুখস্থ করিয়ে আবৃত্তি করাতে হবে। শিশু বয়সে সন্তানের মধ্যে যেন কোন অরুচিকর, দৃষ্টি কটু খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ শিশু বয়সের কোন অভ্যাস সহজে দূর হতে চায় না। অনেক মাতাপিতাকে বলতে শোনা যায়, বড় হলেই ওসব অভ্যাস চলে যাবে।

একথা ভুল। এখনই উপযুক্ত সময় শিশুর অভ্যাস থেকে খারাপ দিক সমূহ দূর করা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু ইবনে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম শিশু কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পিঠে প্রতিপালিত হয়েছেন। বড় হয়ে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন: আমি তখন ছোট ছিলাম। আল্লাহর রাসূলের কোলে থাকতাম। খাবার সময় আমার হাত প্লেটের চারপাশে ঘুরছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, পুত্র! বিসমিল্লাহ পড়ে ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও। ব্যাস, এরপর থেকে এটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হলো।

শিশুরা সাধারণত নানা ধরনের গল্পকাহিনী শুনতে অত্যন্ত পছন্দ করে। পরিবারের প্রবীন ব্যক্তি অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানী নাতীদেরকে অবান্তর কল্প কাহিনী শোনায়, রূপকথার গল্প, যাদুকরের আবাস্তব কাহিনী, জ্বীনের কাহিনী, কাল্পনিক ভূতের কাহিনী, দৈত্য দানবের অমূলক গল্প কাহিনী শোনায়। এ সব কাহিনী মুসলিম শিশু কিশোরদের শোনানো বা পড়ানো মোটেও উচিত নয়। ইসলাম বিরোধী যারা তারাই

এ সমস্ত কাহিনী বই আকারে লিখে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে, যেন মুসলিম শিশু বাল্যকাল থেকেই ভিন্ন চিন্তা চেতনায় বড় হয়। ইসলামী চিন্তা চেতনা যেন শিশুর মগজে প্রবেশ করতে না পারে। নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামের বীর মুজাহিদদের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এ সমস্ত ঘটনা সম্বলিত শিশুদের উপযোগী করে রচিত প্রচুর বই বাজারে রয়েছে। এব বই কিনে শিশুদেরকে পড়ে শোনান। যুদ্ধের ময়দানে কয়েকগুণ বেশী সৈন্য ও অস্ত্রের সামনে মুসলিম মুজাহিদ সামান্য সৈন্য আর দুর্বল অস্ত্র নিয়ে আল্লাহর উপরে নির্ভর করে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে কি ভাবে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন-এ সমস্ত কাহিনী সন্তানকে শোনাতে হবে। এতে করে সন্তানের মধ্যে মুসলিম হবার কারণে ঈমানী শক্তি, সাহস, বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। বদর যুদ্ধের ঘটনা, ওহুদ যুদ্ধের কাহিনী, তাবুক অভিযানের ইতিহাস, হুনাইন যুদ্ধের কাহিনী, ইয়ারমুক যুদ্ধের ঘটনা, মুসলিম শাসকদের ঘটনা, বীর মুজাহীদ উরুজ বারবাসার জীবনী, সুলতান গাজী সালাহউদ্দিনের জীবনী, বালাকোটের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস, সিপাহী বিপ্লবের গৌরব গাঁথা, টিপু সুলতানের জীবনী, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ইতিহাস, হাজী শরিয়তুল্লাহ, মুন্সি মেহেরুল্লাহ, শহীদ হাসান বান্না, শহীদ সাইয়েদ কুতুব ও মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর জীবনী সন্তানকে শোনান। তাহলে আপনার সন্তান আপনার আকাংখা অনুযায়ী বেড়ে উঠবে।

সন্তানের প্রতি নামাযের আদেশ

عَنْ عَمْرِبْنِ شُعَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْاهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِسِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. (ابوداؤد)

হযরত উমর ইবনে শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সন্তান সাত বছরের হলে তাদেরকে নামায পড়তে আদেশ করো এবং দশ বছর বয়সের সময় নামাযের জন্য প্রহার করবে এবং এই বয়সে তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তান সাত বছর বয়সে পৌঁছলে তাদেরকে নামায পড়ার পদ্ধতি, সূরা কিরআত, দোয়া ও দরূদ শিক্ষা দিবে এবং দশ বছরে পৌঁছে যদি নামায না পড়ে তবে প্রয়োজনে প্রহার করতে হবে। তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিবে যে, তোমাদের নামায না পড়া আমাদের অসন্তুষ্টির কারণ এবং এই বয়সে পৌঁছলে তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে। এক বিছানায় বা এক চৌকিতে একাধিক বালক শয়ন করবে না। এ বয়সের ছেলে-মা-বোনদের বিছানায় এবং মেয়ে বাপ-ভাইদের বিছানায়ও একত্রে শয়ন করবে না। পিতা মাতার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে সমাজ ও জাতিসমূহের কল্যাণ হবে।

সন্তানকে নামাযী তৈরি করুন। মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে নামায। নামাযের গুরুত্ব সন্তানকে বোঝান। আপনি নিজে নামাযের প্রতি যত্নবান হন, সময় মতো যত্নের সাথে নামায আদায় করুন, কোরআন তিলওয়াত করুন। প্রতিদিন কি শীত কি গরম ভোরে ফজরের নামাযের সময় উঠে আপনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করুন। আপনাকে দেখেই আপনার সন্তান শিখবে। অত্যন্ত সহনশীলতার মাধ্যমে সন্তানকে আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তুলুন। আপনি নামায, রোজা তথা ইসলামী অনুশাসনের ব্যাপারে যদি সামান্য অবহেলা করেন সেটা আপনার সন্তানের চোখে পড়বে এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে ক্ষতিকর। ইসলামের কোন ব্যাপারে যদি মিছিল, জনসভা, ওয়াজ মাহফিল, কোরআন তাফসির মাহফিলের আয়োজন করা হয়, সন্তানকে সাথে নিয়ে অংশ গ্রহণ করুন। আপনার সন্তানের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও ঈমানী জজবা বৃদ্ধি পাবে।

আপন সহোদর ভাই ছাড়া অন্য কোন সমবয়সিদের সাথে সন্তানকে এক বিছানায় শুতে দেবেন না। নানা ধরনের খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। সম্ভব হলে সন্তানের জন্যে পৃথক রুমের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, টেপরেকর্ডার ব্যবহার করেও সন্তানকে শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। কোরআন তিলওয়াত কোরআন-হাদীসের আলোচনা, ইসলামের উপরে নির্মিত চলচিত্র, নাটক, কোরআন তাফসিরের মাহফিল ভিসিআর, ভিসিডির মাধ্যমে টেপ রেকোর্ডারের মাধ্যমে সন্তানকে শোনানো ও দেখানো যেতে পারে।

সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতাকে কিয়ামতের ময়দানে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সন্তানকে কি ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে-এ প্রশ্ন করা হবে তার

অভিভাবককে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–আল্লাহ্ যে বান্দাহ্কেই বেশী অথবা কম লোকের তত্ত্বাবধায়ক বানান না কেন-কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে অধীনস্ত লোকদেরকে দ্বীনের উপর চালিয়েছিল না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশেষ করে তার গৃহের লোকদের ব্যাপারেও হিসেব নেবেন।

সন্তানকে পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. (ترمذى)

হযরত আবু আইয়ূব ইবনে মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পিতার পক্ষে তার সন্তানকে উত্তম আদবের শিক্ষা দানই উৎকৃষ্ট দান। অর্থাৎ সন্তানকে ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়াই পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানদের সাথে রহম করমপূর্ণ ব্যবহার কর এবং তাদেরকে ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও। (তারগীব ও তারহীব)

সন্তানকে উত্তম শিক্ষাদানকারী মাতাপিতার মর্যাদা অত্যন্ত বেশী। কিয়ামতের দিন মানুষ যখন মুক্তির চিন্তায় বিভোর থাকবে, তখন উত্তম শিক্ষাদান কারী পিতামাতা থাকবেন নিঃশংকচিত্তে। স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে সম্মান দিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়লো, শিখলো এবং তার উপর আমল করলো কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে নূরানী টুপি পরিধান করানো হবে। সূর্যের আলোর মতো তার আলো হবে এবং তার মাতা-পিতাকে এমন মূল্যবান দু'টি পোশাক পরানো হবে যার মূল্য সমগ্র দুনিয়াও হতে পারবে না। তখন মাতা-পিতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ পোশাক তাদেরকে কিসের বিনিময়ে পরিধান করানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের পুত্রের কোরআন হাসিলের বিনিময়ে এটা পরিধান করানো হচ্ছে।

ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কে যে সমস্ত মাতাপিতা তাদের সন্তানকে শিক্ষাদান করেছেন তাদের মর্যাদা অত্যন্ত বিশাল। একাধিক হাদীসে তাদের সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে–যে কোরআনের জ্ঞান হাসিল করলো এবং তার উপর আমলও করলো তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরানো হবে। যার আলো সে সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী উত্তম হবে যে সূর্য দুনিয়ার ঘরগুলোকে আলোকিত করে থাকে। তাহলে যারা আমল করেছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি তা বলো। (আবু দাউদ)

আপনার সন্তানের সর্বাঙ্গীন জীবন তখনই সুন্দর ও সফল হবে, যখন আপনি তাকে নিজের জীবন আদর্শ ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবেন। সন্তানের জীবনকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে সফল বানানোর জন্য প্রয়োজন হলো আপনাকে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অসাধারণ মনোযোগ দিতে হবে। চরম হিকমত, একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা, ধৈর্য ও স্থৈর্যের দৃষ্টিতে যেমন সমাজের দৃষ্টিতেও তেমনি মর্যাদাকর। এর বদৌলতে আপনি দুনিয়াতেও মান-মর্যাদা ও সুনাম পাবেন এবং আখিরাতেও মান-মর্যাদার অধিকারী হবেন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম তোহফা হলো আপনি তাকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসজ্জিত করবেন।

সন্তানের ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদকায়ে জারিয়া। আপনার কাজের সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি সুসন্তান রেখে যান, তাহলে মৃত্যুর পরে আপনার আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানকে প্রশিক্ষণের অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উম্মাতকে এ দায়িত্বের প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্য হলো, উম্মাতের কোন গৃহেই যেন সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করা না হয়। উদ্বুদ্ধ করণের সাথে সাথে তিনি এ ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন, যে সকল মাতা-পিতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মাতা-পিতার জন্য ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের সাথে রহম-করমপূর্ণ ব্যবহার এত গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতপর উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কথা

বলেছেন। সন্তানদের সাথে রহম-করমের ব্যবহার করার অর্থ হলো তাদের মান-মর্যাদার প্রতি চরমভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সাথে এমন আচরণ বা কথা বলা যাবে না যাতে তাদের অহংবোধে আঘাত লাগে এবং তারা নিজেদেরকে নীচু ভাবতে থাকে। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময়ই এ ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং শিশুর মর্যাদা ও অহংবোধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবকালই উত্তম সময় যখন আপনি শিশুর মন-মস্তিষ্কে আপনি যে ধরনের ইচ্ছা সে ধরনের ছবি এঁকে দিতে পারেন। এ ছবি বা চিত্র আজীবন চরিত্র ও কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিশুর ভাঙ্গা-গড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে।

সন্তানের শিক্ষক পিতামাতা বা অন্য যে কেউ হোক না কেন, তিনি যদি শিশু বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাহলে সন্তানের জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। শিশু বা কিশোর সন্তান যদি পড়া না পারে, কোন কাজ করতে দিলে না পারে, তাহলে তাকে পরম ধৈর্যের সাথে সেটা না শিখিয়ে যদি তিরস্কার করে বলা হয়, তুমি একটা অকর্মা, তুমি অপদার্থ, কোন কাজেরই না, তোমার মতো অকর্মা দিয়ে এ কাজ হবে না, তোমাকে দিয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এসমস্ত কথা বলা মারাত্মক ভুল।

আপনিই চিন্তা করুন যে, মাতা-পিতা অথবা শিক্ষকের ভুল কর্মপদ্ধতির ফলে শিশুর মস্তিষ্কে যদি এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সে দুর্বল, অকেজো এবং নীচ। সে এমন যোগ্য নয় যে, তার সাথে ভালোভাবে কথা বলা যায়। সে এমন নয় যে, তার সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা যায়। সে এমন নয় যে, তার উপর আস্থা এনে কোন কাজ ন্যস্ত করা যায়-তাহলে আপনিই বলুন, তার মধ্যে উচ্চ আশা, অহংবোধ সাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণ কি করে সৃষ্টি হতে পারে! আর এ ধরনের শিশু ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য কিভাবে বড় কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে!

মাতা-পিতাকে নিজের কথা-বার্তা এবং কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যাদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের শিক্ষার ভার দেয়া হবে তাদের ব্যাপারেও বিশ্বাস থাকতে হবে। শিশুর অহংবোধ এবং মর্যাদাবোধ এক মৌলিক শক্তি। এ শক্তি যদি আহত হয় তাহলে শিশুর মধ্যে ভীরুতা, নীচতা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার নৈতিক দোষ সৃষ্টি হয়- আর এ ধরনের শিশুদের থেকে ভবিষ্যতে কোন বড় কাজ আশা করা যায় না।

প্রতিটি মাতাপিতাই তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখতে আশাবাদী। তারা সন্তানকে নিয়ে এ চিন্তাই করেন-কিভাবে তার কলিজার টুকরার ভবিষ্যৎ জীবন হবে কুসুমাস্তীর্ণ। এ লক্ষে পিতামাতা তাদের কর্ম তৎপরতা পরিচালিত করেন। ইসলাম ও এব্যাপারে মানুষকে বারবার তাগিদ দিয়েছে। পিতামাতাকে ইস্‌লাম নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেন তাদের সন্তানের সর্বাঙ্গীন সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যাৎ নির্মাণে প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালান।

সন্তান পৃথিবীতে নাম করা একজন হবে, প্রচুর অর্থবিত্তের অধিকারী হবে-এটাই কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নয়। মুসলিম পিতামাতা যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে সন্তান কামনা করেন-এই উদ্দেশ্যের সাথেই ওত প্রোতভাবে জড়িত যে, তার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কি।

ইসলাম সন্তান সম্পর্কে যা বলেছে, সেটা অনুধাবন করে মাতাপিতাকে ভাবতে হবে, আপনি কেমন সন্তান চান এবং সন্তানের ব্যাপারে আপনার মনের কামনা বাসনা কি। আপনার সন্তানের জন্য আপনি কি ধরনের দোয়া করেন। আপনি সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনে মনে যে চিত্র তৈরী করেছেন, যে স্বপ্ন দেখছেন আপনার স্বপ্নের সাথে ইসলামের আদেশের কোন গড়মিল আছে কিনা। এ ব্যাপারে মাতাপিতাকে সচেতন থেকে সামনের দিকে পা বাড়াতে হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ শুধু এ নয় যে, আপনার সন্তান সচ্ছল হবে। তারা উঁচু ডিগ্রীধারী এবং বড় বড় পদ লাভ করবে। ভোগ-বিলাসের সকল বস্তু তাদের নিকট থাকবে। দুনিয়ার মান-মর্যাদা এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হবে। প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং উন্নত ধরনের গাড়ী থাকবে।

আপনি আপনার সন্তানের জন্য এ সব আকাঙ্ক্ষা করবেন, অথবা তা হাসিলের জন্য সাহায্য করবেন, ইসলাম তাতে বাধা দেয় না। অবশ্য ইসলাম আপনার মস্তিষ্কের এ প্রশিক্ষণ দিতে চায় যে, আপনার দৃষ্টি যেন শুধু এ সব বস্তুতেই সীমাবদ্ধ না থাকে এবং আপনি যেন এ সব বস্তুকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ মনে করতে না থাকেন। আপনার এ আশা অপছন্দনীয় নয় যে, আপনার সন্তান উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, উচুঁ পদ লাভ করুক, ভোগ-বিলাসের সম্মান লাভ করুক এবং বস্তুগত দিক থেকে সফল হোক। এ সবের জন্যও আপনার চেষ্টা অপছন্দনীয় নয়। অপছন্দনীয় হলো, এ দুনিয়া বা বস্তুগত সাফল্যকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া এবং সন্তানের দ্বীন ও আখলাক থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া।

মুসলমান মা কোন সময়ই এ সত্যকে যেন মস্তিষ্ক থেকে বের করে না দেন যে, প্রকৃত জীবন হলো আখিরাতের জীবন এবং ঈমান থেকে গাফিল থেকে সে জীবন লাভ কখনোই সম্ভব নয়। আপনার সন্তানের শানদার ভবিষ্যত হলো সে দ্বীনি শিক্ষায় সজ্জিত হোক। দ্বীনের ব্যাপারে তারা গভীরতা লাভ করুক। তারা পবিত্র চরিত্র এবং ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধি হোক। সামাজিক দায়িত্ব পালনে তারা অগ্রগণ্য হোক। তাদের জীবন পবিত্র, আল্লাহ্ভীতি এবং পরহেজগারীর নমুনা হোক। মাতা-পিতার অনুগত ও খিদমত গুজার হোক। বস্তুগত জীবনের উঁচু উঁচু পদে সমাসীন থেকেও দ্বীনে হকের সত্য প্রতিনিধি এবং অকপট খাদেম হোক। আপনি আপনার সন্তানকে এমনভাবে গড়ুন, যেন সে কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং সেখানে বসে ইসলামী নীতিমালা সমাজ ও দেশে বাস্তবায়িত করতে পারে।

বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহে নেতৃত্বের আসনে যারা বসে আছেন, তারা অধিকাংশই ইসলাম বিরোধী। যদিও তারা নামে মুসলমান। তারা ইসলামী ধ্যান ধারণা, শিক্ষা প্রশিক্ষণের পরিবর্তে বাল্যকাল থেকেই লাভ করেছে ইসলামের বিপরীত চিন্তা চেতনা শিক্ষা প্রশিক্ষণ। ফল যা হবার তাই হয়েছে। এই নামধারী মুসলিম নেতৃবৃন্দ হয়েছেন ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতের পুতুল।

মাতাপিতা মৃত্যুর পরেও সওয়াব পাবেন

মাতাপিতা তাদের সন্তানকে এমনভাবে গঠন করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, যে সন্তান মাতাপিতার ইন্তেকালের পরে নিজের জীবন পরিচালনা করলো ইসলামের আদেশ অনুসারে। অন্য মানুষকেও ইসলামের দিকে দাওয়াত দিল, যাবতীয় কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ড সন্তান করতে থাকলো। এ সন্তানের কারণে ইন্তেকালের পরেও মাতাপিতার আমলনামায় সীমাহীন সওয়াব জমা হতে থাকবে। মানুষ মৃত্যু বরণ করার সাথে সাথেই মানুষের সমস্ত আমল শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামী আদর্শে আদর্শবান সন্তানের এত বড় মর্যাদা যে, তার কারণে তার মরহুম মাতাপিতার আমল নামায় সওয়াব লেখা হতে থাকে। এ ধরনের সন্তানই হলো সদকায়ে জারীয়াহ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ. (مسلم)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ (এ সবের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকে)। কাজ তিনটি হলো, এমন ছাদকাহ প্রদান যা তার পরও অব্যাহত থাকে। অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে যান যে তারপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকেন। অথবা এমন নেক সন্তান রেখে যান যে,মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, যখন মৃত মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।

সুতরাং সন্তানকে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যে সন্তান মানবতার কল্যাণ সাধন করবে। যে সন্তান আল্লাহর পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠাই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করবে। তাহলে এমন ধরনের সন্তান কিয়ামতের ময়দানে মুসিবতের দিনে জান্নাতে যাবার কারণ হবে। আর মাতাপিতা সন্তানকে যদি মস্তান, সন্ত্রাসী, বেদ্বীন, নাস্তিক, মানুষের বানানো আইন-কানুনে বিশ্বাসী হিসেবে গঠন করে, সেই সন্তানের কারণে যতবড় পরহেজগার পিতামাতাই হোক না কেন, তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে।

সন্তানের কারণে অর্থ-সম্পদ ব্যয়

অর্থোপার্জন বা জীবিকার ব্যবস্থা করার কঠিন দায়-দায়িত্ব মহান আল্লাহ পুরুষ জাতির উপরে অর্পণ করেছেন। পুরুষকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সৃষ্টিও করেছেন সেভাবেই। জীবন ধারণের জন্যে যাবতীয় বস্তুর সরবরাহের দায়িত্ব পুরুষের। নারীকে মহান আল্লাহ এ সমস্ত ঝক্কি ঝামেলা হতে মুক্ত রেখেছেন। নারীর মর্যাদার কারণেই নারীকে জীবিকার্জনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি।

অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব সন্তান প্রতিপালন করা। এ দায়িত্ব যেন সে পালন করতে পারে সে যোগ্যতা দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে সৃষ্টিই করেছেন যার যার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের উপযোগী করে। পুরুষের দায়িত্ব সে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করবে। নারী তার দায়িত্ব পালন করে যদি সময় সুযোগ পায় তাহলে উপার্জন করবে নতুবা নয়।

সন্তান গর্ভে আসার পরপরই তার জন্যে পিতার খরচ শুরু হয়ে যায়। মা'কে ডাক্তার দেখানো, ঔষধ পথ্যাদি, উত্তম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। ডেলিভারি হবার সময়ে খরচ, মা ও সন্তানের সে সময়ে যত কিছুর প্রয়োজন এ সব কিছুর ব্যয় ভারই পিতা বহন করবে। সন্তানের জন্যে ফিতরা দানকরা পিতার উপরে ওয়াজিব। এক কথায় সন্তান জীবিকা অর্জনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত সন্তানের যাবতীয় খরচ বহন করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

মহান আল্লাহ পিতার হৃদয়ে পিতা সুলভ মমতার অসীম আবেগ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে দিয়ে পিতার ও সন্তানের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। পিতা হিসেবে একজন মানুষ তার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ সন্তানের জন্যে ব্যয় করবে শুধু মাত্র এই ধারণার কারণে সন্তানের অধিকার আদায় করা ছিল অসম্ভব। সন্তানের প্রতি অসীম প্রেম ভালবাসা মায়া-মমতা পিতার অন্তরে আল্লাহ যদি সৃষ্টি না করতেন তাহলে কোন পিতাই বোধ হয় একটি পয়সাও সন্তানের পেছনে ব্যয় করত না।

সন্তানের জন্যে পিতা অত্যন্ত উদারতার সাথে খরচ করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের রক্ত পানি করে পিতা অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ সন্তানের পেছনে ব্যয় করার পরে পিতা যখন সন্তানকে হাসিখুশী দেখতে পায় তখন পিতার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়। বেহেশতি আনন্দে পিতার মন-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

অমুসলিম পিতা সন্তানের পেছনে অর্থ ব্যয় করে পৃথিবীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে, আর মুসলিম পিতার দৃষ্টি থাকে আখিরাতের দিকে। সন্তানের পেছনে যে ব্যয় তা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। হযরত আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهٗ صَدَقَةٌ–

যখন কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং পরকালে সওয়াব পাওয়ার জন্যে পরিবার পরিজনের উপর ব্যয় করে তাহলে তার এ ব্যয় (আল্লাহর দৃষ্টিতে) ছাদকা হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

একজন মুসলমানের সকল কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকে একটিই নিয়ত তাহলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং মুসলিম পিতা সন্তানের জন্যে খরচ করে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

সন্তানের জন্যে ব্যয় সর্বোত্তম ব্যয়

মানুষকে মহান আল্লাহ যে সম্পদ দান করেছেন, সে সম্পদের প্রথম হকদার হলো তারই সন্তান। মাতপিতার সম্পদে সর্বপ্রথম যার অধিকার সে হলো তাদেরই কলিজার টুকরা সন্তানের। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো বর্তমানের এই যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে এমন এক পশুস্তরে নামিয়ে দিয়েছে যে, মানুষ নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্যে ব্যয় করতে চায় না। এ ব্যাপারে তারা ভীষণ কার্পণ্য করেন। তাদের বক্তব্য হলো, কি হবে এই অবাধ্য ছেলেমেয়ের জন্যে অর্থ ব্যয় করে।

সুতরাং তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ কোন প্রতিষ্ঠানের নামে দান করে দেন। পশ্চিমা দেশ সমূহে তো অর্থ সম্পদ হতে সন্তান সন্ততিকে বঞ্চিত করে বাড়িতে সখ করে যে সমস্ত কুকুর বিড়াল পোষা হয়, সে সমস্ত কুকুর বিড়ালের নামে অর্থ সম্পদ দান করা হয়। মাতাপিতা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, সে অর্থ তারা ক্লাবে বা পার্টিতে অকাতরে ব্যয় করেন। কিন্তু তাদেরই কিশোর সন্তান-চাঁদের মতো ফুট ফুটে সন্তান মাত্র একটি ডলারের জন্যে কোন রেষ্টুরেন্ট বা হোটেলে বয়-বেয়ারার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, কন্যা নিজের নারীত্ব অর্থের জন্যে বিলিয়ে দিচ্ছে। এ দিকে মাতাপিতার দৃষ্টি নেই।

কিন্তু মুসলিম মাতাপিতার প্রতি ইসলামের কঠোর নির্দেশ, সন্তানের জন্যে ব্যয় করো। সর্ব প্রথম সন্তান-সন্ততির জন্যে ব্যয় করো, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করো। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তাহলে অন্যস্থানে দান করো। মুসলিম মাতাপিতার কাছে এটা ইসলামের দাবী। নিজের সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাদের জন্যে অর্থ ব্যয় না করে, তাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী করে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে, মসজিদ, মাদ্রাসায়, স্কুলে বা অন্য কোন ব্যাপারে দান খয়রাত করে, তার সে দান খয়রাত ইসলাম মোটেও পছন্দ করে না।

দান খয়রাত করতে করতে অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে, নিজের সন্তানের জন্যে ব্যয় করার মতো অর্থ থাকবে না-আল্লাহর নবী এটা পছন্দ করতেন না। আপনি কোন সৎপথে দান করছেন-অথচ আপনার সন্তানের চিকিৎসার টাকা নেই, তার স্কুলের বেতন বাকী, তার পোষাক নেই, এ অবস্থা ইসলাম মেনে নেয় না। আপনি নিজের সুখ্যাতির জন্যে নিজের নাম চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে, অথবা আপনার ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জন্যে অবারিত হস্তে অর্থ ব্যয় করবেন। আর আপনার সন্তান পেটপুরে খেতে পারবে না, কষ্টে জীবন-যাপন করবে-এটা আল্লাহ তায়ালা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবেন।

আপনি সর্ব প্রথম আপনার অর্থ সম্পদ হতে আপনার সন্তানের হক আদায় করবেন। নিজের আরাম আয়েশের পরিবর্তে সন্তানের আরাম আয়েশের দিকে নজর দিবেন। এ সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশ হলো–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ–

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম ছাদকা তার যার পরও স্বচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের উপর খরচ করো যাদের ব্যয়ভার বহন তোমাদের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে। (বুখারী)

কার্পণ্যতা ইসলামে ঘৃণার বিষয়। অর্থসম্পদ থাকলে তা অবশ্যই বৈধ পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান সাদকা করতে হবে। দান সাদকা করা কোরআন হাদীসের নির্দেশ। কিন্তু এ দান সাদকা নিজের পরিবার পরিজনদেরকে উপোস করে নয়। মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে সন্তান-সন্ততির জন্যে। সন্তান-সন্ততির জন্যে ব্যয় করেও মানুষ তৃপ্তি পায়, অনাবিল আনন্দ অনুভব করে।

কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় তথা বস্তুবাদী সভ্যতা যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে এ আনন্দ নেই। মাতাপিতার মন থেকে সন্তানের প্রতি ব্যয়ের আনন্দ মুছে গিয়েছে। ইসলাম তার অনুসারীদের মনে এ আনন্দ জাগরুক রাখার জন্যে কঠিনভাবে নির্দেশ দিয়েছে। মাতা পিতা যদি সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাহলে এটাই তাদের ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যাদের খাওয়া পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গুনাহ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

নাছায়ী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব কারো উপরে বর্তে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড়গুনাহ হবে।

নিজের সন্তান হোক বা অন্য কেউ হোক, কোন ব্যক্তি যদি সামর্থ থাকার পরও তার অধীনস্থদের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী। যদি কোন ব্যক্তিই ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের অপরাধ করে, আদালতে আখিরাতে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যাদের ইসলাম সম্পর্কে তেমন জ্ঞান নেই। এদের ধারণা ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করলে সওয়াব হবে। এরা অনেক ক্ষেত্রে নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও অধিনস্থদেরকে অভাবে রেখে নানা ভালো কাজে সওয়াবের আশায় দান করে। এ ধরনের কাজ ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অর্থ হচ্ছে সেটি, যা সে ব্যয় করে তার পরিবারবর্গের জন্যে, যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্যে এবং যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী-সাথীদের জন্যে।

এ হাদীসে প্রথমেই সন্তান-সন্ততির জন্যে যে অর্থ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে তাই হচ্ছে সর্বোত্তম অর্থ-টাকা-পয়সা। আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক আশরাফী যা তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেছ, এক আশারাফী যা তুমি কোন গোলামের গোলামী থেকে মুক্তির জন্যে খরচ করেছ, এক আশরাফী যা তুমি কোন গরীবকে ছাদকা হিসেবে দিয়েছো এবং এক আশরাফী যা তুমি নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করেছো। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছওয়াব সে আশরাফীর যা তুমি নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করেছো।

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, মানুষ যত ভালো কাজেই অর্থ ব্যয় করুক না কেন, এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী সওয়াব হলো নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্যে অর্থ ব্যয় করা, এটাই সর্বোত্তম ব্যয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে– সবচেয়ে উত্তম আশরাফী সে আশরাফী যা মানুষ নিজের

সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করে থাকে এবং সে আশরাফী যা মানুষ আল্লাহ্র সওয়ারীর জন্য খরচ করে এবং সে আশরাফী যা মানুষ আল্লাহ্র পথের সঙ্গীদের জন্য খরচ করে। আবু কালাবা (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করা থেকে শুরু করেন এবং বলেন, সে ব্যক্তি থেকে বেশী ছওয়াব ও পুরস্কার কে পেতে পারে যে নিজের ছোট ছোট সন্তানের জন্য খরচ করে। যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে হাত পাতা থেকে বাঁচায় এবং সচ্ছল অবস্থায় বানিয়ে রাখেন। (জামে তিরমিজী)

বস্তুত মানুষ স্বাভাবিক কারণেই, তার মনের তাগিদেই পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্যে অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ জন্যে বিশেষ কোন যুক্তি বা দলীলের প্রয়োজন হয় না। তবুও ইসলাম এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিয়েছে এ কারণে যে, শয়তান মানুষকে যেন এ দায়িত্ব পালনে করতে না পারে, বিভ্রান্ত করতে না পারে। পিতামাতা কতদিন পর্যন্ত সন্তানের যাবতীয় খরচ বহন করবে-এটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত হলো, পুত্র সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সন্তান পূর্ন বয়স্ক হলেও যদি সে শারীরীকভাবে উপার্জনে সক্ষম না হয়, উপার্জনের পথ পেতে দেরী হয়-এসব ক্ষেত্রেও সন্তানের ব্যয়ভার পিতাই বহন করবে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল মাধ্যমে দুনিয়া তলব করলো, যাতে নিজেকে অন্যের নিকট হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করলো এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করলো সে কিয়ামতে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যেন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করছে এবং যে ব্যক্তি হালালভাবে এ জন্য দুনিয়ায় অর্জন করেছে যে, অন্যদের চেয়ে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হবেন। (বায়হাকি)

নিজের পরিবার পরিজন, সন্তানের জন্যে ব্যয় করা অত্যন্ত মর্যাদা ও সওয়াবের ব্যাপার। মহান আল্লাহ এ সম্মান ও মর্যাদা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যেই নির্ধারিত করে দেননি। স্বামীর বর্তমানে হোক অথবা অবর্তমানে হোক সামর্থ্যবান নারী তার সন্তানের জন্যে অর্থ ব্যয় করতে পারে। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে চাকরি করে, বাড়িতে বসে কোন হাতের কাজ করে নারী অর্থ উপার্জন করতে পারে। সে অর্থ নারী তার সন্তান, মা, বোন, ভাই বা অধিনস্থদের জন্যে ব্যয় করলে আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময় অবশ্যই দিবেন। শুধু তাই নয়-এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সওয়াবের অধিকারী হবে। কেন না সে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছে, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের কারণে তার সওয়াবও অতিরিক্ত হবে। হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আছে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আবু সালমার পুত্রদের উপর ব্যয় করার জন্য সওয়াব পাবো? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা অভাবগ্রস্তের মত পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তারা তো আমারও পুত্র। তিনি বললেন, হাঁ তুমি তাদের উপর যে ব্যয় করবে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ববান মাতা। তার স্বামীর নাম ছিল হযরত আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি ওহুদের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। আরোগ্য লাভ করেননি। পরে শাহাদাতবরণ করেন। তিনি চারটি শিশু সন্তান রেখে যান। হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পরে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তার পূর্বের স্বামীর সন্তানের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম স্বামীর সন্তান তাঁর কাছেই তিনি রাখতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরে তিনি সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ইসলামের কারণে তাঁকে স্বামী ও শিশু সন্তানের কাছ থেকে প্রায় একবছর বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অসীম। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরামর্শ দিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সন্তানের ব্যাপারে তার চিন্তা চেতনা মুসলিম নারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত পথ দেখাবে।

সন্তানের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার

পিতামাতার জন্যে সন্তান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ এবং আমানত বিশেষ। সর্বোত্তম আচার ব্যবহার দিয়ে এ আমানতের হক আদায় করতে হবে। আমানতকে নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। সন্তানের সাথে মধুর ব্যবহার না করলে সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের সাথে মাতাপিতাকে এমন সুন্দর আচরণ করতে হবে যে, তারা যেন পৃথিবীতে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয় এবং পরকালে সে আপনার কল্যাণে আসে।

মাতাপিতা সন্তানের সাথে গভীর মমতা নিয়ে মেলামেশা করবে। সন্তানের ইচ্ছা, আবেগ অনুভূতির মর্যাদা দেবে, তাদেরকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যে ব্যবহারের কারণে তাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাদের আত্মসম্মান ও অহংবোধে আঘাত লাগে। শিশু সন্তান মাতাপিতার আদোর স্নেহ ভালোবাসার মুখাপেক্ষী, তারা মমতা পাওয়ার আশায় মাতাপিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবোধ শিশু এমন অনেক কিছুই করে, অনেক কথা বলে যা মাতাপিতার পছন্দ নয়। এ সমস্ত কারণে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। আদোরের সাথে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিশু-শিশু সুলভ আচরণই করবে এটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় সে বাড়ির মূল্যবান আসবাবপত্রের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু এ কারণে কোন ক্রমেই শিশুর সাথে কষ্টকর আচরণ করা যাবে না।

শিশুকে মিথ্যা প্রলোভন দেখানো

শিশুকে অমূলক কোন ভয়, শিশুর সাথে মিথ্যে কথা বলা যাবে না। আপনি হয়ত বললেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, না হলে তোমার খাবার বিড়াল এসে খেয়ে নেবে। আবার বললেন, একা একা বারান্দায় যেও না, ওখানে বাঘ আছে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো, নইলে ভূত এসে ভয় দেখাবে।

এ সমস্ত মিথ্যে ভয় দেখাবেন না। যদি দেখান তাহলে আপনারই কারণে আপনার সন্তান মিথ্যেবাদী হবে, ভীতু হবে। কেন না আপনার কাছে থেকেই সে মিথ্যে কথার ছবক পাচ্ছে। আপনি শিশুকে বললেন, এখন যদি পড়তে বসো তাহলে তোমাকে একটা সুন্দর খেলনা কিনে দেবো। অথবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। অথবা আপনি নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শিশুকে বললেন, ঐ কাজটা করো তাহলে আমার হাতে মিষ্টি আছে। তোমাকে দেবো।

সরল বিশ্বাসে আপনি যা বলবেন আপনার শিশু তাই করলো। কিন্তু আপনি যে কথা শিশুকে বললেন সে কথা অনুযায়ী কাজ করলেন না। আপনি আপনার সন্তানের সাথে প্রতারণা আর ধোকাবাজী করে তাকেও প্রতারণা আর ধোকাবাজীর ছবক দিলেন। আপনি যা পারবেন না তেমন কোন কথা বা ওয়াদা সন্তানের সাথে করবেন না। মনে রাখবেন, আপনার যাবতীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ করবে আপনার শিশু। এমন আচরণ করবেন না, যাতে পরিশেষে আপনাকেই আফসোস করতে হয়। তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় শিশুর সাথে রাগারাগি বা চিৎকার করবেন না। শিশুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবেন না। তাদেরকে অকর্মা, অপদার্থ ইত্যাদী বিশেষণে বিশেষিত করবেন না। আপনি আপনার শিশুকে তার ইচ্ছা-স্বাধীনতা অনুযায়ী চলাফেরা করতে দিন। এতে করে আপনার সন্তান সাহসী হবে, স্বাধীনচেতা হবে, তার আত্মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

শিশু কোন কাজ করলে আপনি তাকে আরো উৎসাহ দিবেন। এতে করে তার মধ্যে কর্মের স্পৃহা জাগবে। শিশুর প্রশংসা করবেন, শিশুর সামনে অন্যের প্রশংসা করবেন, এতে করে আপনার শিশু নিজের এবং অন্যের মূল্য উপলব্ধি করতে শিখবে। শিশুর কোন কাজের সমালোচনা করবেন না এতে করে শিশু হীনমন্যতায় ভুগবে। শিশুর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন, শিশুর সামনে ঝগড়া করবেন, এতে করে আপনার শিশু নিষ্ঠুর এবং কলহপ্রিয় হবে। আপনি শিশুর প্রতি রহম করুন আপনার শিশুও বড় হয়ে আপনার প্রতি রহম করবে। শিশুকে এমন পরিবেশ দান করুন, শিশু যেন সর্বদা হাসিখুশী থাকতে পারে।

আপনি আপনার সন্তানের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করবেন এতে আপনার শিশু অপরাধী হবে। পরিশেষে আপনিই শিশুর উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে যত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ, অপরাধী, খুনী, চোর ডাকাত সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তাদের শিশু কাল সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, মাতাপিতার কোন ভুলের কারণেই তাদের সন্তান আজ এই পরিণতি লাভ করেছে।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় যখন হিজরতের আদেশ হলো তখন কিছু সংখ্যক মানুষ ইচ্ছে থাকার পরেও তাদের সন্তান ও স্ত্রীর বাধা দেবার কারণে হিজরত করতে পারেনি। স্ত্রী ও সন্তানদের বক্তব্য ছিল, তুমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছো-আমাদের আদর্শ ত্যাগ করেছো, সেটা আমরা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছি। এখন আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে, তা আমরা হতে দেবো না।

এভাবে স্ত্রী, সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রবল বিরোধীতার কারণে অনেকেই হিজরত করতে পারেননি। পরবর্তীতে এই মানুষগুলো যখন মদীনায় যাবার সুযোগ লাভ করলো তখন তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, তাদের পূর্বে যারা হিজরত করে মদীনায় রাসূলে পাকের কাছে আসতে পেরেছে, ইতোমধ্যে তারা নবীর সান্নিধ্যে থেকে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে সফলতা অর্জন করেছে। ঐ লোকগুলো তাদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

এ অবস্থা দেখে তাদের মন বিষাদে ছেয়ে গেল। তারা দোষ চাপালো তাদের স্ত্রী ও সন্তানের উপর। তাদের ধারনা হলো, এই স্ত্রী ও সন্তানদের বাধা দেয়ার কারণে তারা সে সময় হিজরত করেনি। ফলে তারা নবীর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়নি। অতএব সমস্ত দোষ স্ত্রী আর সন্তানদের।

প্রচন্ড রাগে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার সংকল্প ব্যক্ত করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের বোকামী তাদের কাছে ধরিয়ে দিলেন।

তাদেরকে বলা হলো, তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মূর্খতার কারণে হিজরতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছো, কিন্তু কেন তোমরা সে সময়ে ইসলামের দাবীকে অগ্রধিকার না দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলে। এ বোকামী তোমাদেরই এ জন্য দায়ী তোমরাই। সুতরাং আগামীতে স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে অবশ্যই তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

কিন্তু একথা স্মরণে রাখবে, তোমরা তোমাদেরই বোকামীর কারণে পরিবারের সদস্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, আল্লাহ সেটা পছন্দ করবেন না। তুমি তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করবে এটাই আমার নির্দেশ। মহান আল্লাহ ক্ষমা করেন এবং তিনি ক্ষমাকারীদেরকে ভালোবাসেন। তোমরা যদি কামনা করো, আল্লাহর কাছ থেকে তোমরা রাহমাত এবং মাগরিফরাত পাবে, তা হলে সন্তানদের সাথে স্নেহ মমতা ভালোবাসার ব্যবহার করো। তাদের ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যাপারে ধৈর্য শীল হও, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাদের প্রতি রহম দিল হও।

পবিত্র কোরআন শরীফে সুরায়ে তাগাবুনে উল্লেখিত কথাগুলো মহান আল্লাহ মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং শিশুর সাথে মাতাপিতা উত্তম আচরণ করবে, তাহলে বিনিময়ে সন্তান প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

প্রত্যেক সন্তানের প্রতি সমতা রক্ষা করা

সন্তানের সাথে শুধু ব্যবহারই নয়-প্রতিটি সন্তান-সন্ততির সাথে একই রূপ আচরণ করতে হবে। পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ তারা আইন অনুসারে লাভ করবে। কিন্তু পৃথিবীতে মাতাপিতা সন্তানদেরকে যখন কোন উপহার, পোষাক, খাবার দিবে তখনও সমানভাবে দিতে হবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন; তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরতা সংস্থাপন কর, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝেই ইনসাফ রক্ষা করো।

পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সর্বতোভাবে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা-প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের মধ্যে সাম্য কায়েম ও রক্ষা করা।

সন্তান যদি দেখে তাদের মাতা পিতা তাদের সাথে ইনছাফ করছে না এতে তাদের মন মানষিকতা ভেঙ্গে যাবে। মাতাপিতার উপরে তাদের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হবে। তারা বড় হয়ে ইনছাফ করা শিখবে না। কারো মধ্যে তারা ন্যয়নীতিও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهٗ مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ. (متفق عليه)

নোমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি তোহফা দিয়েছিলেন। এতে (আমার মা) উমরাহ্ বিনতে রাওয়াহা বললেন, তুমি যদি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে সাক্ষী বানাও তাহলে আমি রাজী হবো। অতপর আমার পিতা আল্লাহর রাসূলের নিকট এলেন এবং বললেন, উমরাহ বিনতে রাওয়াহার পক্ষ থেকে আমার যে পুত্র রয়েছে তাকে

আমি একটি তোহফা বা উপঢৌকন দিয়েছি। এতে উমরাহ্ আপনাকে সাক্ষী করার দাবী জানিয়েছে। এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকেই এ ধরনের তোহফা দিয়েছো? তিনি বললেন, না, সবাইকে তো দিইনি। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো।

এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং নিজের সে তোহফা ফেরত নিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, আল্লাহর নবী বললেন, আমি যুলুমের উপর সাক্ষী হই না। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের আচরণ করুক এটা কি তুমি পসন্দ করো? হযরত বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাব দিলেন, কেন নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি এ ধরনের করো না। (বুখরী, মুসলিম)

এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। কেন না রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। যদি বিশেষ কোন কারণ না থাকে, তাহলে এ সমতাকে কিছুতেই ভঙ্গ করা এবং দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে তারতম্য করা উচিত হবে না। যদি কোন সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কিছু দান করা হয় তবে তা বড়ই অন্যায় হবে।

আবার অনেকে রাসূলের এ আদেশকে 'মুস্তাহাব' বলে ধরে নিয়েছেন। যদি কেউ কোন সন্তানকে অপর সন্তান অপেক্ষা বেশী কিছু দান করে, তবে সে দান ঠিকই হবে, তবে তা অবশ্য মাকরুহ্ হবে।

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে বিখ্যাত ইসলামী গবেষক আল্লামা ইমাম শাওকানী (রাহঃ) মন্তব্য করেছেন, প্রকৃত সত্য কথা এই যে, সন্তানদের মধ্যে উপহার দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, কাউকে অল্প কাউকে বেশী দেয়া স্পষ্ট হারাম।

মাতাপিতার কাছে কোন সন্তানের চেয়ে কোন সন্তানের মূল্যও কম নয় আবার সন্তানের প্রতি ব্যথাও কম নয়। প্রতিটি সন্তানের প্রতিই পিতামাতার দরদ, ব্যথা একই রকম। তবে শুধু পিতামাতাই নয়-কোন মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, সে তার নিজের সমস্ত সন্তান-সন্ততির প্রতি একই ধরনের মায়া মমতা প্রেম

ভালোবাসার মনোভাব পোষন করবে। মানুষের এটা সহজাত ব্যাপার যে, সে বিশেষ কোন কারণে কোন সন্তানের প্রতি বেশী দুর্বল থাকে। আকর্ষণের দিকটা কোন সন্তানের প্রতি একটু বেশী হয়।

প্রেম প্রীতি মায়া মমতা ভালোবাসার ব্যাপারে কোন মানুষের কাছ থেকেই সমান অংশ আশা করা যায় না। আর এধরনের আশা করাও অযৌক্তিক। আর এরধনের কোন দাবী ইসলাম কোন মানুষের কাছে করেনি। ইসলাম পিতামাতার কাছে দাবী করেছে বৈষয়িক ব্যাপারে, আচরণ গত ব্যাপারে। সন্তানের পিতামাতা যারা তাদের কাছে নিজের সব সন্তানই সমান এবং মাতাপিতার কাছে সব সন্তানের অধিকারও একই রূপ।

সুতরাং কোন পিতামাতারই এ অধিকার নেই যে, সে এক সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করবে, একজনকে সবদিক থেকে বেশী দেবে অন্য জনের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, দেয়ার সময় তাকে কম দেবে। এধরনের আচরণ যেসব মাতাপিতা করেন তারা আরেক সন্তানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন। সন্তানের সাথে ইনছাফ না করলে সন্তানদের মধ্যেও গর্হিত আচরণের অত্যন্ত অশুভ প্রভাব পড়ে। যাকে বেশী দেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে আত্ম অহংকার, হাম বড়াই ভাব সৃষ্টি হয়। সে অন্যান্য ভাইবোনদেরকে ছোট জ্ঞান করতে থাকে।

আর যে সন্তানকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা সৃষ্টি হয়, আমি অত্যন্ত নীচু এবং অযোগ্য। এভাবে আপনারই সন্তান আপনার ইনছাফহীনতার কারণে আত্মমর্যাদা বোধহীন এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। অন্যান্য ভাই বোনদেরকে সে হিংসা করতে থাকে, মানসিকভাবে প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে ওঠে। পিতামাতার প্রতি কোন সম্মানবোধ ঐ সন্তানের হৃদয়ে থাকে না। মাতাপিতা তাকে অন্য ভাইবোনদের তুলনায় কেন দেখতে পারে না, কেন কম দেয়-এ চিন্তায় চিন্তায় আপনার সন্তান একসময় মানসিক রোগী হয়ে পড়ে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিশু বাচ্চা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দশ বছর যাবৎ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীর অনেক কাজ করে দিতাম। আমি ছিলাম তখন এত অল্প বয়েসের যে, উচিত অনুচিত জ্ঞান তখন পর্যন্ত আমার হয়নি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কোন দিন আমার প্রতি সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেননি। মধুর কণ্ঠ ব্যতীত আমার সাথে তিনি কোন দিন উঁচু কণ্ঠে কথা বলেননি। তিনি নিজে যেমন সন্তানদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল অপর কাউকে স্নেহ করতে দেখলেও তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন।

হাদীস শরীফের একটি ঘটনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এলো। কোলে ছিল তার শিশু। সে শিশুকে স্নেহভরে আদর করতে লাগলো। তিনি এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তার উপর কি তোমার দয়া হয়? সে বললো, কেন হবে না। তিনি বললেন, তুমি এ শিশুর উপর যত দয়া করো, আল্লাহর তার চেয়ে বেশী তোমার উপর দয়া করে থাকেন। কেন না তিনি সকল দয়াকারীর চেয়ে বেশী দয়াকারী। (আল-আদাবুল মুফরিদ)

ইয়াতীম, বিধবা ও দুঃখী মানুষের অধিকার

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ لِغَيْرِهِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰي وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (بخارى)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আপন ইয়াতীম ও অপর ইয়াতীমের প্রতি, লালন-পালনকারী তত্ত্বাবধায়ক এবং আমি জান্নাতের মধ্যে এরূপ হবো। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখালেন ও উভয় আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখলেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّاعِىْ عَلَى الاَرْمِلَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ كَالسَّاعِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لاَيَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَيُفْطِرُ. (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিধবা ও দীন দুঃখীদের তত্ত্বাবধান করে ও তাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও হজ্জের জন্য

পরিশ্রম ও অর্থ ব্যায় করতে থাকে এবং এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার মনে হয়, তিনি একথাও বলেছেন যে, সে যেন রাত জাগরণ করে ও অক্লান্তভাবে নামাযে রত থাকে এবং বার মাস ধরে রোযা থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, বিধবা ও দীন দুঃখীদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করতে থাকলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও হজ্জের সমতুল্য এবং অবিরাম তাহাজ্জুদ নামায পড়া এবং বার মাস রোযা রাখার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করা যায়।

সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বাড়ী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ اِلَيْهِ وَشَرُّبَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ. (ابن ماجه)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের বাড়ীর মধ্যে সে বাড়ীটি সর্বোৎকৃষ্ট বাড়ী যেখানে কোন ইয়াতীম থাকে ও তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও জঘন্য বাড়ী সেইটি, যেখানে কোন ইয়াতীম থাকে এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের প্রতি সুন্দর ব্যবহার মানবিকতা এবং তাদের প্রতি অসুন্দর ব্যবহার করা অমানবিকতা। তবে ইয়াতীমকে ইসলামী আদব-কায়দা, তাযীম শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজনবোধে শাসন ও তিরস্কার, দুর্ব্যবহারের মধ্যে গণ্য করা হবে না।

ইয়াতিমের সম্মান-মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيْمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ اِلَّا لِلّٰهِ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ شَعْرِهٖ تَمُرُّعَلَيْهَا يَدُهٗ حَسَنَاتٍ وَمَنْ اَحْسَنَ اِلٰى يَتِيْمَةٍ عِنْدَهٗ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ. (احمد، ترمذى)

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই স্নেহের সাথে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায়, তার জন্য প্রতি চুলের বিনিময়ে (যার উপরে সে হাত বুলিয়েছে) বহু নেকী হয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তির কাছে তার আপন কিংবা পর যে কোন ইয়াতীম বালিকা অথবা বালক থাকে ও তার প্রতি সে সদ্ব্যবহার করে, আমি জান্নাতের মধ্যে তার ও আমার অবস্থান এদু'টির মত। এরপর তিনি দু'টি আঙ্গুল একত্র করলেন। (আহ্মদ তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়াতীমের সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ তাকে আদর করা, ভালবাসা দেয়া, লালন-পালন করা, দ্বীনি ইলম ও ইসলামী আচরণ, শিষ্টাচার ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া এবং সুপাত্রে বিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰوٰى يَتِيْمًا اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ. اِلَّا اَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَايُغْفَرُ وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاِثْنَتَيْنِ قَالَ اَوَ اِثْنَتَيْنِ حَتّٰى لَوْقَالُوْا اَوَ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ اَذْهَبَ اللّٰهُ بِكَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ قَالَ عَيْنَاهُ-

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পানাহারে ইয়াতীমকে স্থান দিবে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নিশ্চয়ই জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন; যদি সে এমন কোন গোনাহ্ না করে থাকে, যা ক্ষমা করার যোগ্য নয়, যথা–শিরক, অথবা ক্ষমা করিয়ে নেয়নি, যেমন হক্কুল ইবাদ। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা তদ্রূপ তিনজন বোন আত্মনির্ভরশীল না হওয়া অর্থাৎ বড় ও বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করতে থাকে এবং দ্বীনী ইল্ম ও ইসলামী আদব কায়দা শিক্ষা দেয় ও তাদের প্রতি সদয় সদ্ব্যবহার করে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাত

ওয়াজিব করে দিবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু'টি হয়? তিনি বললেন, দু'টি হলেও। এমনকি একটির কথা জিজ্ঞেস করলেও তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, একটি হলেও এবং আল্লাহ তা'য়ালা যার দু'টি প্রিয় বস্তু গ্রহণ করেন, তার জন্যও জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! দু'টি প্রিয় বস্তু কি? তিনি বললেন দু'টি চোখ। (শরহে সুন্নাহ)

عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَالغيره فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. (بخارى، مسلم)

হযরত সায়াল ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীম ও দুস্থদের লালন-পালনকারী জান্নাতে এভাবে অবস্থান করব। এ বলে তিনি তাঁর শাহাদাত এবং মধ্যাঙ্গুলীর মধ্যে সামান্য ফাঁক করে সে দিকে ইঙ্গিত করলেন। (বোখারী)

عَنْ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْرُجُ حَقَّ الضَّعْفَيْنِ اَلْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ-

হযরত খুয়াইলিদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আমার রব! আমি দুই শ্রেণীর দুর্বল লোকের হককে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি, ইয়াতীম এবং নারী। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের পূর্বে ইয়াতীম ও নারীর প্রতি চরম অবিচার করা হত। সাধারণভাবে ইয়াতীমের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হত এবং তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হতো। নারী জাতিকেও তদানীন্তন সমাজে বিশেষ কোন মর্যাদা দেয়া হতো না এবং তাদেরকে নানারূপ নির্যাতন করা হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার এই উভয় শ্রেণীর দুর্বল লোকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইয়াতিম লালন-পালনকারীর মর্যাদা

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَامْرَءَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ

كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْمَاءَ يَزِيْدَ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَى الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ اِمْرَاَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوْا اَوْمَاتُوْا. (ابوداؤد)

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ও রুক্ষ চেহারার স্ত্রীলোক (সাজসজ্জার প্রতি লক্ষ্য না দেয়ার এবং ইয়াতীম সন্তান-সন্তুতির লালন-পালনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুঃখ কষ্ট ভোগ করার জন্য যার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে) কিয়ামতের দিন এ দু'টির মত কাছাকাছি হবো এবং তিনি হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াযীদ বিন যুরাই রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে দেখালেন। তিনি বললেন, ঐ স্ত্রীলোককে তালাক প্রাপ্তা অথবা স্বামীর মৃত্যুর জন্য স্বামীহীনা এবং যে পদমর্যাদা সম্পন্ন ও সুন্দরী সেই নারী যে তার ইয়াতীম ছেলে-মেয়েরা বড় না হওয়া বা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তাদের জন্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে, অন্য স্বামী গ্রহণ করেনি। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক যদি স্বীয় সতীত্ব ও পবিত্রতা অক্ষুন্ন রেখে অন্য স্বামী গ্রহণ না করে নিজের নাবালেগ-নাবালেগা ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদেরকে লালন-পালনে আত্মনিয়োগ করে, তবে এটা তার পক্ষে পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

হৃদয়ের কঠোরতা দূর করার উপায়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তার হৃদয়ের কাঠিন্যের বিষয় বর্ণনা করলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি স্নেহের সাথে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে গরীব-দুঃখীকে অন্নদান করো। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ কারো অন্তর কঠিন হলে তার কর্তব্য দীন-দুঃখী, ইয়াতীম-নিঃসহায় ও

অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রতি দয়া ও সদয় ব্যবহার করা, তাদের অভাব থাকলে তা পূরণ করে দেয়া ও সর্ববিষয়ে তাদেরকে সাহায্য-সহানুভূতি করতে থাকা। ইনশাআল্লাহু তায়ালা তার কঠিন হৃদয় কোমল হয়ে যাবে।

عَنْ خُوَيْلِدِبْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ اَلْيَتِيْمِ وَالْمَرْاَةِ. (نسائى)

হযরত খুওয়াইলিদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি ইয়াতীম এবং স্ত্রীলোক এই দুই দুর্বলের হক ও দাবীকে সম্মান ও সমাদর প্রদান করছি। (নাসায়ী শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবে নারী ও ইয়াতীম এই দু'শ্রেণীই সর্বাপেক্ষা বেশী ঘৃণিত, অবহেলিত এবং অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের দ্বার তাদের প্রতি সর্বদা উন্মুক্ত ছিল, সমাজে নারীরও কোন মর্যাদা ছিল না। ইসলাম তাদের প্রতি মর্যাদাজনক ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে।

ইয়াতিমের সম্পদের ব্যবহার

اِنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَامُبَادِرٍ وَلَا مُتَاثِّلٍ. (ابوداؤد)

একদিন জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত গরীব, আমার কিছুই নেই। আমার তত্ত্বাবধানে একজন ইয়াতীম আছে। তিনি বললেন, অপব্যায় না করে, তাড়াহুড়া না করে এবং নিজে ধনী হবার দুরভিসন্ধি না করে কেবল তোমার বর্তমান প্রয়োজন মত তাদের সম্পদ থেকে তুমি ভোগ করতে পার। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে অভিভাবকের পক্ষে ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ হতে কিছু গ্রহণ বা ভোগ করা উচিত নয়। তবে অভিভাবক গরীব এবং ইয়াতীম ধনী হলে তিনি তার লালন-পালন করতে থাকবেন এবং তার

থেকে প্রয়োজন মত ব্যয় করতে পারবেন। পক্ষান্তরে তার যৌবনের পূর্বে তাড়াতাড়ি করে তার অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার চেষ্টা এবং নিজে ধনী হওয়ার পথ অনুসন্ধান করা জায়েয নেই; বরং সম্পূর্ণ হারাম।

ইয়াতিমকে শাসন করার অধিকার

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِىْ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَرْبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍّ مَالَكَ بِمَالِهٖ وَلَامُتَاَثِّلاً مِنْ مَالِهٖ مَالًا. (طبرانى)

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি আবেদন করলাম হে আল্লাহর রাসূল! কি কি কারণে আমার অধীনস্ত ইয়াতীমকে প্রহার করতে পারি? তিনি বললেন, যে যে কারণে তুমি তোমার আপন সন্তানকে প্রহার করতে পার। তবে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য কখনো তার অর্থ সম্পদ ধ্বংস করো না এবং তার সম্পত্তি হতে নিজ সম্পত্তি বাড়িও না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিক্ষা দীক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে নিজের অধিনস্ত ইয়াতীমকেও প্রহার করা যেতে পারে। অকারণে নিজ সন্তান সন্ততিদেরকে মারপিট করাও গর্হিত কাজ। ইয়াতীমদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। অকারণে ইয়াতীমকে মারপিট করা অন্যায় ও মহাপাপ।

আত্মীয়তার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ. (متفق عليه)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মীয়তা আল্লাহ তা'য়ালার আরশের সাথে ঝুলানো আছে এবং এই বলে দোয়া করতে থাকে, যে ব্যক্তি আমাকে সংযুক্ত রাখবে অর্থাৎ আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সংযুক্ত রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করবে, অর্থাৎ আত্মীয়তা থেকে বিচ্ছেদ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে আত্মীয়তা থেকে বিচ্ছেদ করুন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আত্মীয়ের সাথে সু-সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থ সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি ও সংহতি বজায় রাখা এবং সে জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاءَ لَهُ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رِحْمَهُ-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কামনা করে তার রুযী বর্ধিত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, তার উচিত আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আত্মীয়ের সাথে মিল-মহব্বত রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রুযীর স্বচ্ছলতা এবং বর্ধিত আয়ু সকলেরই কাম্য। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুসারে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলা সকলেরই কর্তব্য।

আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নকারীর পরিণতি

عَنْ جَبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَطِعُ رِحْمٍ. (متفق عليه)

হযরত জায়ের ইবনে মুত্বঈম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করা হারাম জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অহেতুক একে হালাল মনে করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি তা অন্যায় এবং হারাম জেনে প্রকৃতির বশে এতে আক্রান্ত হয় সে এ অপরাধের শাস্তি ভোগ না করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرُدُّ الْقَدْرَ اِلَّاالدُّعَاءُ وَلَايَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ. (ابن ماجه)

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া ছাড়া অন্য কিছুই তকদীর রদ করতে পারে না ও পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কিছুতে আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না এবং গোনাহর জন্য মানুষ রুযী হতে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ তকদীর দু'প্রকার, 'মুয়াল্লাক' ও 'মুবরাম'। অপরিবর্তনশীল তকদীরকে 'মুয়াল্লাক' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা দোয়াকে তকদীর রদ করার উপায় বানিয়েছেন, এও তকদীরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তকদীর করেছেন, যে বান্দা দোয়া করবে এবং তার এ বিপদ মোচন হবে। যেমন ঔষধ অসুখ নিরাময় লাভের, আহার ক্ষুধা নিবৃত্তির, সৎ কাজ জান্নাতে যাবার এবং অসৎ কাজ জাহান্নামে যাবার উপায়, ঠিক সেই রকম দোয়া ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা এ দু'টিও আয়ু ও জীবিকা বৃদ্ধির উপায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّحْمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَقَطَعَكَ قَطَعْتُهُ. (رواه البخارى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রাহেম' শব্দ 'রহমান' শব্দ হতে নির্গত হয়েছে, এ জন্য আল্লাহ তায়ালা 'রাহেমকে' বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে সংযুক্ত রাখবে অর্থাৎ আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করবে আমিও তাকে কর্তন করবো অর্থাৎ আমার রহমত হতে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত করবো। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ. (شعب الايمان)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে সমাজের মধ্যে আত্মীয়তা বিচ্ছেদকারী বিরাজ করে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার রহমত অবতীর্ণ হয় না। (শুয়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ যে সম্প্রদায়, সমাজ বা গোত্র আত্মীয়তা বিচ্ছেদের ব্যাপারে সহায়তা করবে এবং এর প্রতিবাদ করবে না, তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হবে না। আত্মীয়তা বিচ্ছেদকারী এবং যে তাকে সাহায্য করবে ও তার সাথে মিল মহব্বত রাখবে উভয়ই আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ ذَنْبٍ اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ بِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَايَدَّخِرُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ. (رواه ترمذى ، ابوداؤد)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাজদ্রোহী এবং আত্মীয়তা বিচ্ছেদ ছাড়া এমন কোন গোনাহ্ নেই, যার শাস্তি আল্লাহ তা'য়ালা গোনাহ্গারকে এ দুনিয়াতেও দিবেন এবং আখেরাতের জন্যও মওজুদ রাখবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাজদ্রোহীতা করা ও আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করা এদু'টি এমন একটি গুরুতর গোনাহ্, যার বিষময় ফল ও কঠোর শাস্তি এ পৃথিবী ও পরকাল উভয় স্থানে ভোগ করতে হবে। তবে রাজদ্রোহী বলতে এই হাদীসে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সাথে বিরোধিতাকারীকে বুঝানো হয়েছে। যে রাষ্ট্রে কোরআন-সুন্নাহ্ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো মুসলমানদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ فِى الْمُكَافِئِى وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا. (رواه بخارى)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মীয়তা সংযোগের বিনিময়ে আত্মীয় সংযোগকারী প্রকৃত এবং কামেল আত্মীয়তা সংযোগকারী নয়; বরং আত্মীয়তা বিচ্ছেদকারীর সাথে আত্মীয়তা রক্ষাকারী প্রকৃত এবং পূর্ণ আত্মীয়তা সংযোগকারী। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে বলা হয়েছে, আমার আত্মীয় আমার সাথে সদ্ব্যবহার করলেন,

আমি বিনিময়ে তার সাথে সদ্ব্যবহার করলাম, এটাই যথেষ্ট নয়; বরং আমার আত্মীয় আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলেও আমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো। এভাবেই আমি প্রকৃত এবং পূর্ণ আত্মীয়তার সম্মিলনকারীর গৌরব ও মর্যাদা লাভ করতে পারবো।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَاتَصِلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ مَثْوَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْاَثْرِ. (ترمذى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে এতটা শিক্ষা লাভ করো, যার মাধ্যমে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলতে পারো। কেননা, এর মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে এবং ধন-সম্পদের বরকত ও প্রাচুর্যতা আসে এবং আয়ু বর্ধিত হয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এবং অন্যান্য সকল আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় লাভ করা ও তাদের নাম-পদবি অবগত হওয়া উচিত। অন্যথায় পরিচয় না থাকায় তাদের সাথে আত্মীয়সুলভ আচরণের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবার এবং অসদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তা বিচ্ছেদের গোনাহ্য় জড়িত হবার সম্ভাবনা বেশী।

প্রত্যেক মুসলমানের ছয়টি অধিকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِذَالَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (رواه ومسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের প্রতি মুসলমানের ৬টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন,

সেগুলো হচ্ছে, (১) সাহায্য বা দাওয়াতের জন্য আহ্বান জানালে সাড়া দিবে। (৩) সদুপদেশ বা উপকারপ্রার্থী হলে তাকে সদুপদেশ দিবে বা তার উপকার করবে। (৪) হাঁচির পর আলহামদুল্লিাহ বলবে এবং তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। (৫) পীড়িত হলে খোঁজ নিবে এবং (৬) মৃত্যুবরণ করলে সাথে যাবে অর্থাৎ তার জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ছয়টি অধিকারের কথা বলার অর্থ কেবল এগুলোই একমাত্র অধিকার তা নয়। এর মাধ্যমে সংখ্যা নির্ণয় করা বা সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মুসলমানের অধিকার মাত্র কয়েকটি নয় বরং অনেক।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِى. (البخارى)

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করো, রোগীর তত্ত্বাবধান করো এবং বন্দীকে মুক্তি দান করো। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ কাজগুলো ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কোন একজন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হবে এবং কেউ না করলে ফরয পরিত্যাগের গোনাহ হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের প্রতি মুসলমানের ৫টি অধিকার আছে। যথা ঃ (১) সালামের উত্তর দেয়া। (২) রোগীর তত্ত্বাবধান (খেদমত) করা। (৩) জানাযার সাথে যাওয়া। (৪) দাওয়াত কবুল করা ও সাড়া দেয়া এবং (৫) হাঁচির উত্তর দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দাওয়াত কবুল করা অর্থাৎ কেউ সাহায্যের জন্য ডাকলে অথবা খাবারের জন্য দাওয়াত করলে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব, যদি সেখানে ইসলামের বিপরীত

কোনো কাজ সংঘটিত না হয়। ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেন, গর্ব ও নামের জন্য যে ভোজসভার আয়োজন করা হয় তাতে যোগদান করবে না। সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী আলিমরা-ওলামা এ ধরণের গর্বিত ভোজসভার আয়োজনকারীদেরকে ঘৃণা করতেন এবং মাকরূহ বলে জানতেন।

রোগীর সেবা করার শুভ পরিণতি

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خَرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ. (رواه مسلم)

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের পীড়ার খবর জানতে গেলে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে থাকেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ يَاابْنَ اٰدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْاَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِىْ يَاابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْسَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِىْ–

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, আমার কোন খোঁজ খবর নাওনি। তখন সে বলবে, হে আমার রব! তুমি তো বিশ্বপ্রতিপালক, আমি তোমার খোঁজ-খবর নিবো কেমন করে? আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল? কিন্তু তুমি তার কোন খোঁজ-খবর নাওনি। তুমি তার তত্ত্বাবধান করলে নিশ্চয়ই তুমি তার কাছে আমাকে পেতে, আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাদ্য দান করনি। তখন (আদম সন্তান) বলবে, হে আমার রব! তুমি সারা বিশ্বের প্রতিপালক, তুমি তো কারও মুখাপেক্ষী নও। তোমাকে খাদ্য দান করবো কি করে? আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্যপ্রার্থী হয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দান করনি। তাকে খাদ্য দান করলে তার উপযুক্ত বিনিময় নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার রব! তুমি তো বিশ্বপ্রভু, তোমার তো কোন কিছুর অভাব নেই। আমি তোমাকে পানি পান করাবো কেমন করে? আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না, তুমি তাকে পানি পান করালে তার পরিপূর্ণ সওয়াব আমার নিকট পাবে? (মুসলিম)

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ. (ابوداؤد)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, পূর্বাহ্নে যখনই কোন মুসলমান কোন মুসলমান রোগীর তত্ত্বাবধানে যায় ৭০ হাজার ফেরেশতা তখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাত ও রহমত প্রার্থনা করতে থাকেন এবং অপরাহ্নে গেলে আবার

৭০ হাজার ফেরেশতা প্রভাত পর্যন্ত তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাইতে থাকেন এবং তার জন্য জান্নাতের মধ্যে বাগান প্রস্তুত হয়ে যায়। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهٗ
فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَقَالَ لَهٗ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهٗ
فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهٗ مِنَ النَّارِ. (بخارى)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একজন ইহুদী বালক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতো। সে পীড়িত হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তার তত্ত্বাবধানে গেলেন এবং তার মাথার কাছে বসে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে তখন তার কাছে উপস্থিত তার পিতার দিকে তাকালো। তিনি (বালকের পিতা) বললেন, আবুল কাসেমের (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কথা মেনে নাও। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করলো। এ সময় আল্লাহর রাসূল এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে আসলেন, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (বুখারী)

মেহমানের অধিকার

عَنْ خُوَيْلِدِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ
جَائِزَتُهٗ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَلَهٗ
صَدَقَةٌ وَلَايَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهٗ حَتّٰى يُخْرِجَهٗ. (بخارى)

হযরত খুওয়াইলিদ ইবনে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা ও আখেরাতের প্রতি যার ঈমান আছে, মেহমানের সেবাযত্ন করা তার একান্ত কর্তব্য। একদিন একরাত

মেহমানের পক্ষে পুরস্কার স্বরূপ এবং আতিথেয়তা তিনদিন পর্যন্ত। এর পরবর্তী দিনগুলো মেহমানের পক্ষে সদকা স্বরূপ এবং মেহমানের পক্ষে মেযবানের নিকট এতদিন অপেক্ষা করা জায়েয ও হালাল নয়, যাতে মেযবানের অসুবিধা ও পেরেশানীর সৃষ্টি হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মেযবান ও মেহমান উভয়কেই তাদের কর্তব্য সম্পর্কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে। মেযবানেরর যত্ন সহকারে অতিথি সেবার উপদেশ দেয়া হয়েছে, যার অর্থ কেবল পানাহারে আপ্যায়িত করাই নয়; বরং মেহমানের সাথে প্রফুল্ল অন্তরে সদালাপ ও আনন্দের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদিও বুঝাচ্ছে এবং মেহমানকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যেন মেযবানের বাড়ীতে বসে না থাকে, যাতে মেযবান অস্থির ও পেরেশান হয়ে না পড়ে।

মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে এ হাদীসটির অর্থ আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মুসলমানের পক্ষে তার কোন ভাইয়ের বাড়ী এতদিন অবস্থান করা জায়েয নয়, যাতে তাকে অস্থির ও পেরেশান করে তোলে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে পেরেশান করে কি ভাবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে যে, সে যার বাড়ী যায় আতিথেয়তা করার মত তার কিছুই নেই।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা ও আখিরাতের প্রতি যাদের ঈমান আছে, মেহমানের সম্মান ও সমাদর করা তাদের একান্ত কর্তব্য। (বুখারী)

জনসেবকের সম্মান-মর্যাদা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلَّا الشَّهَادَةَ. (مشكواة)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দলপতি দলের সেবক ও খাদেম হয়ে থাকেন অথবা জাতির সেবক ও জাতির সরদার ও নেতা হয়ে থাকেন। অতএব দল বা জাতির মধ্যে জনসেবায় যিনি অগ্রগামী হবেন, শহীদ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন আমল দ্বারা কেউ তার অগ্রগামী হতে পারবে না। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ সফরে যিনি সহযাত্রীদের বা জামায়াতের আমীর বা প্রধান থাকেন, জামায়াতের সহযাত্রীদের খেদমত করেন, তাদের প্রয়োজনের প্রতি সর্বপ্রকারে তাদের আরাম দেয়ার চেষ্টা করা তার কতর্ব্য। এর সওয়াব অশেষ ও অফুরন্ত। আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহাদাতবরণ করা ব্যতীত এর অপেক্ষা বড় নেকী আর কিছুই নেই।

অভাবীকে সাহায্য করা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى سَفَرٍ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيُعِدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَاظَهْرَلَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَازَادَلَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهُ لَا حَقَّ لِاَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ. (مسلم)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা সফরে ছিলাম, এমন সময় উটের উপর আরোহী এক ব্যক্তি এসে ডানে ও বামে মুখ ফিরাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত একটি সওয়ারী বা বাহন আছে, তার কর্তব্য যার সাওয়ারী নেই তাকে দেয়া এবং যার কাছে উদ্বৃত্ত খাদ্য আছে তা যার খাদ্য নেই তাকে দেয়া। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এভাবে আল্লাহর রাসূল বহু দ্রব্যের নাম করলেন এবং এভাবে বললেন। এমন কি আমরা বুঝলাম যে, প্রয়োজনের বেশী কোন দ্রব্য বা সম্পদ রাখার অধিকার কারও নেই।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে আগন্তুক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সে এদিক-ওদিক মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগলো এই জন্য, কেউ যেন তার প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ তিনি ছিলেন অভাবগ্রস্থ এবং লোকেরা তাকে সাহায্য করুক সেটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا. (مشكوة)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। (মিশকাত)

প্রকৃত অভাবী কোন্ ব্যক্তি

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لاَيَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَيُفْطِنُ لَهٗ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَيَقُوْمُ فَيَسْاَلُ النَّاسَ. (متفق عليه)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি নয়, যে ব্যক্তি ২/১ দিনের খাদ্যের জন্যে অথবা ২/১ টি খেজুরের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়; বরং প্রকৃত মিস্‌কীন সেই ব্যক্তি যার সচ্ছলতা নেই অর্থাৎ নিজের অভাব পূরণের মত অর্থ নেই, অথচ তার অভাব অনুভূতও হয় না, বুঝাও যায় না। সুতরাং তাকে সদকাও দেয়া হয় না এবং সেও লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদের এ হেদায়েত দিয়েছেন যে, তোমাদের এ প্রকার অভাবগ্রস্থদের খুঁজে বের করা ও তাদের অভাব পূরণ করা কর্তব্য; অর্থাৎ যারা লজ্জা ও মর্যাদার খাতিরে নিজের দুঃখ-দৈন্য প্রকাশ করে না।

শ্রমিকের অধিকার

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَجُفَّ عِرْقُهٗ-

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মজদুরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরী দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মজদুর তো তাকেই বলে, যাকে পরিবার লালন-পালনের জন্যে দৈনিক মেহনত করতে হয়। অতএব কাজ শেষে তার মজুরী না দিলে বা দিতে বিলম্ব করলে বা একেবারেই না দিলে সে খাবে কি? এবং পরিবার-পরিজনদেরই বা ভরণ-পোষণ করবে কি করে? সে জন্যে কাজ শেষেই তার মজুরী দিয়ে দেয়া উচিত। মজদুরের প্রতি রহমদিল ও সদয় হওয়া সবারই কর্তব্য।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ نِ اسْتَجَارَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ اَجْرَهٗ. (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিপক্ষে আমি স্বয়ং বাদী হবো ঃ (১) যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিজ্ঞা করে ভঙ্গ করেছে। (২) যে ব্যক্তি কোন সৎ-ভদ্র লোককে প্রতারণার মাধ্যমে বের করে বিক্রয় করে তার মূল্য উপভোগ করেছে। (৩) যে ব্যক্তি মজুরকে রীতিমত খাটিয়ে তার মজুরী দেয় না।

অমুসলিম নাগরিকের অধিকার

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِانْتَقَصَهٗ اَوْ كَلَّفَهٗ فَوْقَ طَاقَتِهٖ اَوْ اَخَذَمِنْهُ شَيْئًا

بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَانَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করবে এবং তার অধিকার নষ্ট করবে, সে তার কাছে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কর ধার্য করবে, অথবা তার ইচ্ছা ব্যতীত কোন দ্রব্য বলপূর্বক গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে উকিল হবো। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার আদালতে ঐ মুসলমানের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে, তাতে আমি অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ সমর্থন করবো এবং তার পক্ষে উকিল হয়ে মামলা পরিচালনা করবো।

ভৃত্যের অধিকার

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا يُطِيْقُ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোলাম বা চাকর অন্ন-বস্ত্র পাবে এবং তাকে সাধ্যাতীত কাজ করতে বাধ্য করা হবে না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে 'মামলুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে গোলাম বা ক্রীতদাস। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে এর বহুল প্রচলন ছিল। পশু অপেক্ষাও তাদের সাথে নিকৃষ্ট ব্যবহার করা হতো। তাদের যথারীতি অন্ন-বস্ত্র দেয়া হতো না; অথচ কাজ নেয়া হতো তাদের ক্ষমতার বাইরে। ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে এর প্রচলন ছিল। এই অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাদের সাথে মানবোচিত ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খেতে দিও। তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকে সেরূপ পরিধান করতে দিও এবং তাদের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ করাবে না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, তিনি কোনদিন বলেননি এটা করনি কেন বা কেন করেছ? আমার বহু কাজ তিনি স্বয়ং করে দিতেন।

অধিনস্থদের অধিকার

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَ هُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَايُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَايَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই-বোন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, তাকে তা খাওয়ানো উচিত, যা তিনি নিজে খান; তা পরানো কর্তব্য যা তিনি নিজে পরেন এবং তার প্রতি তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া অনুচিত। যদি তার প্রতি তার সাধ্যের বাইরে কোন অসাধ্য কাজ দেয়াও হয়, তাহলে অবশ্য তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَبِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاْكُلْ فَاِنَّ الطَّعَامَ مَشْفُوْهَا قَلِيْلًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারও সেবক আগুনের তাপ ও ধূঁয়ায় থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে আনলে তাকে কাছে বসিয়ে খেতে দেয়া উচিত। তবে খাদ্যের পরিমাণ কম হলে ২/১ লোকমা তার হাতে দেয়া কর্তব্য। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ

الأُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامٰى قَالَ نَعَمْ فَاكْرِمُوْهُمْ كَرَامَةَ اَوْ لَادِكُمْ وَاطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ. (ابن ماجه)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোলাম ও খাদেমের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারকারীগণ জান্নাতে যাবে না। জনগণ বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জানাননি যে, অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এ উম্মতদের মধ্যে গোলাম ও ইয়াতীম অধিক হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ বলেছি। অতএব তোমার আপন সন্তান-সন্তুতির মত তাদের যত্ন করবে এবং তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খেতে দিবে। (ইবনে মাজাহ)

নামাযী ব্যক্তিকে প্রহার করা যাবে না

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ لِعَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ غُلَامًا فَقَالَ لَاتَضْرِبْهُ فَاِنِّى نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ. (مشكوة)

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে একজন দাস দান করলেন এবং বললেন, একে প্রহার করবে না। কেননা নামাযীকে প্রহার করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি একে নামায পড়তে দেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ প্রেমিক, আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ মান্যকারী, উত্তম মানুষ। সুতরাং এমন মানুষ যাকে আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন তাকে প্রহার করার অর্থ হচ্ছে অন্যায় করা।

জীব-জন্তুর অধিকার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصَبِ فَاَعْطُوا الْبَلَّ حَقَّهَا مِنَ الرَّضِّ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ. (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন সচ্ছলতার বছর সফর করবে তখন উটগুলোকে তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করতে দিবে এবং দুর্ভিক্ষের বছর সফর করলে তাদেরকে দ্রুত পরিচালিত করবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভূমি যখন শস্যশ্যামল হয় এবং চারদিকে ঘাস উৎপন্ন হয়ে থাকে, তখন পথিমধ্যে উটগুলোকে তৃণভূমিতে খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ দিবে এবং যে বছর জমিতে তৃণ-গুল্ম থাকবে না, সে বছর তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌছনোর জন্য দ্রুত চালিত করবে, যেন উটগুলো পথিমধ্যে ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট হতে অব্যাহতি পায়।

عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ (رض) مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً-

হযরত সাহল ইবনে খাত্তলিয়াহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এমন একটি উটের পাশ দিয়ে গমন করলেন, যার পিঠ পেটের সাথে মিশে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা এ বোবা চতুষ্পদ জন্তুদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো। ভালো অবস্থায় এদের উপর আরোহণ করো এবং ভালভাবে এদের ছেড়ে দাও। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীব-জন্তুদের ক্ষুধার্ত এবং অনাহারে রাখা আল্লাহর আযাব গযবের কারণ। কাজ নেয়ার পূর্বে এদের উত্তমরূপে আহার করাবে এবং আধমরা হয়ে পড়লে তাদের কঠোর পরিশ্রম করাবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رض) قَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَاَءَ الْجَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَّ سُرَاتَهُ اَيْ سَنَامَهُ وَذِرْكَرَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ لِمَنْ

هٰذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هٰذَا لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَفَلاَ تَتَّقِى اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِىْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا فَاِنَّهُ يَشْكُوْاِلَىَّ اِنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ. (رياض الصالحين)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করেন এবং সেখানে একটি উট বাঁধা দেখেন। উটটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বেদনা কাতর ধ্বনি করলো। তার দু'চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের কাছে গিয়ে স্নেহভরে তার শরীরে হাত বুলাতে লাগলেন। তাতে উটটি সন্তুষ্ট হলো। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ উটটির মালিক কে? তখন এক আনসার যুবক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটি আমার উট। তিনি বললেন, তুমি এ চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো না? আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে যার মালিক করে দিয়েছেন। এ উট আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি তাকে অনাহারে রাখ এবং অবিরাম খাটাও।

জীব-জন্তুকে ধারালো অস্ত্রে জবেহ্ করতে হবে

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَبٰرَكَ وَتَعَالٰى كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَ لْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَاَ رِحْ ذَبِيْحَتَهُ. (مسلم)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফরযকে বাধ্যতামূলক করেছেন। সুতরাং কাউকে হত্যা করতে হলে আসানীরস সাথে হত্যা করবে। কোন জন্তুকে যবেহ করার সময় চাকু অথবা ছুরি অবশ্যই ধার করে নিবে এবং জন্তুকে আরামের সাথে যবেহ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধারাল চাকু দ্বারা পশুকে এমনভাবে যবেহ করবে, যাতে পশুর প্রাণ তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়। বেশীক্ষণ ছটফট না করে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى اَنْ تَصْبِرَ بَهِيْمَةً اَوْ غَيْرَهَا لِلْقَتْلِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, কোন চতুষ্পদ জন্তু, পাখী বা মানুষকে হত্যা করার জন্য বেঁধে খাড়া করে তার প্রতি তীর বর্ষণ করতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষেধ করতে শুনেছি। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ (رض) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ. (مسلم)

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রাণীর মুখে প্রহার করতে ও দাগ লাগিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِحَقِّهَا سَاَلَهُ اللّٰهُ عَنْ قَتْلِهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ اَنْ يَذْبَحَهَا فَيَاْ كُلَهَا وَيَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِىْ بِهَا. (مشكوة)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল আছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি চড়ুই পাখী অথবা তার চেয়েও ছোট প্রাণী হত্যা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার নিকট তার কৈফিয়ত নিবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পাখীদের অধিকার কি? তিনি বললেন, তাদের অধিকার এই যে, যবেহ করার পর তা ভক্ষণ করবে এবং অনর্থক তাদের মস্তক কেটে ফেলবে না। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা গেল, খাবার জন্য জীবজন্তু শিকার করা যেতে পারে। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের জন্য জীবজন্তু হত্যা করা বৈধ নয় বরং নাজায়েয। আহার করার প্রয়োজন না থাকলে নিছক আমোদ-প্রমোদের জন্য জীবজন্তু হত্যা করা নিষেধ।

কোনো প্রাণীকে আগুনে জ্বালানো যাবে না

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهٖ فَرَاَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرخَانِ فَاَخَذْنَا فَرخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا قَالَ مَنْ حَرَقَ هٰذِهٖ فَقُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهٗ لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلَّا رَبُّ النَّارِ. (ابوداؤد)

হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন সফরে গিয়েছিলাম। তিনি তাঁর কোন প্রয়োজনে চলে গেলেন। এমন সময় দুটি ছানাসহ ছোট্ট একটি পাখী দেখলাম। আমরা তার ছানা দু'টি ধরে নিলাম। তখন পাখীটি এসে পাখা মেলে তার ছানা দু'টির উপর উড়তে লাগলো। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর ছানার জন্য কে একে অস্থির করে তুলেছে? ছানাগুলো তাকে ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি ঐ পিপড়ার বাসাগুলো দেখালেন, যেগুলো আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, কে এগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে? বললাম, আমরা পুড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, আগুন দ্বারা পোড়ানো বা শাস্তি দেয়ার অধিকার আগুনের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। (আবু দাউদ)

মুসলমানরা সাহস হারিয়ে ফেলবে

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تُدَاعِىْ عَلَيْكُمْ كَمَا تُدَاعَى الْاَكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ

مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. (ابوداؤد)

হযরত ছাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কাছে এমন একটি সময় আসবে, যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত হবে, যেমন ধাবিত হয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের দিকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কি আমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য থাকবো যে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য অগ্রসর হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, বরং সেদিন তোমাদের সংখ্যা অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে বন্যার পানির ফেনা সমতুল্য। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন তোমাদের মনে তাদের ভয় সৃষ্টি করে দিবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমাদের মনে এ দুর্বলতা ও ভীতি দেখা দেয়ার কি কারণ হবে? তিনি বললেন, যেহেতু সেদিন তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসবে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এমন একটি সময় আসবে, যখন পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত লোকের সংখ্যা হবে অগণিত। কিন্তু তাদের ঈমানী শক্তি থাকবে না, তারা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দিবে। ইসলামের শত্রুদের আনুগত্য করে হলেও ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। ইসলামের দুশমনরা সংখ্যায় অল্প হলেও তারাই মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন করবে, মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাতবরণ করাকে মুসলমানরা পসন্দ করবে না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে থাকবে যে, তাদের চোখের সামনে অন্য মুসলিম নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ দুশমনদের হাতে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও অত্যাচারিত হতে থাকবে, কিন্তু তারা মৌখিক প্রতিবাদও করবে না। মুসলমানরা নিজের যাবতীয় সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, শক্তি-মত্তা ইসলামের দুশমনদের অধীন করে দিবে। নিজেদের অর্থ-সম্পদ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শত্রুকে পরাজিত করার মন-মানসিকতা মুসলমানদের থাকবে না, যদিও তারা সংখ্যায় হবে বিপুল।

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَحْيُوا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا اِنَّا نَسْتَحْيِ مِنَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الْاُوْلٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. (ترمذى)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে বিশেষভাবে সম্ভ্রম করে চলবে। (বর্ণনাকারী সাহাবী বললেন) আমরা বললাম, হে আল্লাহর হাবীব! আমরা আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করছি যে, আমরা আল্লাহকে পরিপূর্ণ ভাবে সম্ভ্রম করে চলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তোমরা যা বললে বিষয়টি তেমন নয়। বরং আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে সম্ভ্রম করে চলার অর্থ হলো তুমি তোমার মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কে যা কিছু চিন্তা-ভাবনা আসে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে, পেট ও পেটের ভিতরে (খাদ্য হিসেবে) যা কিছু গ্রহণ করছো, তার ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবে এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাকে বার বার স্মরণ করবে। আর যে ব্যক্তি পরকালকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে সে দুনিয়ার চাকচিক্যকে প্রত্যাখান করবে এবং পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য দিবে। উপরোক্ত কাজগুলো যে করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'য়ালাকে পুরোপুরি সম্ভ্রম করে চলে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'য়ালাকে পরিপূর্ণভাবে সম্ভ্রম করে চলার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের দিকে আঙ্গুলি সংকেত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল মস্তিষ্ক। কেননা, মস্তিষ্ক হলো মানুষের চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্কের প্রতি খেয়াল রাখার অর্থ কোনো ধরনের গর্হিত, অন্যায় ও পাপ কাজের কল্পনাকে মস্তিষ্কে স্থান না দেয়া।

প্রথমটি মস্তিষ্ক ঃ গাড়ী যেমন ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি দেহও মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয়। ভাল বা মন্দ কাজের কল্পনা প্রথমত মস্তিষ্কেই আসে। এরপর হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা কাজে পরিণত করে। সুতরাং যার মস্তিষ্ক ভাল চিন্তা করবে তার হাত-পা ভাল কাজ করতে বাধ্য হবে। মস্তিষ্কে অন্যায় ও অসৎ কাজের চিন্তা করলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে কাজে পরিণত করবে। এ কারণে আল্লাহর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মস্তিষ্ক ও তার মধ্যে উদিত চিন্তা-ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।

দ্বিতীয়টি হল পেট বা উদর ঃ মানুষ তার উদরে বা পেটে যে খাদ্য গ্রহণ করে সে খাদ্য দ্বারাই শক্তি সঞ্চিত হয় এবং সে শক্তিই মস্তিষ্ক চিন্তা শক্তিকে সক্রিয় ও সতেজ রাখে। সুতরাং খাদ্য যদি অপবিত্র ও হারাম হয়, তাহলে সেই খাদ্য নিঃসৃত শক্তি দ্বারা মস্তিষ্ক কিছুতেই পবিত্র চিন্তা করতে পারবে না।

তৃতীয়টি হল পরকাল ঃ কারণ পরকাল চিন্তাই মানুষকে ইহকালে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। পরকালে বিশ্বাসহীন মানুষ মনযিল বিহীন যাত্রীর মতো। মনযিল বিহীন মানুষ যেমন, ভবঘুরের ন্যায় অলি-গলি ঘুরে বেড়ায় এবং রাস্তার পাশের প্রতিটি চাকচিক্য বস্তু তাকে আকৃষ্ট করে, তেমনি পরকালের প্রতি উদাসীন লোককে দুনিয়ার মায়াজালে আকৃষ্ট করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে।

ইসলাম ও রাজনীতি পরস্পর দুটো বাহু

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَاِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَاْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اَلَا اِنَّ رَحَى الْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ اَلَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نَشَرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحَمَلُوْا عَلَى الْخَشَبِ

مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উপহার গ্রহণ করো- যতক্ষণ তা উপহারের পর্যায়ে থাকে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে যখন উপহার ঘুষে পরিণত হবে তখন তা গ্রহণ করবে না। অবশ্য তোমরা তা গ্রহণ না করেও পারবে না, দারিদ্র ও প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধ্য করবে। সাবধান! ইসলামের চাকা অবিরাম ঘুরছে। সুতরাং যেদিকটি কোরআনের তোমরা সেদিকে ঘুরে যাও। মনে রেখো, সহসাই কোরআন ও রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু সাবধান! তোমরা কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সাবধান! সহসাই এমন ধরনের শাসক রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবে যারা তোমাদের সমস্ত বিষয়ের নেতৃত্ব হস্তগত করবে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দিবে। আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্য হও তাহলে তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে। হাদীসের বর্ণনাকারী জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমাদের ভূমিকা কি হবে? আল্লাহর রাসূল বললেন, সেটাই করবে, যা করেছিলো হযরত ঈসার সাহাবায়ে কেরাম। (ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বের আনুগত্য না করার কারণে) তাদেরকে করাত দিয়ে চেরা হয়েছে, ফাঁসীতে ঝুলানো হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অমান্য করে জীবিত থাকার চেয়ে তাঁর বিধান অনুসরণ করে মৃত্যু বরণ করা সবথেকে গৌরবের বিষয়। (তাবারাণী)

কিয়ামত কখন হবে

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ. قَالَ اَنَسٌ فَمَارَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْئٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَا. (بخارى ، مسلم)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ. (بخارى، مسلم)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর হাবীবকে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আফসোস তোমার জন্য, তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছো? লোকটি আবেদন করলো, আমি আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূলের মহব্বত ব্যতীত কিয়ামতের জন্য অধিক কিছু প্রস্তুত করতে পারিনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ায় তুমি যাকে ভালোবাসবে কিয়ামতের দিন তুমি তার সাথেই অবস্থান করবে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় সাহাবায়ে কেরাম সেদিন এতই খুশী হয়েছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আর কখনও তাদেরকে এত খুশী হতে দেখা যায়নি। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া পরহেযগারী ও আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে প্রশংসা করা হয়েছে। এরপরও তাঁরা আখিরাতের চিন্তায় সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে বিচলিত থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া সুসংবাদে তারা গভীর আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁরা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের প্রেমে আত্মহারা। সুতরাং কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর নবীর সাথেই অবস্থান করবে একথা জেনে সর্বাধিক আনন্দিত হয়েছিলেন।

হাশরের ময়দান কেমন হবে

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ-

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারও কোন ঘর-বাড়ীর চিহ্ন থাকবে না। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ পার্থিব জগত এবং এর ভিতর যাবতীয় বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মহান আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতিকে পার্থিব জগতে তাদের করা যাবতীয় কাজের হিসেব গ্রহণ করার জন্য এমন একটি প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একত্রিত করবেন, যেখানে কোন ঘরবাড়ী পাহাড় জঙ্গল ইত্যাদি থাকবে না, যার আড়ালে কেউ আশ্রয় নিতে পারে। বিশাল সমতল ভূমিই হলো ময়দানে হাশর যার তুলনায় আমাদের এ পৃথিবী একটি বিন্দু মাত্র। ময়দানে হাশরের যে মাটি হবে, তার রং হবে ধূষর এবং লালিমা যুক্ত।

কিয়ামতের দিন মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ الاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ. (بخارى، مسلم)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, একজন আরেক জনের দিকে তাকানোর কোন কল্পনাই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ–

সৃষ্টিতে যেভাবে আমি তৈরী করেছিলাম, অনুরূপভাবে আমি তাদের পুনরুত্থান ঘটাবো। এ হলো আমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। আর আমি তা করেই ছাড়বো।

তিনটি স্থান বড়ই ভয়ঙ্কর

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايُبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا فِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنَ فَلَايَذْكُرُوْنَ اَحَدٌ اَحَدًا. وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يُعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهٗ فِىْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِىْ شِمَالِهٖ اَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ فِىْ ظَهْرِ جَهَنَّمَ. (ابوداؤد)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছো? আমি বললাম, জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি কিয়ামতের দিন আপন-পরিবার পরিজনের কথা মনে রাখবেন? তিনি বললেন, তিনটি জায়গা এমন ভয়াবহ হবে, যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ রাখবে না। একটি জায়গা হলো মিযানের কাছে, এমন কি সকলেই তখন পেরেশান থাকবে যে, তার আমলের পরিমাণ কম হবে কি বেশী হবে। অপর একটি জায়গা হলো যেখানে আমলনামা দেয়ার স্থান। আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে না পিছন দিক দিয়ে বাম হাতে। (আল্লাহর বিধানের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে অথবা যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেনি, তাদের আমলনামা পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে)। আর যারা আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করেছে, তাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং তারা খুশী হয়ে অন্যদের বলবে– এসো আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ। তৃতীয় জায়গাটি হবে পুলসিরাতের কাছে, যখন তা জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। (আবু দাউদ)

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

হাদীসের আলোকে

সমাজ জীবন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী